দ্বিতীয় সংস্করণ।

স্বভাব-সতী।

গীতাভিনয়।

শ্রীপ্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীঅভয়াচরণ রায় দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা।

১০নং শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট।

পিপেলস্ প্রেসে

শ্রীদিননাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯৮ সাল।

মূল্য ৮ আনা। *Price 8 Annas.*

স্বভাব-সতী।

গীতাভিনয়।

শ্রীপ্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

শ্রীঅভয়াচরণ রায় দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতা

১০নং শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ষ্ট্রীট্।

পিপুল্‌প্রেসে

শ্রীদিননাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯৮ সাল।

মূল্য ৷৷০ আনা

Price 8 Annas

গ্রন্থকার ও প্রকাশকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

হাওড়ার শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়ের রুচি অনুসারে ইহা প্রণীত। তিনি গীতাভিনয়ে সাধারণকে মোহিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে লোকের আগ্রহ দেখিয়া বাবু অভয়াচরণ রায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করিলেন। হরিপালের বিখ্যাত রায়বংশে অভয় বাবুর জন্ম। আদি পুরুষ শিবদাস রায় তিন চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি অক্ষুণ্ণভাবে চলিতেছে। ধন্য তাঁহার ব্যবস্থা প্রণালী। রাস, দোল, দুর্গোৎসবাদি কিছুই বাদ যায় না। বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। কিন্তু বংশধরেরা কেবল চক্ষু সার্থক করেন। তাঁহাদের কোন হাত নাই। পুরোহিত হইতে স্থানমার্জ্জনা-কারিণী পর্য্যন্ত পুরুষানুক্রমে বৃত্তিভোগী। দালানে মন্দিরে নানা নিধি স্তূপাকার হয়, আবার নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিভোগী বিপ্রকুল তাহা গ্রহণ করেন। ঘরে কিছুই থাকে না। প্রত্যহ শত অতিথির সেবা হয়। তাহারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। নিত্য দেবসেবাও সামান্য নয়। বিগ্রহ ও শিবলিঙ্গাদি অনেকগুলি বাড়ীতে আছেন। আবার দেশ বিদেশেও অনেক। সুতরাং অভয় বাবুর পক্ষে এই কার্য্য অতীব ক্ষুদ্র। আদ্যারস ব্রত এই বংশের কুল ধর্ম্ম। কৌলীক কুলে কেবল ইহাঁরাই পর্য্যা পালন করেন।

কলিকাতার উত্তর পশ্চিমে জনাঞী অতি গণ্ডগ্রাম। অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী পরম নিষ্ঠাবান্ ঋষিবংশ শ্রীবরায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ অতি প্রাচীন কালে এই গ্রামে সরস্বতী তীরে বাস করেন। ইহাঁরা শুদ্ধ শ্রোত্রীয়। ইহাঁদের আনীত এবং আশ্রিত কুলীন দৌহিত্রগণ এক্ষণে গ্রাম পূর্ণ করিয়াছেন। বিখ্যাত জমীদার বাবু চন্দ্রকান্ত হইতে এই দীন গ্রন্থকার পর্য্যন্ত সকলেই

ভট্টাচার্য্য ঠাকুরদের দৌহিত্র বংশ। দৌহিত্রগণ ফুলিয়া এবং খড়দহ দুই ভাগে বিভক্ত। খড়দহ ভাগে পূজ্যপাদ দেওয়ান জগমোহন হৃদয়রাম আদি অনেক পুণ্যাত্মা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; এক্ষণেও উকীল আদি অনেক শ্রীমন্ত লোক আছেন। ইহাঁদের বিস্তীর্ণ বংশ বিপুল খ্যাতি, সকলেই ক্রিয়াবান্ এবং প্রকৃত হিন্দু। সংকীর্ণ বংশ ফুলিয়া দলে চন্দ্র বাবু নন্দলাল বাবু হেমচন্দ্র বাবুর ক্রিয়াকলাপে গ্রাম উজ্জ্বল করিয়াছেন। গ্রন্থকার এ দলে গণনার যোগ্যই নন। যে কেদার বাবুর চেষ্টায় গীতাভিনয় হয়, তিনিও এই বংশ সম্ভূত। ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শ্রীপ্রাণবল্লভ শর্ম্মা মুখোপাধ্যায়।

স্বভাব সতী।

গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

(প্রথম গর্ভাঙ্ক।)

উপবন

(সত্যবানের প্রবেশ।)

সত্য। (স্বগত) সত্য সত্যই কি আমি কন্দমূলফলাশী তাপস-কুমার? ভোগ সুখ রহিত, ইন্দ্রিয় বিষয়ে বঞ্চিত, কঠোর নিয়মে নিরত, জীর্ণ, শীর্ণ, ঋষি-জনদিগের শরীর যে উপাদানে নির্ম্মিত, সেই উপাদানে কি আমার এই দেহ নির্ম্মিত হয়েছে? আর আমার জনক কি আজন্ম তপস্বী? না, তাতো বোধ হয় না, তাহলে আমার মন সাংসারিক মান সম্ভ্রমের দিকে ধাবিত হয় কেন? বলবীর্য্য প্রকাশ, শত্রুদমন, ক্রোধ পরতন্ত্রতাকে পুরুষার্থ বলে ভাবি কেন? বসন্ত কালের শোভায়, পূর্ণচন্দ্রের আলোকে, মলয় সমীরণে আমার আনন্দ অনুভব হয় কেন? আর জননী আমার যেন দিবানিশি দুঃখের চিন্তায় নিমগ্না আছেন, পিতার সেবার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে

প্রায়ই অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলে যেন তার দ্বিগুণ হয়, দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে যেন সধূম অনল নির্গত হয়। আমি সেই ভয়ে আর ওকথা মুখে আনি না। পিতা আমার অন্ধ বটেন, কিন্তু তপোবনবাসী ঋষিগণের ন্যায় তাঁর শরীর ক্লিষ্ট বা লাবণ্য শূন্য নয়। তাঁর ভাবভঙ্গী এবং তেজোগর্ভ কথাবার্ত্তা শুনলে বোধ হয় যেন, তিনি কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে আপাততঃ এই অবস্থাপন্ন হয়েছেন।

রাঃ ইমন ভূপালী—তাঃ তেতালা।

তাপস মানস চঞ্চল। (কেন রে।)
কোকিল কূজন শুনে, কেন বা আসে বিজনে,
না জানি চাহে কি ধনে, কিসে হবে শীতল।
না হেরিলে দিনমণি, কেন বা কাঁদে নলিনী,
মুদিত মানে মানিনী, হীন পরিমল।
ঊষার কোমল কোলে, কেন বা নয়ন মিলে,
হেরিতে উদয়াচলে অরুণ উজ্জ্বল।

(নেপথ্যে)

(সখি এদিকে, এদিকে—
দেখো দেখো সরোবরে নলিনী মধুকরের সঙ্গে কি রঙ্গ করছে দেখো!)
ওঁরা ওদিকে কে? এঁরা কদাচই বনবাসিনী নন্। দেব-প্রসঙ্গে দেব-কামিনীর কথা যা শ্রবণ করেছি, তাই আজ প্রত্যক্ষ হলো নাকি? যাহোক অন্তরালে থেকে দেখা যাক্।

(গান করিতে করিতে সখীগণের প্রবেশ।)

রাঃ পিলু—তাঃ জৎ।

দেখ ঐ কমলিনী বিমুখী আজ মধুকরে।
শৈবালে আবরি মুখ রয়েছে সই মানভরে।
দিবস অবসানে, মুদিল অভিমানে,
কুটিল ভৃঙ্গপানে, চাবে না চাবে না ফিরে।
মানিনীর মান গেলে।
মরমে মর্‌বে ফুলে, ভাস্‌বে সই আঁখির জলে,
প্রভাতে বিচ্ছেদ নীরে।
মধুর গুঞ্জন শুনে, ব্যাকুলিত হবে প্রাণে,
সৌরভে ভুলায়ে এনে, সাধিবে চরণে ধরে।

প্র—স। সখি সাবিত্রী আমি তোমাকে বুদ্ধিমতী বলে জান্‌তেম। কিন্তু সে শ্রদ্ধাটুকু আজ একবারে গিয়াছে। তুমি দেশ বিদেশ ভ্রমণ করলে, রূপবান্ গুণবান্ বীর্য্যবান্ কত লোককে দেখ্‌লে? এর মধ্যে কি একটীও তোমার মনে ধর্‌লো না? অনেকের সঙ্গে ত মূলে আলাপ কর্‌লেও না, কারো কারো সঙ্গে দুটি একটি কথা কইলে। সকলকে বিনয় সম্বোধন কর্‌লে তাও দেখলেম। কিন্তু কই তোমার উদ্দেশ্য সাধনের তো কিছুই হলো না। সর্ব্বশেষে যখন যুবরাজটির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তা কইলে, সেই সময়ে উভয়ের মুখ চন্দ্রমা প্রফুল্ল দেখে আমরা মনে মনে কতই আশা করেছিলাম, বলি বিধাতা বুঝি অনুকূল হলেন। ওমা তার পর কি সর্ব্বনাশ! যুবরাজ কি কথা একটি বলে যেমন হাসলেন, আর অমনি তোমার মুখ-মণ্ডল যেন শরতের মণ্ডলবেষ্টিত চন্দ্রের মত মলিন হয়ে গেল। আর তখনি বুঝলেম যে সব বিফল হলো। আহা ঐ কুমারের যেমন রূপ তেমনি গুণ কথা গুলি যেন অমৃতের ধারা। সাত সতিনের উপর পড়েও যদি এমন সুন্দর পতিলাভ হয় তাতেও সুখ, দিবানিশি দেখেও তো চক্ষু জুড়াবে। তা, এতেও

যখন তোমার মন উঠ্‌লো না, তখন তোমার অদৃষ্টে বিধাতা বিবাহ লেখেন নাই।

সাবি। চুণ আর নবনী দুইত সমতুল্য, দুই কোমল পদার্থ, উভয়েই শীতল, তা বলে কি ক্ষুধার জ্বালায় অধৈর্য্য হয়ে চুণ ভোজন কর্ব্বে, না তা কল্লেই স্বাস্থ্যরক্ষা এবং ক্ষুধা শান্তি হবে? সখি আমি তোমাকে কত বার বলেও বুঝাইতে পার্‌লেম না যে, বাহ্য সৌন্দর্য্য কোন কাজের নয়। আমি যাদের সঙ্গে আলাপ করি নাই তাদের দেখেই চিনেছি তারা মনুষ্য আকারে পশু। অবশেষে যার সঙ্গে পরিচয় হলো, তিনি আবার ওদের অপেক্ষাও নরাধম। কেন না যারা মূর্খ, নির্ব্বোধ, হিতাহিত বিবেচনা শূন্য, তাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান সহজেই থাকে না, সুতরাং তাদের ঘৃণা কর্ত্তে হয় কর কিম্বা দয়া কর্ত্তে চাও আরো ভাল। তারা মারাত্মক জীব নয়। কিন্তু ইনি সে ধাতুর জীব নন, ইনি বুদ্ধির সাগর, বিদ্যাবিশারদ, কিন্তু তাহলে কি হয়? কেউ বা ইক্ষু রস হতে দেব দুর্ল্লভ মিছরি প্রস্তুত করে আবার কেউবা সেই অমৃত রসকে বিকৃত করে বিষময় সুরাতে পরিণত করে। ইনি বুদ্ধি-দোষে আপনার অন্তঃকরণকে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন করেছেন, সত্য ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি আছে কি না সন্দেহ। এমন অন্তঃসার শূন্য মনুষ্যের পত্নী হওয়া অপেক্ষা নির্জ্জন বনে হিংস্র পশুদের সঙ্গে একত্রে বাস করা সহস্র গুণে ভাল।

দ্বি—স। এটী তুমি কিসে জানলে?

সাবি। জানলেম কিসে? ঐ কথায় উনি বল্লেন কি না "সাবিত্রি আমি কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে প্রণয় কল্পনা করে পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করে-ছিলাম বটে, কিন্তু তোমার রূপ গুণে আমি এমনি মোহিত হয়েছি যে, পূর্ব্বে ইন্দুমতীকে সুন্দরী এবং গুণবতী বলেছিলাম বলে আমি আপনা আপনি এখন মনকে ধিক্কার দিচ্ছি। তুলনা কর্ত্তে গেলে সে তোমার দাসীর যোগ্যাও নয়। তা এখন এই বলে মনকে প্রবোধ দেবো যে তামসী যামিনীতে নক্ষত্র পুঞ্জ

অহঙ্কার প্রকাশ করে আর লোকেও সেই শোভায় কথঞ্চিৎ মনকে তৃপ্ত করে। কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে আর কি কেউ সে তারকা শোভা দেখতে চায়, না তারাই মুখ তুলতে পারে? প্রায়ই লজ্জায় মিলিয়ে যায়। তবে দুই একটা নিতান্ত নির্লজ্জ বলেই একটু একটু চোখ টিপে টিপে চায়।" কুমারের এই কথাতেই স্পষ্ট বুঝলেম যে ওঁর কাছে সত্যের গৌরব নাই, ধর্ম্মের ভয় নাই, উনি একজন বিশুদ্ধ শঠ।

প্র—স। তা কেমন করে হলো? তিনি তো সরল ভাবে যথা কথাই বলেছেন। রূপবতীকে রূপবতী আর গুণবতীকে গুণবতী বল্লে যদি দোষ হয় তবে তো আর সংসারে ভাল মন্দের বিচার থাকে না।

সাবি। সখি, এই জন্যই আমাদিগকে অল্পবুদ্ধি নারী বলে। তুমি এই সহজ কথাটী বুঝতে পারলে না যে উনি ইন্দুমতীকে বিবাহ কর্ত্তে স্বীকার করেছেন বলেই তো, সে সরলা বালা এই চণ্ডালকে পতিভাবে প্রণয়চক্ষে দেখেছে আর অবশ্যই মনে মনে আত্মসমর্পণ করেছে। নিষ্ঠুর ঝঞ্ঝা বায়ু মালতীকে ছিন্নভিন্ন করে বলে কি সে আপনার সৌরভকে ফিরিয়ে নিতে পারে? এখন একবার ভেবে দেখ দেখি, সেই বালিকাকে নিরাশ করা কি সহজ ব্যাপার? উনি তো বিশ্বাসঘাতক মিথ্যাবাদী হলেনই, তার পর সে বালিকার ভাবী অবস্থাটা মনে কর। সে মনে মনে এই নরাধমকে পতিত্বে বরণ করেছে, আর অন্য পতি গ্রহণ কর্ত্তে পারবে না, এবং এঁর প্রতিও একেবারে অশ্রদ্ধা হবে, যাবজ্জীবন যন্ত্রণার অনলে দগ্ধ হবে, আরো কত কি ঘটনা হতে পারে তা কে বলতে পারে? এখন বল দেখি ওর মত মহাপাতকী কি আর এ জগতে আছে?

প্র—স। ভাবতে গেলে বটে, তা উনি কি তাঁকে একেবারে নিরাশ করেছেন? তাকে এবং তোমাকে উভয়কে বিবাহ কল্লেই তো দুই দিক রক্ষা হতো, ধর্ম্মও বজায় থাকতো, কারও মনে কষ্ট হতো না রাজারা এমন দুই তিনটা বিবাহ করেই থাকেন। তবে আর

তুমি ওঁকে বুদ্ধিমান্ বল কেন? উনি তো দেখছি নিতান্ত নির্ব্বোধ এই সহজ উপায়টা অবলম্বন কর্ত্তে পাল্লেন না?

সাবি। কি বল্লে সখি দুই বিবাহ, আর তাই আবার বুদ্ধিমানের কার্য্য? যাবজ্জীবন কুমারী অবস্থায় থাকি সেও ভাল, লোকে অনাথিনী বলে ঘৃণা করে করুক, পুত্রহীন কামিনীদের সম্বন্ধে মহাভারতে যে পুন্নাম নরক যন্ত্রণার বর্ণনা আছে তা অপেক্ষা শত গুণে যন্ত্রণা বৃদ্ধি হোক, তথাপি যেন লম্পটের হাতে আত্মসমর্পণ কর্ত্তে না হয়। সখি! লম্পট আর কারে বলে? যে পুরুষ সৌন্দর্য্য গুণ পক্ষপাতী হয়ে ক্রমান্বয়ে স্ত্রী ত্যাগ কর্ত্তে পারে সে বিশুদ্ধ প্রণয় যে কারে বলে তা কখনই জানে না, কেবল রূপ গুণকে ভাল বাসে। তাকে বলে হেতুমূলক মায়া, পশুদেরও সে মায়া আছে। তার পর যখন সেই হেতুটী ঘুচে গেল, অমনি মায়া দয়া সব ফুরুলো। সখি পবিত্র প্রণয় একটী স্বতন্ত্র কথা, সেটি কেবল মনের সঙ্গে, শরীর বা রূপ গুণের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই। আর সেই বিমল প্রণয় মুকুরে ঈশ্বরের প্রতিভা প্রত্যক্ষমান হয়। সখি, মানব-দম্পতী যদি এই প্রণয়ের অধিকারী না হলো, কেবল জঘন্য ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবার জন্যই যদি বিবাহ কর্ত্তে হলো, তবে পশু আর মানবে প্রভেদ কি হলো?

ঝুমঝিঝিট। একতালা।

প্রণয় রতনে যে জন না জানে।
হেরিলে নয়ন পোড়ে প্রাণ সঁপি কেমনে।
কণ্টক কানন, সখি তার মন,
সদা প্রাণ জ্বালাতন তারই মিলনে।
অন্তরে অন্তরে, প্রণয় যে করে,
আছে প্রাণ তারই তরে, আছি সই জীবনে।

দ্বি-স। ঘেটে ঘুঁটে ভাবতে গেলে কি চলে? আমরা যে স্ত্রীলোক আমরা অধীন জাতি, পুরুষের মন যোগানই আমাদের সার

ধর্ম্ম, ওরাই আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। এই শাস্ত্র টাস্ত্র যা কিছু বল, সে সকলই ওদের, ওরাই লেখে, ওরাই পড়ে, আর তাতেই ওরা সর্ব্বে সর্ব্বা হয়ে রয়েছে। তবে আর ওরা কর্বে না কেন বল? ওদের তো, আর দুটো বিবাহ কল্লে পাপ হবে না?

সাবি। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) সখি শাস্ত্রের দোষ দিও না। আমরা স্ত্রীলোক অল্প বুদ্ধি, শাস্ত্রের গভীর অর্থ কি বুঝবো? তবে এইমাত্র বুঝতে পারি, যে একজন আপনার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করবে বলে আর এক জনকার সর্ব্বনাশ কর্বে এমন নিয়ম কখনই শাস্ত্রসঙ্গত হতে পারে না। যাক্, ও কথায় আর প্রয়োজন নাই। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়ে এবং সত্যবান্‌কে নিরীক্ষণ করে) একি, ইনি কে? বনবাসী তপস্বী বলে তো বোধ হচ্চে না, অথচ সেই প্রকার বেশ ভূষা। আমার বোধ হচ্চে যে ভগবান্ মন্মথদেব দেবদেব মহাদেবের শাপ ভয়ে ভীত হয়ে সম্প্রতি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছেন, পাছে ওঁকে দেখলে লোকের চিত্ত চাঞ্চল্য হয় সেই জন্যই বুঝি এই নির্জ্জন প্রদেশে বাস কচ্চেন। কিন্তু স্বভাব দোষ যে যাবার নয় তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। মুহূর্ত্ত কাল পূর্ব্বে আমার অন্তঃকরণ হেমন্তের তুষার রাশির ন্যায় শীতল এবং স্থির ছিল কিন্তু এঁকে দর্শন করে অবধি ক্রমশঃ চঞ্চল হচ্চে।

প্র—স। সখি, অন্যমনস্ক হয়ে কি চিন্তা কচ্চো? দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী তাপসবর তোমার সম্মুখে উপস্থিত, এখনও প্রণাম কচ্চো না যে? তুমিত এমন কখন কর না। (সত্যবানের প্রতি) ব্রহ্মন্, আমরা প্রণাম করি। (প্রণাম) আমাদের সখীর অনবধানতা দোষ মার্জ্জনা করুন। সখী কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্না হয়েছেন।

সত্য। চিন্তা মনুষ্যের বাহ্যজ্ঞান হরণ করে, তা না হলেও অপরাধটাই বা কি হয়েছে যে মার্জ্জনা কর্ত্তে হবে? বরং আত্মগোপন করে আমিই অপরাধী হয়েছি, ক্ষমা প্রার্থনা কর্ত্তে হলে আমাকেই

আগে কর্ত্তে হয়, কিন্তু আমিও কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে ইতিকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়েছিলেম। এখনও আমার সে ভাব অপনীত হয় নাই। বাস্তবিক আমি জাগ্রত, কি এ আমার স্বপ্নাবস্থা আমি পৃথিবীতে আছি, কি স্বর্গে আছি, তা কিছুই স্থির কর্ত্তে পারছি না। এমন কি যদি তোমরা এই মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ এই স্থান পরিত্যাগ করে আমার দৃষ্টির বাহিরে গমন কর; তা হ'লে আমি এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেচি বলে আপনার মনেও বিশ্বাস জন্মাতে পার্ব্বোনা; অবশ্যই স্বপ্ন বা ভ্রম বলে বোধ হবে। সৌদামিনী ভূতলে বিচরণ কচ্ছে এতো দেখলেও বিশ্বাস হয় না। তার পর আবার সুমধুরধ্বনি নির্গত হ'য়ে শ্রবণ কুহরকে শীতল কচ্ছে; এর ভাব আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

বেহাগ—একতালা।

আমার মন ভুলিল,
এ বিজনবনে কি হেরি নয়নে,
দেবী কি মানবী করিল এ ছল রে।
চাঁচর চিকুর নব কাদম্বিনী, ধরাতলে ধায় ধরিতে ধরণী,
কে কোথা দেখেছে স্থিরা সৌদামিনী,
বিচরে ভূতল তলে রে।
বদনকমল সুধার আকর, নয়ন যুগল নিন্দি ইন্দিবর,
কটাক্ষে যেন রে কালকূটশর, মরমে বিঁধিল রে।
লাবণ্য সলিলে কনকের লতা, অধর দশন প্রবাল মুকুতা,
লাজ সমীরণে সতত চকিতা, কেমনে গিরি ধরিল রে।

সাবি। (স্বগতঃ) আমি যে এতদিন অহঙ্কার কর্ত্তেম যে, বাহ্যসৌন্দর্য্যে কদাচিৎ আমার মনকে বিচলিত কর্ত্তে পার্ব্বে না, সেটি আমার ভ্রম; পিতা এবং দেবর্ষি যে আমাকে ধীরা এবং বুদ্ধিমতী বলে প্রশংসা করেন, তাও বোধ হয় প্রকৃত নয়, কেবল স্নেহ বশতই বলেন। কেন না যদি স্ত্রীস্বভাবসুলভ লজ্জা সবলে আমাকে অবরোধ না কর্ত্তো, তা হ'লে বোধ হয় এই তাপসবরের সম্মুখে চাপল্য প্রকাশ করে কুলকামিনীগণের সীমা, অতিক্রম কর্ত্তেম। প্রথম দর্শনেই ত এই তপস্বীকে কামদেব বলে অনুমান করেছিলেম। অথবা, তামসী যামিনীতে যেমন দীপশিখার সাহায্য ভিন্ন মনুষ্য চক্ষুস্বয়েও আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে পায় না, সেইরূপ বুঝি আমিও এই ঋষির দর্শনলাভের পূর্ব্বে আপনার মনোগত ভাব আপনি বুঝ্‌তে পারি নাই। তা হলে এরূপ ভাবকে মনোবিকার বলি কেন? প্রাতে সূর্য্যদেবের স্বর্ণকান্তি দেখে কমলিনী প্রফুল্ল মুখে হাস্য করবে, এই হচ্ছে বিধাতার নিয়ম; নতুবা সূর্য্যের অনুদয়ে শত শত উল্‌কা প্রজ্বলিত হলেও ত নলিনী বিকসিতা হয় না। তবে এতে আর আমার দোষ কি? দেখি সখীরা এঁর সঙ্গে কিরূপ আলাপ করে।

প্র—স। মহাশয়! আমরা দেবী বা গন্ধর্ব্ব নহি, অন্তঃপুরবাসিনী কুলকামিনী। আমাদের দেখে আত্মবিস্মৃত হওয়ার কোন কারণই নাই, বরং আমরা যে কারণে বিস্মৃত হয়েছি, তা বল্‌তে সঙ্কুচিত হচ্ছি। যদি কৃপা করে অভয় দান করেন তা হলে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে সাহস কর্ত্তে পারি।

সত্য। তোমাদের যা জিজ্ঞাস্য বল, আমার কোন আপত্তি নাই। কুসুমকে কি কেউ সৌরভ বিতরণ কর্ত্তে বাধা দিয়ে থাকে, না পিককুলকে কূজন কর্ত্তে নিবারণ করে?

প্র—স। ব্রহ্মন্! আপনি এই কৌমার বয়সে দেবঋণ পিতৃঋণ পরিশোধ না করে এই নির্জ্জন বনে তপস্বী বেশে বাস কচ্ছেন কেন? আর

আপনার তপস্বী বেশ দেখেই আমরা ব্রাহ্মণ বলে সম্বোধন কচ্ছি। কিন্তু আপনার এই মনোহর দেহে ক্ষত্রিয়দিগের সমস্ত সুলক্ষণ লক্ষিত হচ্ছে। আজানুলম্বিত বাহু যুগল; সতেজ হস্ত দুটি শার্ঙ্গধনু ধারণের যোগ্য বলেই বোধ হয়, আহুতি প্রদান কার্য্যের জন্য বিধাতা গঠন করেন নাই। আপনার বিশাল নয়ন দুটি যেন দুটি জ্যোতিষ্ক মণ্ডল; ঐ দুটি এবং ভ্রু-যুগল ইঙ্গিতে পৃথিবী শাসন কর্‌বে, সেই অভিপ্রায়েই সৃষ্ট হয়েছে, মুদিত হয়ে থাক্‌বার জন্য হয় নাই। আপনার মস্তকে জটা ত শোভা পাচ্চে না, রাজ-মুকুট হলে সাজে। আর কি বল্‌বো, যদি কীটজ বসন এই মনোহর অঙ্গের আবরণ হতো, তা, হলে আর কীটকুল অকালমৃত্যুর জন্যে আক্ষেপ কর্ত্তো না।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কেন নিরজনে নবীন তাপস বিপিনে।
কামের কটাক্ষ কেন যোগীবর নয়নে।
সুধার আধার মুখে, মরি হে বিভূতি দেখে।
মলিন কনক কান্তি, তপনের কিরণে।
প্রাণ চায় দাসী হতে এসো রাজভবনে।
মন তব যোগী নয়, বুঝেছি হে পরিচয়,
অন্তরে প্রণয়-মণি রেখেছ হে গোপনে।
মনোমত সতী পেলে পরাবে তায় যতনে।

সত্য। সুন্দরি দুর্ভাগ্যক্রমে আমি নিজের বিশেষ পরিচয় জানি না। আমি আজন্ম বনবাসী, তপস্যাচরণ কর্‌বো বলে এই বেশ করেছি তা নয়, এ ভিন্ন যে অন্য প্রকার বেশ ভূষা আছে, তা আমি কখন জানি না। সুতরাং এই বনে যা কিছু পাওয়া যায়, তাই গ্রহণ করে থাকি। আমার পিতা মাতা অদূরে কুটীরে বাস কচ্ছেন,

পিতা অন্ধ, তাঁর নাম দ্যুমৎসেন। তাঁদের সেবা করাই আমার একমাত্র তপস্যা, এই আমার পরিচয়। সখি! প্রার্থনা-প্রসঙ্গে আমার এই জিহ্বা সততই জড়, কিন্তু জানি না আজ মন কেন ওকে এত উত্তেজিত করে তুলেছে, আমি ওর চঞ্চলতা নিবারণ কর্ত্তে পাচ্ছি না, যদি বনবাসীর নিকট পরিচয় দানে বাধা না থাকে, তবে আমার এই ঔৎসুক্য নিবারণ কল্লে আমি পরম পুলকিত হই। আপনাদের এই সখী যাঁর বদনমণ্ডল দর্শন করে চন্দ্রদেব লজ্জা ভয়ে আত্মগোপন করবার জন্য মেঘ অন্বেষণ কর্‌ছেন, ইনি কে? আর বসনেই বা বদন আবৃত করে রয়েছেন কেন? কিছু পূর্ব্বে আমি ওঁর জ্ঞানগর্ভ কথা গুলি শুনে মনে কচ্ছিলেম, বুঝি ভগবতী সরস্বতী নির্জ্জনে আপনার সখীদের উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু ওঁর সেই কথাগুলি শুনে আমার মনে এক বিষম সংশয় উপস্থিত হয়েছে। প্রণয় যে নানাপ্রকার আছে, তাতো আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই। আমি জনসমাজের রীতি নীতি জানি না; এখন এই কথায় জানলেম যে জনপদবাসীদের অপেক্ষা বনবাসীরা সহস্রগুণে সুখী। কি ভয়ানক ব্যাপার! পত্নীস্বত্বে পণ্য বিবাহ! কি কদাচার! তা হলে প্রণয় নামটা জগতে লুপ্ত হওয়াই ত ভাল ছিল। ভগবান্ ভবানীপতি সতীর মৃতদেহ দীর্ঘকাল মস্তকে বহন করেও কি পবিত্র প্রণয়ের মধুর ভাব বুঝিয়ে দিতে পারেন নাই? কিন্তু শাস্ত্রকার মহাশয়েরাও ত বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দিয়েছেন দেখ্‌ছি। শাস্ত্রকারদেরই বা দোষ কি? পাপেচ্ছু নারকীরা কেবল শাস্ত্রের ছল অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়।

সাবি। (অগ্রসর হয়ে প্রণাম—উত্থান সময়ে সত্যবানকে সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ—কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতি)

প্র—স। মহাশয়! মহারাজ অশ্বপতির একমাত্র দুহিতা আপনাকে প্রণাম কচ্ছেন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন অনুরূপ পতি লাভ করেন আর ওঁর মনের মত হয় এবং গুণের পরীক্ষায় টিকে যায়।

সাবি। (স্বগত) আর অন্য পতি গ্রহণে কি আমার অভিরুচি আছে? মন আমার দর্শন মাত্রেই এই তাপস চরণে আত্ম সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হয়েছে। সখীগণ, আমার মনোগত ভাব জান্‌লে আর এমন আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করতো না। বারম্বার সত্যবানকে নিরীক্ষণ)।

(নেপথ্যে)

তোমরা শীঘ্র এস, রজনীতে এই বিজনে রথ চালান দুষ্কর হবে।

প্র—স। সখি, শুন্‌লে? আর এখানে বিলম্ব করা হতে পারে না। মহাশয়, আজ আমরা বিদায় প্রার্থনা কচ্ছি।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রাজভবন।

রাজা অশ্বপতি এবং উদরপরায়ণের প্রবেশ।

উদর। মহারাজ! তার আবার চিন্তা কি? জামাতাকে না হয় এই রাজভবনেই রেখে দেওয়া যাবে। তবে কিনা দরিদ্র হলে উদরের জ্বালটা বেশি হয়, ব্যাটা তিন দিনে রাজভাণ্ডারটা উড়িয়ে দেবে। আপনাদের কোন ক্ষতি নাই আমারই সর্ব্বনাশ! সে ব্যাটা যুট্‌লে আমি আর পেট ভরে খেতে পাব না। তাতে আবার সে আজন্ম উপবাস করে আছে। দুদিনে হাল বকেয়া সব আদায় কর্ব্বে। কি সর্ব্বনাশ! বামুনে অদৃষ্ট কি না? কোথা আশা ক'রে রয়েছি, সাবিত্রীর বিবাহ হলে নূতন দেশের নূতন

মিষ্টান্ন দিন কতক সাধ পূর্ণ ক'রে ভোজন কর্ব্বো, তা না হয়ে এখন কি না সেই জামাইটা এসে আমার উপর ভাগ বসালে? দূর হ'ক, ও হতভাগাটাকে কন্যাদান কল্লেই সব গোল মিটে যায়।

রাজা। ভাই! আমি কি স্বইচ্ছায় এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি, সাবিত্রী যে কোন মতেই প্রবোধ মানে না। সে বলে যখন তাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছে, তখন জীবন মরণে সেই তাপসকুমারই তার পতি। বাছা আমার বালিকাকালেই সনাতন সত্যধর্ম্মের পক্ষপাতিনী হয়েছেন, তাকে নিবারণ কর্ত্তে মন অগ্রসর হয় না। আমি যখনই ঐ বিষয়ের চিন্তা করি, তখনই যেন কে কর্কশস্বরে আমাকে বলে যে, "দুরাত্মা, তুই করিস কি? সতীর সতীত্ব নাশ করবি? তুই সাবিত্রীর যোগ্য পিতা নস্।" কিন্তু এ দিকে আবার সাবিত্রীর ভাবী দুঃখের কথা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আজ দেবর্ষির আসবার কথা আছে, দেখি তিনি কি পরামর্শ দেন।

উদর। সেই বালকটাকে এই সময়ে মেরে ফেল্লেই সব উৎপাৎ ঘুচে যায়। সেতো অস্ত্র ধারণ কর্ত্তে পারে না, বলুন না কেন, আমিই কতকগুলো সৈন্য সামন্ত নিয়ে সে কাজ সম্পন্ন ক'রে আসি?

রাজা। হা নির্ব্বোধ, অথবা নির্ব্বোধ বলে উপেক্ষা করি কেন? তুমিই প্রকৃত সুখী, গভীর দুশ্চিন্তা কদাচই তোমার অন্তঃকরণকে দগ্ধ কর্ত্তে পারে না, কদলী বৃক্ষ সততই সরস, অন্তঃসারবিশিষ্ট নীরস তরুর কোটরেই দাবানল উদ্ভব হয়ে অবশেষে সমস্ত ভস্মসাৎ করে। সখে, তাই বলি, এ সংসারে ভাবী হিতাহিত বিবেচনা বিহীন হ'য়ে থাকা এক প্রকার মন্দ নয়। তুমি অনায়াসেই বল্লে তাপসকুমারকে হত্যা করলেই সব মিটে যায়, কিন্তু এটী জাননা যে ভাবী জামাতার লোকান্তর হ'লে সাবিত্রীর অন্য এক প্রকার দুরাবস্থা হবে? তার সঙ্গে তুলনা কল্লে এখনকার এই অবস্থা তখন প্রার্থনীয় বিষয় হয়ে উঠবে।

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌবা। মহারাজ, দেবর্ষি দ্বারদেশে উপস্থিত।

রাজা। চল চল চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

উদর। আঃ মহারাজ আবার আমাকে অল্পবুদ্ধি বলেন, হা! হা! হা! আমি বিলক্ষণ বিবেচনা করে দেখেছি, এই রাজা কেবল কপাল গুণে রাজ্যভোগ করে। নইলে ওর বিদ্যাবুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নাই! আর বীরত্বই বা কই, যদি আপনার বালিকা কন্যাটীকে শাসন করে রাখতে না পাল্লেন, তবে আর পৃথিবী শাসন কর্ব্বেন কেমন করে? একি বুদ্ধিমানের মত কথা হলো। এই শর্ম্মা স্বয়ং (বক্ষে হস্ত দিয়া) ক্রমান্বয়ে তিন চারিটী কন্যার সহিত পরিণয় সম্বন্ধ স্থির করেছিলেন, পরে সকলকে ফাঁকি দিয়ে এই বর্ত্তমান গৃহিণীর পাণি গ্রহণ ক'রে সুখে সংসার যাত্রা যাপন কচ্ছেন, তাকি মহারাজ জানেন না? কিন্তু কই তাতে কি আমার সতীত্ব গিয়েছে, আর ওর মধ্যে একটি কন্যা মরেও গিয়েছিল, কিন্তু তাতেই বা আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছে, আমি তখনও যা এখনও তা। আমি বাগদত্তা পাত্র বলেও বিবাহের সময় কোন গোল-যোগ হয় নাই। কিন্তু বলবো কি? এই সব বিষয় চক্ষে অঙ্গুলি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেও মহারাজ বুঝতে পারেন না।

রাজা এবং দেবর্ষির প্রবেশ।

দেবর্ষি। মহারাজ, সংসার সাগরে সত্য ব্রতই একমাত্র তরণী, সত্যই সমস্ত ধর্ম্মের আধার; আর অধিক কি বলবো, একমাত্র সনাতন সত্যকে আশ্রয় করে ব্রহ্মা সৃজন, হরি পালন এবং মহেশ্বর সংহার কচ্ছেন। স্বর্গ নরকাদি ত সামান্য কথা। সত্যধর্ম্মাবলম্বী পুরুষের চতুর্ব্বর্গ ফল করতলে; সত্যকে ব্রহ্মরূপী বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। যে সেই সত্যচ্যুত, তার কোন ধর্ম্মই সফল নয়, সে নরাধম পুনঃ পুনঃ

কুম্ভিপাক আদি নরকে পতিত হয় জগতে সত্যই সার পদার্থ। সত্যই নারায়ণ। একমাত্র সত্য ব্রত সহায়ে, ব্রহ্মা সৃষ্টি বিষ্ণু পালন এবং মহাদেব সংহার করিতেছেন। পৃথিবীতে যে সত্য ব্রত পালন করে সেই ধন্য। আর এই সংসারে পিতা মাতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পিতা স্বর্গ হইতেও উচ্চ। মাতা পৃথিবী হইতেও গুরুতরা, বৎসে সাবিত্রি, মাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন কর। যাহারা মাতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্‌মুখ হয়, নরক তাহাদিগের অবশ্যম্ভাবী। লোকে মাতা পিতার প্রসাদেই চতুবর্গমূলক শরীর লাভ করে। তুমি কি পিতা মাতার অসম্মতিতে স্বয়ম্বরা হতে অভিলাষ করেছো? তুমি বালিকাকালেই বুদ্ধিমতী গুণবতী এবং বিদ্যাবতী বলে আমি তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করি, আর তুমি আমার শাস্ত্রোপদেশ অনায়াসে বুঝতে পার বলে আমি পরম প্রীতি প্রাপ্ত হই, কিন্তু আজ আমি এ কি শুন্‌ছি? তুমি কি শুন নাই যে, শাস্ত্রকারেরা পিতা মাতাকে কন্যাদানের কর্ত্তা স্থির করেছেন, তাতে কন্যার মতামত কিছুই নাই, পিতা যা করবেন তাই হবে যাকে দান করবেন সেই পতি। এই শাস্ত্র বচনের গূঢ় তাৎপর্য্য যদি শুন্‌তে চাও তো মন দিয়ে শ্রবণ কর। বালিকারা আপনাদের ভাবী হিতাহিত বিবেচনা কর্ত্তে অক্ষম, তারা সংসারের কুটিল গতি কিছুই বুঝে না, সামান্যবুদ্ধি বশতঃ প্রায়ই ভাবী বিপদকে আহ্বান করে। প্রিয়দর্শনলোলুপ বালকেরা কুসুম ভ্রমে ফণীবরের চিত্রিত মস্তকে হস্তার্পণ কর্‌তে যায়, পিতা মাতা বাধা দিলে বৈরক্তির সহিত রোদন করে। বৎসে, তুমিও বালিকা-কাল সম্যক্‌রূপে অতিক্রম কর নাই। পিতা বহুদর্শী, বিজ্ঞ, কন্যার হিতাকাঙ্ক্ষী। এই বিবাহ বিষয়টা সামান্য ব্যাপার নয়, যাবজ্জীবনের সম্বন্ধ, অনেক মন্ত্রণার আবশ্যক, এই সব কারণেই পিতাকে দানের কর্ত্তা স্থির করা হয়েছে। ছি! তুমি ও কু-অভিসন্ধি ত্যাগ কর। পিতা মাতার বাধ্য হও এবং ওঁদের আনন্দ বর্দ্ধন কর।

সাবি। প্রভো! আপনার সম্মুখে কোন বিষয়ের উত্তর প্রত্যুত্তর করা নিতান্ত চপলতা, কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ এমনি ঘটনা উপস্থিত যে উভয় পক্ষেই সমূহ বিপদ। এক দিকে গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন এবং তাঁদের মনোবেদনার কারণ হয়ে কোটি কল্প নরক বাস করতে হবে, এবং অপর দিকে নারীকুলের পরম অমঙ্গলের বীজ স্বরূপ সতীত্ব নাশের আশঙ্কা। যে রত্নের তুলনায় রত্নপূর্ণ ভাণ্ডারকেও তুচ্ছ বোধ হয়। গুরুজনের সহিত তর্ক বিতর্ক দূরে থাক্ আমি কদাচ মস্তকোত্তলন করি না। কিন্তু আজ যে আমি কেন এত প্রগল্‌ভা হয়েছি, তা বল্‌তে পারি না। সতীকুল-জননী ভগবতী দাক্ষায়ণী যেন আমার হৃদপদ্মে আবির্ভূত হয়ে আমার অন্তরাত্মাকে উত্তেজিত কচ্ছেন। তাই আমি আপনার সঙ্গেও উত্তর প্রত্যুত্তর করতে অগ্রসর হয়েছি। প্রভো! আমার মনের কথা এই যে পিতার সন্তোষের নিমিত্তে এইক্ষণেই আমি এ জীবন অনলে বিসর্জ্জন করতে পারি, যাবজ্জীবন নির্জ্জন বনে বাস করিতেও ভয় করি না। কেন না আমার এই দেহ এবং জীবন সকলই পিতা মাতার, এর উপর ওঁদের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে, এই শরীর ধ্বংস এবং জীবন শেষ হলেই আমি ওঁদের ঋণে মুক্ত হলেম, আর এ জীবনও ক্ষণভঙ্গুর। কিন্তু প্রভো! সেই অনুরোধে অনন্তকালের জন্য আত্মাকে কলুষিত এবং নিরয়-গামী করা উচিত কি না এইটী মীমাংসা করবার জন্যে আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হয়েছে, ভাগ্যক্রমে আপনি এসে উপস্থিত হয়েছেন, এখন সকল সংশয় দূর হবে। আপনি এবিষয়ে ব্যবস্থা দিয়ে কৃতার্থ করুন্।

দেব। বাছা তুমি ত এ পর্য্যন্ত অরে শাস্ত্র সম্মত বিবাহ কর নাই, কেবল চক্ষে দেখেছো বইত নয়? বালক বালিকারা ক্রীড়াকালে কৃত্রিম স্ত্রীপুরুষ সেজে সেই সম্বন্ধে নানা প্রকার অভিনয় করে, তা বলে কি তাদের সতীত্ব নাশের আশঙ্কা হয়?

উদয়। তা বই কি? খেলাধুলোর প্রসাদে বালককালে কত কাণ্ডই করা গিয়েছে, তা বলে কার কবে জাত গিয়েছে, শর্ম্মা ও বিষয়ে এক জন বহু বিচক্ষণ লোক, আর ঐ বিষয়েই আমার বহুদর্শিতা-গুণ টন্‌টনে। তবে কি না সেই বালিকাগুলকে যারা পরে বিবাহ করে তারা না টের পেলেই হলো।

রাজা। ভাই তুমি এখন একটু চুপ্ কর।

সাবি। তবে কি বিবাহটা কেবল লৌকিক ব্যাপার? অন্তঃকরণের সঙ্গে কি এর কোন সম্বন্ধ নাই? আর কি মরণ দিন পর্য্যন্তই এই সম্বন্ধের সীমা, পৃথিবীর সুখ সম্ভোগের জন্যই কি এই বিবাহ? প্রভো! বল্‌তে কি আমি মনকে ঐরূপ প্রবোধ দিব বলে অনেক চেষ্টা করলেম, কিন্তু কই মন যে কোন মতে প্রবোধ মানে না। আগ্নেয় পর্ব্বতের অভ্যন্তর থেকে যেমন অগ্নিরাশি উত্থিত হয়ে সমস্ত নষ্ট করে, তেমনি অন্তরাত্মা যেন ভিতর থেকে বলে উঠচেন যে, মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করে, সেটার বিপরীতাচরণ কর্‌লেই সত্যভঙ্গ হলো। প্রভো! আমার মনেও তাই বিশ্বাস হয়। কেননা আমার গোপন প্রতিজ্ঞা মনুষ্যেরা জান্‌তে পার্‌লে না বটে, কিন্তু মন তো আমার স্বয়ং। সে এ বিষয়ের সাক্ষী রইলো। দিবা নিশি শয়নে স্বপনে আমার অন্তরাত্মাকে বিদ্ধ কর্ত্তে থাক্‌বে, আমাকে যদি কেউ সতী বলে সম্বোধন করে, তা হলে মন অমনি আমার বিপক্ষ হয়ে বলে উঠবে—পাপিনি! মিথ্যাবাদিনি! তুই কি ঐ পবিত্র নামের যোগ্য—প্রভো! তখন যন্ত্রণায় অস্থির হবো। আর তার পরেই কি পরকালে নিস্তারের প্রত্যাশা আছে? আমি কি সেই পরম পুরুষের নিকট সতী বলে দাঁড়াতে পার্‌বো? না কখনই না, যমদূতেরা আমাকে ব্যভিচারিণীদের সঙ্গে কোন অন্ধতমিস্র নরকে ফেলে দেবে; কল্পকালান্তরেও আমার উদ্ধার হবে না। তাই বলি প্রভো চিরকাল দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা কুমারী কালে মৃত্যু হওয়াই মঙ্গল। তাহাতে ইহকালে মনের প্রসন্নতা এবং পরকালের পথ পরিষ্কার হয়। আত্মহত্যায় পাপ আছে বলেই আমি এই ব্যাপকতা কচ্ছি।

দেব। সাবিত্রি অল্পবুদ্ধিবশতঃ আপনার হিতাহিত বুঝতে না পেরে ভ্রমে পড়ে যদি কেউ কোন প্রতিজ্ঞা করে আর সে প্রতিজ্ঞা পালন কর্ত্তে না পাল্লে যদি অন্য লোকের বিশেষ অনিষ্ট না হয়, তবে এমন সামান্য প্রতিজ্ঞাটা ভঙ্গ কল্লে পাপ যে একবারে হবে না তা বলছি না, তবে যে কিছু দুরদৃষ্ট জন্মে তার বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত আছে। আচ্ছা তুমি বল দেখি কে সে বনবাসী? তার নাম কি? তা হলে ভাবী হিতাহিত গণনা করে বুঝি।

সাবি। আমি তাঁর বিশেষ পরিচয় জানি না। তাঁর নাম সত্যবান্, তিনি দ্যুমৎসেন রাজার পুত্র এবং বনবাসী।

দেব। কে, সত্যবান্? (ঊর্দ্ধে দৃষ্টি) হা অদৃষ্ট, হা জগদীশ্বর, কি সর্ব্বনাশ? আজ ভাগ্যবশত আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, না হলে মহারাজ অশ্বপতি সমূলে বিনষ্ট হতেন আর এদের দুর্দ্দশার ইয়ত্তা থাকতো না। আহা সাবিত্রি, অযোগ্য পাত্র বলেই তোমার পিতা দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়েছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে যে আর'ও কত গুরুতর ব্যাপার আছে তা তোমরা জান না! আর জেনেও কায নাই। এই ক্ষণেই এ প্রতিজ্ঞা পরিহার কর। আমি ভবিষ্যৎ কালকে বর্ত্তমানের ন্যায় দেখ্‌ছি আমার কথায় সন্দেহ করো না। সত্যবানকে পতিত্বে বরণ কল্লে, তোমার ঘোরতর দুর্দ্দশা হবে এবং সেই দুর্দ্দশাজন্য অনল তুষাগ্নির ন্যায় আজীবন তোমার হৃদয় দগ্ধ করবে।

উদর। হাঁ তা শর্ম্মা আগেই বুঝেছেন। অনুমান খণ্ডটা আমার মুখাগ্রে বল্লেই হয়। এতেও মহারাজ আমাকে নির্ব্বোধ বলেন। তাতে তো আর আমার বুদ্ধি কমে যাবে না,—ফলেন পরিচীয়তে—এই সাক্ষাতে দেখ না কেন? আমি ঐ হা-ঘরেটার আদ্যোপান্ত বলে দেবো শুনবেন। এই শুনুন, ওটা অত্যন্ত ইতরবংশসম্ভূত। বংশ-পরম্পরায় জঘন্যবৃত্তিদ্বারা দিনপাত করে, মূর্খ, নিরক্ষর এবং পাষণ্ড; দস্যুবৃত্তি ওদের ব্যবসায়, তা নইলে এইটেই বুঝুন না কেন যে ও কি প্রয়োজনে অরণ্য বিজন বনে পর্ণকুটিরে বাস করবে? ব্রাহ্মণ

নয় যে তপস্যার জন্য আশ্রম করেছে। আর হলোই বা ব্রাহ্মণ, জনপদে ফলারের নিমন্ত্রণের লোভ ত্যাগ করে বনে যাওয়ার সঙ্কল্প তো বুদ্ধিতে এসে না। তবে যে দুই একটা মুনি ঋষি দেখতে পাওয়া যায় তারা চিরকাল অতি-ভোজন করে অগ্নিমান্দ্য রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আর মরবার দিন পাঁচ ছয় থাক্‌তে বনে গিয়ে বসে থাকে। কেমন প্রভু, বলুন আমার অনুমানটা ঠিক কি না? বালিকার বুদ্ধি একেই বলে। একটু সামান্য প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্ত্তে ভয় কচ্ছেন, আর ওদিকে দস্যুর সঙ্গে বাস করে যাবজ্জীবন মহাপাতক কর্ব্বেন।

দেব। না হে তা নয়। তা হলে তো কোন ভয় ছিল না, যদি ওর মন কুপথগামী হতো কি মূর্খ হতো তার প্রতিকার ছিল, জ্ঞান উপদেশ কল্লে তৃণরাশির ন্যায় তার পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ ভস্ম হয়ে যেতো। আবার ঐ সত্যবান্ সমস্ত সদ্‌গুণের আধার হতো, তাও নয় এবং নীচও নয়। এই সত্যবান্ পবিত্র সূর্য্য-বংশে ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম পরিগ্রহ করেছে, সত্যব্রত রাজর্ষি দ্যুমৎ-সেন উহার জনক, ওর জননী সতীকুলতিলক এবং দ্যুমৎসেনের সহধর্ম্মিণী। সম্প্রতি দ্যুমৎসেন চক্ষুহীন হয়েছেন, ছলগ্রাহী শত্রুরা ওঁকে পরাজয় করে রাজ্যচ্যুত করেছে। তাই মহারাজ শিশু সত্যবান্‌কে সঙ্গে লয়ে অরণ্যবাস কচ্ছেন, সত্যবান্ এ সংবাদ কিছুই জানে না। না হলে সত্যবানও অজিতবিক্রম, ও একাই সমস্ত শত্রুকে নিবারণ কর্ত্তে পারতো।

রাজা। প্রভো, তবে কেন সাবিত্রীদানে অনুমতি করুন না। সত্যবান্ ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত রাজকুমার, এ কথা শুনে আমার মনে কি আহ্লাদ হচ্চে, তা বলতে পারি না; অমৃতপূর্ণ কুম্ভের মুখে যে মৃত্তিকা আবরণ ছিল, তা আপনার কৃপায় অপসারিত হলো, আর চিন্তা কি? আপনার প্রসাদে ত্রিভুবনের বীরপুরুষ একত্র সম-বেত হলেও আমার অস্ত্রানল কেউ সহ্য কর্ত্তে পারবে না। তখন

দ্যুমৎসেনেরই বা চিন্তা কি? আপনি আজ্ঞা দিন, এই মুহূর্ত্তেই সমস্ত অরিকুলকে বাণানলে আহুতি দিয়ে এসে তার পর কন্যা দান করবো! আর তা না হলেই বা চিন্তা কি? আমার আর উত্তরাধিকারী নাই, সাবিত্রীই আমার জল গণ্ডূষের আশার স্থল। প্রসন্নচিত্তে আজ্ঞা করুন, সত্যবানকে আনতে লোক প্রেরণ করি।

দেব। (রুষ্টভাবে) আঃ স্থির হও। যৎসামান্য বিষয় বুদ্ধি পরিচালনা করে কতকগুলো পশুবৎ প্রজাপালন কর বলে, বুদ্ধিমান্ বলে অহঙ্কার করো না, তুমি কি মনে কর, আমি কোন অকিঞ্চিৎকর আশঙ্কায় তোমাকে সাবিত্রী দানে নিষেধ করছি। না তোমার বল বীর্য্য আমি জানি না। এ গুরুতর ব্যাপার, ভয়ানক বিপদ, এর নিবারণ করা মনুষ্যকুলের সাধ্য নয়। দেবতারাও এর উপায় কর্ত্তে পারেন না, বিধাতার নিয়ম অখণ্ডনীয়। তাই বলি আর দ্বিরুক্তি করো না, এখনই সাবিত্রী এ প্রতিজ্ঞা পরিহার করুক।

রাজা। বাছা শুনলে। দেবর্ষির আজ্ঞা পালন না কল্লে কোন মতেই মঙ্গল হবে না।

সাবি। প্রভো, আপনি তো ত্রিকালজ্ঞ, বিধাতা এই বালিকার ভাগ্যে কি লিখেছেন তা যদি অনুগ্রহ করে বলেন্ তাহলে কৃতার্থ হই। ভাবী বিপদের কথা আগে জান্তে পাল্লে যন্ত্রণার ভার অনেক অংশে লাঘব হয়।

দেব। হাঁ তা বলবো বই কি? এই আজ হতে দিন গণনা করে যে দিন বৎসর পূর্ণ হবে সেই দিন অর্থাৎ আগামী বর্ষের জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে এই সত্যবান্ ইহলোক পরিত্যাগ কর্ব্বেন। দারুণ শিরোরোগে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হবে। তাঁহার পরমায়ুর সীমা ঐ দিন পর্য্যন্ত। বাছা ত্রিলোকের লোক একত্রিত হইলেও বিধাতার এই নিয়ম লঙ্ঘন কর্ত্তে পার্ব্বে না। মহারাজ, তোমার সাবিত্রী চিরজীবনই সুতরাং যদি সত্যবানকে বিবাহ করে, তবে

এই এক বৎসর পরে যাবজ্জীবন বৈধব্য ভোগ কর্ব্বে। এখন কি বল? আর এ বিষয়ে সাহস কর্ব্বে?

সাবি। প্রভো, আপনি তো আজ্ঞা কল্লেন যে বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।

দেব। সাবিত্রি, তোমার এই দুঃসাহসের জন্য তুমি বড়ই কষ্ট পাবে। তুমি বালিকা, এখনো জান না যে বৈধব্য যাতনা কারে বলে। আমি আর একবার তোমাকে বৈধব্য যাতনার কথা বুঝিয়ে দিবার চেষ্টা কর্ব্বো। বাছা জগতে এ যাতনার তুলনা নাই। তবে এই মাত্র বলতে পারি যে জগতে যত প্রকার সুখের বস্তু আছে সে গুলি সমস্তই ত্যাগ করে তার পরিবর্ত্তে দুঃখের ভার যাবজ্জীবন মস্তকে বহন কর্ত্তে হবে। সধবার যে পদার্থে আনন্দ বিধবার সেই পদার্থে নিরানন্দ, যে কার্য্যে সধবার সুখ, তাহাতেই বিধবার অসুখ। যে বস্তু দর্শন কল্লে সধবার মুখ প্রফুল্ল হয়, তাহাতেই বিধবার চক্ষে জল পড়ে, যেরূপ সম্বোধনে সধবা আহ্লাদিত হয় সেই সম্বোধনেই বিধবা অন্তরে ব্যথা পায়। আর অধিক কি বলবো নরকবাসী পাপীরা যদি বিধবার যাতনা দেখে তবে তাদের চক্ষেও জল পড়ে আর মনে মনে বলে যে কোটিকল্প নরকে থাকি সেও ভাল তবুও যেন বিধবা রমণী হয়ে ধরাতলে না থাকিতে হয়। বাছা অধিক কি বলবো পৃথিবীতে এমন বিষয় কিছুই নাই, এমন দিন নাই এমন ঘটনা নাই যাতে বিধবার অশ্রুপতন না হয়। এখন সমস্ত বল্লেম, যা মনে ভাল বিবেচনা হয় তাই কর।

রাজা। ঠাকুর, সাবিত্রী আর কি বলবে, ওকি সত্য সত্যই পিতৃমাতৃ হত্যা করবে। ঐ দেখুন রাজ্ঞী প্রায় চেতনা শূন্যা এবং নিশ্চেষ্টা হয়ে পড়েছেন। নিমেষ রহিত নেত্রে সাবিত্রীর মুখপানে চেয়ে রয়েছেন, রাজ্ঞীর ভাব দেখে বোধ হয় উনি ভাবী বিপদকে প্রত্যক্ষ দেখছেন। আজ আমার বোধ হচ্ছে, বিধাতা আমাকে পুত্র দেন নাই বলে, কখন কখন আপনার অদৃষ্টকে যে নিন্দা

কর্ত্তেন সেটি ভ্রম। এখন বলি যদি এই কন্যাটিও না দিতেন তা হলে সংসারে সুখে কালযাপন কর্ত্তেম, আর আপনাকে ভাগ্যবান্ বলে ভাবতেম।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল লোফা।

সরলা বালিকা প্রাণের অধিকা সোণার সাবিত্রী ধনে।
আজ কোন প্রাণে সঁপিবো কেমনে, ভিখারী গতায়ু জনে।
আদরে পালিতা, স্নেহনীর মাখা,
এ বিপুল কুলে আশার লতিকা,
কেমন এমন কুসুম কলিকা, ফেলে দিব হুতাশনে।
সত্যপরায়ণা সতীকুলচাঁদ,
ধরিতে পাতিলি কেন সত্য ফাঁদ,
হায় রে বিধাতা সাধিলি কি বাদ দেখাইয়ে সত্যবানে।

সাবি। (পিতা মাতার মুখ নিরীক্ষণ করে) পিতঃ আমি অতি মন্দভাগিনী বিধাতা আমার অদৃষ্টে মন্দ ফল নিরূপণ করেছেন, আপনারা কি করবেন? পূর্ব্ব জন্মের দুরদৃষ্ট ফলে যদি ঐ দারুণ বৈধব্য যাতনা আমাকে ভোগ করতে হয় সে কে খণ্ডন করবে? দেবর্ষির মুখে তো শুনলেন যে এর প্রতিকার নাই। সুতরাং যে বিপদের প্রতিকারের উপায় নাই তা আমি স্থিরচিত্তে সহ্য করবো। আর তা না কল্লেই বা অন্য উপায় কি আছে? কিন্তু আমার জন্যে যে আপনারা কাতর হয়েছেন, এতেই আমার দ্বিগুণ কষ্ট হচ্ছে আপনারা যদি অস্থির হন, তা হলে আরো আমার যাতনা বাড়বে। আমি বালিকা আপনাদিগকে কি বুঝাইবো? দেব! আপনি কতবার বলেছেন যে জীব মাত্রেই কর্ম্মফল ভোগ করে। স্বয়ং বিধাতা তার পরিবর্ত্তন করতে পারেন না। আমি কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হয়েই এই সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করেছি, এখন তার অন্যথা করতে গিয়ে

কি আবার একটি নূতন মহাপাতক কর্ব্বো, আর সেই দুষ্কর্ম্মের ফল-ভোগের জন্য জন্ম জন্ম আরো অধিক যাতনা ভোগ কর্‌বো? আর পিতঃ! আপনি শৈশব কাল অবধি আমাকে কত স্নেহ এবং কত আদর করেছেন; ভোজন কর্‌তে কর্‌তে যেটী ভাল লেগেছে সেটী আমাকে তখনি দিয়েছেন। পিতঃ! আমি আপনার সেই সাবিত্রী, তবে কেন আজ আমার প্রতি এত অস্নেহ কচ্ছেন? আমি অনন্ত-কাল নরক যন্ত্রণার ভয়ে কাতর হয়েছি, আমার অন্য উপায় নাই, এ সময়ে আপনি প্রতিবন্ধকতা কল্লে আমার আর কি উপায় আছে? পিতঃ! কৃপা করে একবার স্থির চিত্তে বিবেচনা করে দেখুন। তা হলেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে এই বৈধব্য আমার অদৃষ্টের অনিবার্য্য ফল।

দেব। না না তা কদাপি নয়। সাবিত্রি! তোমার তো ভাবী বৈধব্য লক্ষণ কিছুই নাই। সত্যবান্ ভিন্ন অন্য পতি বরণ কল্লে আমি নিশ্চয় বলছি যে তোমাকে কখনই বিধবা হতে হবে না। তুমি শত পুত্রের জননী হবে, পৃথিবীতে অসীম সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করে অবশেষে একদিনে পতির সঙ্গে দেহ ত্যাগ করে স্বামীর বামপার্শ্বে উভয়ে একত্রে বৈকুণ্ঠধামে গমন কর্‌বে। এই তোমার ভাগ্য ফল। আমাদের অগোচর কিছুই নাই।

সাবি। প্রভো! আপনার বাক্য এবং বিধাতার লিপি উভয়ই সমতুল্য, বেদ, শ্রুতি আদিতে ভ্রম থাকা সম্ভব হলেও আপনার বাক্য ভ্রমপ্রমাদ শূন্য; সকলে জানে। কিন্তু প্রভো! আমি ক্ষীণবুদ্ধি বালিকা আপ-নার বাক্যের কূটার্থ কিছুই বুঝতে পারিতেছি না। যদি অনুগ্রহ করে সংশয় ছেদন করেন, তা হলে কৃতার্থ হই। আমি বিধবা হবো না, যদি আমার অদৃষ্টে এই ফলই থাকে, সত্যবান্ পতি হলেই যে সে ফলের বিপরীত ফল হবে, তার কারণ কি? আর পতি-পত্নী সম্বন্ধও বিধি-নির্ব্বন্ধ; মনুষ্যের ইচ্ছায় তার পরিবর্ত্তন হয় না, এ কথা আমি আপনার মুখেই শুনেছি, আর সেই পবিত্র কথা আমি

অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি, কেননা আমি অনেক স্থান ভ্রমণ করেও কাহারে পতিভাবে নিরীক্ষণ কর্ত্তে পারি নাই, আর এই জটিল বনবাসী সত্যবানের সঙ্গে বাক্যালাপ না হলেও কেবল দর্শনমাত্রেই অন্তরাত্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়েই যেন মনে মনে আত্মসমর্পণ করেম। এখনও অন্তরের সহিত বলছি যে জীবন মরণে ঐ সত্যবানই আমার পতি; আমি আপনার ভাগ্যফলের প্রত্যাশা করি না। সত্যবানের নিশ্চয় মৃত্যু আর আমার চিরবৈধব্য;—এতো আছেই; তা ভিন্ন যদি আর কিছু দুঃসহতর অন্য যাতনা থাকে, তাও হোক্, তথাচ আমি বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য করে আপনার অন্তঃকরণের চির শত্রু হতে পার্‌বো না, সতীত্ব ধর্ম্মরক্ষার জন্য সকল যাতনাকেই পুষ্পমাল্যের ন্যায় গ্রহণ কর্‌বো, সকল দুঃখেই আনন্দ অনুভব কর্ব্বো। আর মন কলুষিত হলে ইন্দ্রের নন্দনকাননও কণ্টকবনের মত বোধ হবে। প্রভো! অল্পদিনের জন্য এ সংসারে আমি সুখের আশা করি না। আমি পীড়াকালে আপাত-মধুর কুপথ্য ভোজন করে চিররোগিনী হবো না। আমার স্থির বিশ্বাস যে, সংসারে মরণ দিন পর্য্যন্ত যত যাতনা পাই না কেন, তার পরে আপনার অমোঘ উপদেশ বলে অনন্তকাল সত্যবানের সঙ্গে দিব্যলোকে বাস কর্‌বো। পিতা আমার বিজ্ঞ হয়েও এই কথাটি ভুলে যাচ্ছেন, কুপথ্যলোলুপা বালিকার পিতা কি কদাপি তাহাকে জ্বরকালে কুপথ্য দেয়?

রাণী। মা সাবিত্রি, আমি তোমার তেমন দশা কেমন করে দেখ্‌বো মা? মা ক্ষমা দেও, ওঁদের কথা শুন। গণনা করে দেখে শুনে যার পরমায়ু অনেক আছে, তার সঙ্গেই বিবাহ দেবেন। তুমি কি বুঝতে পাচ্ছো না যে ওঁরা তোমার মঙ্গল চিন্তা কচ্ছেন।

খাম্বাজ—একতালা।

শুনি প্রাণ কাঁপে মরি মা সন্তাপে করো না দারুণ পণ।
মা কি পারে মা সোণার প্রতিমা জলে দিতে বিসর্জ্জন॥

ফণিনীর মণি, ননীর পুতলি,
সুধামাখা বাণী, কোকিল কাকলী,
কে তোরে ভুলালে কি মন্ত্রণা পেলি, কেন মা হলি এমন।
হায় কি কুক্ষণে, হেরিলি নয়নে,
মায়ার নিদান যোগী সত্যবানে,
ক্ষমা দে সাবিত্রি, সবে না প্রাণে, ও অঙ্গে ভস্মভূষণ॥

দেব। সাবিত্রি! পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতে কি পাপ নাই?

সাবি। আজ্ঞা আমার অদৃষ্টে পদে পদেই মহাপাপ। কিন্তু এর তো আর অন্য উপায় কিছুই দেখছি না; কেবল একমাত্র উপায় আছে, তাতে আমারও ধর্ম্মরক্ষা হবে, এবং পাপেরও লাঘব হবে। পিতা আমার রাজ্যেশ্বর, সন্তান অবাধ্য হলে তার প্রাণদণ্ড, অথবা নির্ব্বাসন প্রায়শ্চিত্ত, যদি পিতা দয়া করে প্রথম দণ্ড বিধান করেন, তা হলে আর আমাকেআত্মহত্যা পাপে লিপ্ত হতে হয় না। আর সতীত্বনাশের আশঙ্কাও থাকে না। আর শুনেছি, রাজদণ্ড ভোগ কল্লে না কি পাপের ভার লাঘব হয়।

রাজা। মা তোমাকে এ নিষ্ঠুর কথা কে শিখালে? তোমর কথা যে অতি মিষ্ট, শ্রবণ করে আমি যে সতত পুলকিত হতেম।

দেব। তা হলে তো তোমার সত্য পূরণ হলো না। কই সত্যবানকে তো আর বিবাহ কর্ত্তে পাল্লে না, রাজদণ্ডেই তো জীবনের শেষ হবে?

সাবি। প্রভো! আমি এতক্ষণে বুঝলেম যে আপনি আমার সঙ্গে জেনে শুনে ছলনা কচ্ছেন। বিবাহ কি আর বাকি আছে? পূজা অন্তে পুরোহিত পূজ্য দেবতাকে মনে মনে বিসর্জ্জন দিলেই দেবতা যাস্তে পারেন, আর অন্তর্দ্ধান হন। তার পর সমারোহ করে যে নিরঞ্জন করা সে লোক দেখান মাত্র। তেমনি সমারোহ করে বাদ্যভাণ্ডের সঙ্গে আমার বিবাহ হয় নাই সত্য, তা বলে কি

অন্তর্যামী ভগবান্ জান্তে পারেন নাই যে, আমি কায়মনোবাক্যে সত্যবানের চরণে আত্মসমর্পণ করে তাঁর চিরদাসী হয়েছি; জীবন মরণে সেই সত্যবানই আমার পতি। আর ত্রিভুবনে সকল পুরুষই পর।

দেব। সাবিত্রি! আমি বাস্তবিক তোমাকে পরীক্ষা করিছি, তুমি যে বালিকা-কালে সনাতন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝেছ, এতে আমি পরম সন্তুষ্ট হলেম। ধ্রুব প্রহ্লাদ বালক ছিল বটে, তথাচ পুরুষ; তুমি নারীজাতির মুকুট স্বরূপা, আর সতীর আদর্শ। জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। মহারাজ! আর বিলম্ব করো না, সত্যবানকে কন্যা সম্প্রদান কর। সন্তানবাৎসল্য ও স্নেহে মুগ্ধ হয়ে ধর্ম্মের অবমাননা করো না। আমি এক্ষণে চল্লেম।

(সকলের প্রমাণান্তে দেবর্ষির প্রস্থান।)

রাণী। হা বিধাতঃ! তোর মনে কি এই ছিল, আমি এত যত্নে যে স্বর্ণলতাকে পালন কল্লেম, যার অমৃত ফলের আশায়, এই বিপুল রাজ্যবাসী সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে, হায়! যারে দিবানিশি চক্ষে চক্ষে রাখিলেও দর্শনলালসা তৃপ্তি হয় না, সেই সুকোমল লতাকে আমি কি যমের হাতে তুলে দেবো? হায় মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে যে তরু একেবারে নীরস হয়েছে, কালের অমোঘ বজ্র যার মস্তকের উপর গর্জ্জন কচ্চে, আমি দেখে শুনে কেমন করে, আঃ—আঃ—মহারাজ—

রাজা। ওকি প্রিয়ে! আজ যে তোমাকে নিতান্ত অধীরা দেখছি। ঋষিরা যে তোমাকে সহ্য গুণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে প্রশংসা করেন। বসুন্ধরা কখন কখন ভূমিকম্পে চঞ্চলা হন, তুমি যে সর্ব্বদাই সুস্থিরা। আমার চিত্ত বিচলিত হলে যে তুমি আমাকে সান্ত্বনা কর। আজ যে নিজেই অস্থির হলে। বিধাতার ইচ্ছায় যে ঘটনা হয়, তার বিপক্ষে অনুযোগ কল্লে দুরদৃষ্ট জন্মে, তা কি ভুলে গেলে?

রাণী। নাথ! সাবিত্রী বিষয়িণী চিন্তায় আমার মন আকুল হচ্ছে, তখন কি আর মনকে অন্য দিকে ফিরাতে পারি, না কোন্‌টী ধর্ম্ম কোন্‌টী অধর্ম্ম তা বিবেচনা করবার ক্ষমতা আছে? হায় প্রবল ঝটিকা যখন প্রতিকূল হয়, তখন কি স্রোতস্বতীর বেগ সুস্থির থাকে? নাথ! দৈব আমাদের প্রতিকূল হয়েছেন, এ কথা যথার্থ বটে, তা না হলে কি আমার দুধের বালিকা সরলা সাবিত্রী আজ আমার অবাধ্য হয়? (সরোদনে) হাঁগা এমন তো কখনই করে না?

সাবি। মা, তুমিও আজ অকারণে এত কাতর হলে, তোমার সকরুণ-বাক্য শুনে আমার অন্তঃকরণ বিচলিত হচ্চে। জননি! তুমি যখন যা বলেছো, তা আমার হৃদয়ে গাঁথা আছে। আমি শৈশবকালে নিদ্রাকর্ষণের পূর্ব্বে তোমার কোলে শয়ন করে উপন্যাস শুনবার জন্য ব্যগ্র হলে তুমি উপন্যাসচ্ছলে যে উপদেশ দিতে, তা শুনলে আজন্ম-কুলটাদেরও মনে পতিভক্তির উদয় হয়। পূর্ব্বকৃত পাপের অনুতাপানলে তাদের হৃদয় দগ্ধ হয়ে তখনি নূতন জীবন আরম্ভ হয়। তোমার সেই সত্য-ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-বর্ণন আমি কখনই ভুলবো না, তার জ্যোতিতে আমার হৃদয় আলোকিত হয়েছে, অন্তরাত্মা পুলকিত হয়েছে। মা আমি তোমার সেই অমৃতময় উপদেশ অনুসারেই সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করেছি। তবে কেন অবাধ্য বলে তিরস্কার কচ্চে́ন?

রাণী। মা সে সব ব্যবস্থা বালিকাদের পক্ষে নয়। আর যাদের মা বেঁচে থাকে, তাদের অত ধরে বেঁধে চলতে হয় না, ওতে যদি একটু সামান্য দোষ ঘাট হয়, তার জন্য আমি মা ভগবতীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো। তুমি এমন সর্ব্বনেশে পণ ভুলে যাও মা।

সাবি। মা, আমি বালিকা বলে কি আমাকে ভুলাচ্ছেন, তাই সত্য-ভ্রংশকে সামান্য দোষ বলছেন। আপনি না আমাকে বারম্বার বলেছেন যে, বিদ্যুল্লতা যেমন গগন ধাম পরিত্যাগ করে ধাতুময় গিরিকে আলিঙ্গন ক'রে তার সঙ্গে মিশিয়ে যায়—আর কখনই ফিরে

না,—তেম্নি সাধ্বী নারীরাও যে .পুরুষকে প্রণয় চক্ষে নিরীক্ষণ করে, তাতেই অনন্তকাল আবদ্ধ থাকে? তাদেরই মন পবিত্র; তাদের প্রণয় অমৃতময়, তারাই নারী নামের যোগ্য। আর যে নারীরা কেতকী কুসুমের মত সৌরভ বিতরণ ক'রে সকলকেই আনন্দিত কর্ত্তে যায়, তারা নারীকুলকলঙ্ক, তারা পিশাচী, তাদের মুখ দর্শন কল্লেও মহাপাতক হয়। মা আজ কি স্নেহবশে সে সব কথা ভুলে গেলেন?

রাণী। মা ও সব কথা আর বলিস্‌নে। আমি এখন সব ভুলে গিছি, আমার উপান্যাস বলবার দোষে যদি তোমার মন বিকৃত হয়ে থাকে তবে আজ অবধি আর উপকথা বলবো না, তুমি মা স্থির হয়ে থাক, আর তোমার বিবাহে না হয় কাজ নাই, তা হলে ত আর কোন দোষ হবে না। ঋষির দারুণ ভবিষ্যৎ বাণী শুনে কি তোমার ভয় হচ্ছে না? কোমল প্রাণী বালিকারা স্বভাবতই ভীরু হয়। তুমি সাহসী হলে লোকে নিন্দা কর্ব্বে। আর যে কার্য্য কল্লে মার মনে বেদনা হয়, তা কি কর্ত্তে আছে?

সাবি। মা আমি পূর্ব্ব ভাগ্য ফলে তোমার জঠরে জন্ম গ্রহণ করেছি। মা তুমি যখন সতী দাক্ষায়ণীর দেহত্যাগের কথা বলেছিলে, তাঁর সাহস, তাঁর গুণ বর্ণনা করতে করতে তোমার দুই চক্ষু দিয়ে আনন্দাশ্রু নির্গত হয়েছিল, তিনি পতি পক্ষপাতিনী হয়েছিলেন বলে তুমি শত শত ধন্যবাদ দিয়ে ঊর্দ্ধদৃষ্টে তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলে "মা দাক্ষায়ণি তুমি কৃপা করে, অবোধ নারীকুলকে পতি ভক্তি শিক্ষা দিয়েছো; আমি কায়মনোবাক্যে তোমার চরণে এই প্রার্থনা কচ্ছি যেন আমার সাবিত্রী তোমার মত পতিপরায়ণা হয়" তোমার সেই অমোঘ আশীর্ব্বাদ কি কখন ব্যর্থ হতে পারে? তুমি স্বয়ং প্রতিবাদিনী হলেও তোমার বাক্য মিথ্যা হবে না।

রাণী। মা, জগৎপ্রসবিনি, মা সতীকুল-জননি দাক্ষায়ণি মা; সাবিত্রী

আমার পতিপরায়ণা হোক্, পতিপ্রাণা হোক্ এই বলেই আমি প্রার্থনা করেছি। সেইটিই অবলার পরম ধন বলে জানি। তখন বুঝতে পারি নাই যে সাবিত্রীকে জন্ম-আয়ুষ্মতী কর বলে সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনা করা উচিত ছিল। মা তাই বলে কি অভাগিনী জননীর দোষে সাবিত্রীর অদৃষ্টে এই বিষময় ফল ফলবে? মা সাবিত্রীর ভাবী দুর্দ্দশার কথা মনে হলে আমি জ্ঞান শূন্য হই। তাই মা আমি বিশ্বাসের বিপরীত এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাগলের মত নানা কথা বলছি, ভাল মন্দ কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। মা কুল-কামিনীদের পক্ষে এমন বিপদ আর নাই। এ জগতে তুমি ভিন্ন আর কেউ নাই যে এ মর্ম্ম বেদনার কথা বুঝতে পারে, কি এর প্রতিকার কর্ত্তে পারে। মা! আমার এই দুঃখিনীর ধন সাবিত্রীকে তোমার চরণে সমর্পণ কল্লেম। দেখো মা আমার ননীর পুতুলী যেন বৈধব্য সন্তাপে গলে না যায়। সংসারে অবলার এমন জ্বালা আর নাই।

পাহাড়ী—একতালা।

মানসে চরণে ধরি কাঁদি মা কাতরে গো।
শঙ্কিতা দুহিতা অতি দুহিতার তরে গো।
শুনি নিদারুণ কথা, মরমে পরম ব্যথা,
কেমনে সোণার লতা, ভাসাব সাগরে গো।
সুরভি সতীত্ব রসে দুধের বালিকাভাসে
বিধির নির্ব্বন্ধ বিষে রক্ষা কর তারে গো।

রাজা। প্রিয়ে। একে সাবিত্রীর ভাবী অমঙ্গলের চিন্তায় মন আকুল হয়েছে, আবার তাতে তুমি অশ্রু বরিষণ করে আমার যাতনা দ্বিগুণ বৃদ্ধি কচ্ছো, প্রিয়ে 'ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছায় যখন যা ঘটনা হয় তাই মঙ্গল,' এইটি ভুলে যেও না। আর অমন কল্লে যে প্রতিকারের চেষ্টাও হবে না।

রাণী। নাথ! এর আর কি অন্য প্রতিকার আছে? দারুণ দৈব কি অস্ত্র শস্ত্রকে ভয় করে, না কারো কাতর বাক্য শুনে? আমাকে কেন বৃথা প্রবোধ দিচ্চেন। প্রতিকূল দৈবের বশবর্ত্তী হয়ে স্বয়ং ভগবান্ রাঘবেন্দ্র দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ কাল বনে বনে ভ্রমণ করে নানাবিধ যাতনা ভোগ করেছেন। রাজ্যনাশ, বনবাস, প্রাণতুল্য জানকী বিচ্ছেদ, এবং প্রাণসংশয় পর্য্যন্ত হয়েছিল। নাথ! বিধাতার প্রতি নির্ভর করতে বলছেন, দারুণ বিধাতার কি দয়া ধর্ম্ম আছে? তিনি সতী সাধ্বী পতিপরায়ণা মহারাজ দ্যুমৎসেনের সহধর্ম্মিণীকে রাজ্যচ্যুত এবং বনবাসিনী করেও ক্ষান্ত হতে পারেন নাই। এখনো তার মনের মত হয় নাই, আবার তার অঞ্চলের ধন কুমার সত্যবানের প্রতি সাংঘাতিক কটাক্ষ করে বসে আছেন।

রাজা। চল এখন অন্তঃপুরে যাই।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুরোহিতের বাটী।

পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরো। আঃ ব্রাহ্মণী আবার এমন সময় কোথায় গেলেন? ভবদেবখানা কোথা? আজ রাজকন্যার বিবাহ, আজ কি নিশ্চিন্ত হওয়ার দিন, আমরা যে ক জন বড় বড় পণ্ডিত আছি আজ সকলেই একত্র হবো, তা আমাকে কেউ পেরে উঠবেন না, তা বলি এই বিচারে সকলকেই ফ্যা ফ্যা কর্ত্তে হবে।

(তালপত্র লিখিত পুস্তক হস্তে ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

ব্রাহ্মণী। এই ন্যাও ছাই পাঁশ, পুথি ন্যাও—বাপ্‌রে কি যাতনা; এক দণ্ড বসবার সাবকাশ নেই। (পুথি নিক্ষেপ)

পুরো। অঁ্যা ওকি? ওকি? পুথির এই দুর্দ্দশা। এই যা কিছু দেখছো তা সকলি ঐ পুথির কল্যাণে তা জান। (করাঙ্গুলির পর্ব্বে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া) এই মান বল, সম্ভ্রম বল, রাজা যজমান বল, দ্বিতীয় পক্ষে তুমি এই লক্ষ্মীস্বরূপা গৃহিণী বল, এ সকলের মূল ঐ পুথি। রাজ্যশুদ্ধ লোক তোমাকে মা-ঠাকরুণ বলে সম্বোধন করে, তুমি রাজ-পুরোহিত-পত্নী, আমি যে এক জন অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, আমিও তোমার পদানত এবং আজ্ঞাবহ। এতেও কি তোমার মন উঠে না, তোমার ন্যায় সুখিনী আর কে আছে বল দেখি?

ব্রাহ্মণী। আঃ সুখের তো সীমা নাই। রাজা যজমান হলো তো আমার কি বয়ে গেল, পণ্ডিত সোয়ামী নিয়ে ধুয়ে খাবো, আমার তো কাঁদতে কাঁদতে দিন যাচ্ছে। ছোট লোকের মেয়ের মত পাঁজি পুথি ঘাঁটা কি আমার সাজে? দেখ দেখি হাত দুটো কাল হয়ে গেল। কোথা পুষ্প পাত্র কোথা বিল্বপত্র কোথা গঙ্গামৃত্তিকা কোথায় পূজার জায়গা এই সব দেখতে দেখতে আমার দু-চক্ষু দিয়ে জল পড়ে। তার উপর আবার তোমার এই তর্জ্জন গর্জ্জন মরণটা হয় তো বাঁচি, আর সুধু কি তাই, এ ছাড়া ভোজ্য নৈবেদ্য আজড়ান কি অল্প পরিশ্রম? তুমি তো পাঠিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত; তার পরে কি আর সে স্যমগ্রী গুলো তোমাকে দেখতে হয়? তা আমার ঐ ভাইপো গুলি বাড়িতে আছে বলেই তাই, না হলে পচা উপকরণের দুর্গন্ধে আর বাড়িতে টিক্‌তে হতো না? এতেও লোকে তাদের উপর হিংসা করে কত কথা বলে আমার কি কম জ্বালা?

পুরো। আঃ তুমি কি কর? চক্ষের জলে যে মুখ ভেসে গেল। আজকার মত আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আজ হতে আমি প্রতিজ্ঞা করছি আর বাড়িতে পূজার ব্যবস্থা রাখবো না। ওগুলো যে তোমার চক্ষুঃশূল তা এত দিন বল নাই কেন? শিষ্য গুলো

স্থানান্তরে রাখলেই সব গোল মিটে যাবে। আর ছাই আমার বাক্য-গুলো যে কেমন কঠোর, জিহ্বাকে ছেদন কল্লেও আক্ষেপ যায় না। আর জিহ্বারই বা দোষ কি? নীরস ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনা করে আমিই ওর কোমলত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছি। এতেও নিন্দুক বেটারা আমাকে স্ত্রৈণ বলে গা? আমার ন্যায় নিষ্ঠুর কি আর আছে? আমি সচ্ছন্দে স্থির হয়ে এই গলদশ্রুবর্ষণ দেখছি, আমার পাষাণ হৃদয় এখনো দ্রব হয়ে গেল না? শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীবশ হওয়াকে নীতি বিরুদ্ধ বলেছেন তা না হলে যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করে এর প্রতিকার কর্‌তেম।

ব্রাহ্মণী। তবে কি শাস্ত্রে কেবল স্ত্রীহত্যা কর্‌তেই বলেছে? যাদের নিতান্ত পোড়া কপাল তারাই পণ্ডিতের মাগ হয়। তুমি তোমার শাস্ত্র নিয়ে থাক, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেও, তোমার কাছে তো আমার সকল সুখই হলো। বাপ্‌ পুঁথির জন্যে এত বকুনি এর চেয়ে দাসীপনা করা ভাল। জন্মে অবধি কারো কষ্ট কথা শুনি নি, আজ আমার কপালে তাই ঘটলো? আমার বিষ খেয়ে মরতে ইচ্ছা কচ্চে।

(নেপথ্যে) মহাশয় শীঘ্র আসুন সকলে সভাস্থ হয়েছেন।

পুরো। (উচ্চৈঃস্বরে) অগ্রসর হও আমি এখনি যাচ্ছি কেবল কাল বেলাটা অতিক্রম কত্তে বিলম্ব হলো। ব্রাহ্মণী শীঘ্র একটু গঙ্গামৃত্তিকা আনয়ন কর তো, ঐ যে তোমার কর্ণবেধজনিত বেদনা নিয়ে আজ ব্যতিব্যস্ত ছিলেম কি না, পূজাও হয় নাই আর তিলক ধারণও হয় নাই।

ব্রাহ্মণী। পুরুষদের আবার প্রতিজ্ঞা তা আবার স্ত্রীর কাছে! এই বল্লেন আর কোন ফরমাস কর্‌বো না, আবার এখনি হচ্চে যা গঙ্গা মৃত্তিকা আন্‌গে যা। যাই আনি গিয়ে, সে দিন তো ভূতে পেয়েছিল, একপর কাল অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেম, আজ আবার

ব্রহ্মদৈত্যতে পাবে এখন, তা ওদের কি দয়া আছে? মর ভাল বাঁচ ভাল ওদের দাসীবৃত্তি করতেই হবে।

পুরো। অহো, আমি বিস্মৃত হয়ে মাটির কথা বলেছি আচ্ছা একটু জল আন, না—না তাই বা কেন? ওটাও তো এক প্রকার আজ্ঞা প্রদান, না আমি নিজেই জল নিচ্ছি। এই বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য মধু অভাবে কুল ধোয়া জলে কায হয় আর গঙ্গা মৃত্তিকার জন্য কি আট্‌কাবে (ভূমিতে অঙ্গুলি ঘর্ষণ এবং তিলক ধারণ)। অহো ব্রাহ্মণী কিছু জলযোগ করে গেলে ভাল হতো, তা তা তা কিছু আছে কি?

ব্রাহ্মণী। আহা তখন দেখতে পেলে না, যা ছিল সব ঝেড়ে ঝুড়ে দাদার ছেলে গুলিকে দিলেন, আহা তবু কি বাছাদের খাওয়া হলো আমার ছেলে পিলে নাই বলে কি আমি স্নেহ মমতা জানি না। আরো ঘরে কিছু থাকবে? তেমনি সংসার নাকি? তবু আমার হাত বলে তাই। অন্য মেয়ের সাধ্য নাই যে তোমার এ সংসার চালায়।

পুরো। তা তা তা যথেষ্ট হয়েছে। থাক্ থাক্ আমারো বড় ইচ্ছা নাই তবে কি না অনেকটা বিলম্ব হবে বলেই বলেছিলাম, আর সারা দিন তো হবে না—তা থাক থাক—সে কথা কায নাই। তোমার তো আহার হয় নাই, আমি অগ্রেই কতক গুলো খাদ্য সামগ্রী পাঠিয়ে দিচ্ছিগে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

পুরোহিতের প্রবেশ।

মন্ত্রী। দিগ্‌গেজ মহাশয় আসতে আজ্ঞা হোক্‌। লগ্নের সময় নিকটবর্ত্তী না বিলম্ব আছে ?

পুরো। বিলম্বও নাই নিকটবর্ত্তীও হয় নাই, আর সমস্ত উদ্যোগ হয়ে থাকে তো সম্প্রদান কল্লেও বাধা নাই। শাস্ত্রেই কথিত আছে "দানে নৈব ক্ষয়ং যাতি কন্যারত্নং মহাধনং" অর্থাৎ যখনি দান করুন না কেন মহারত্নদানের ন্যায় মহাফল হবে। এ সব ধরা বাঁধা কথা রয়েছে। আর আমি অহঙ্কার করে বলতে পারি কোন পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে এমন সারার্থ যুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র পাওয়া যাবে না। মা সরস্বতীর কৃপায় কেবল আমার কাছেই আছে। আর আমার দৈব কার্য্যের যে কি পর্য্যন্ত মাহাত্ম্য, এই মহারাজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপই তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

১ম, সভ্য। তা বটে তো; বৃহস্পতিদেবের পৌরহিত্যে দেবরাজ আখণ্ডল যেমন ত্রিদশনাথ, আপনার স্বস্ত্যয়নে তেমনি মহারাজও সসাগরা ধরিত্রীকে শাসনাধীনে এনেছেন। আজন্ম কালটাই অধ্যয়ন করছেন।

উদর। তার সন্দেহ কি, দিগ্‌গজ মহাশয় মা সরস্বতীর বর পুত্র, স্তন্য দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মার সকল শাস্ত্রই পান করেছেন। কিন্তু ওঁর এমনি পরিপাক শক্তি যে আজন্মে একটি উদ্গার উঠ্‌লো না। ঐ দামোদরের মধ্যে যে কোথায় তলিয়ে পাথর চাপা রয়েছে, তা খুঁজে পাবার যো নাই। তবে মধ্যে মধ্যে পচা ধশা দুই একটা ছোড়ভঙ্গ গোছের কবিতা ভেসে উঠে। আমরা দুর্গন্ধে কাছে ঘেঁষতে পারি না বলেই তার স্বাদ গ্রহণ কর্ত্তে পারি না।

পুরো। আঃ এ অর্ব্বাচীন পাষণ্ডটার কি ব্রহ্মশাপের ভয় নাই, আমাকে বিদ্রূপ, যেমন তেমন ব্রাহ্মণ পেয়েছো বটে? মহর্ষি দুর্ব্বাসা আমার এই যজ্ঞোপবীত গ্রন্থির প্রবরে বাস করছেন। আর তুমি শাস্ত্রের কি জান হ্যা। কারো সামর্থ্য থাকে তো, সম্মুখে এসে বিচার করুক। দিগ্‌গজ নামটা আর সামান্য পরিশ্রমে হয় নাই, অর্থ করা দূরে থাক, কেউ অন্বয় করে উঠুক দেখি? তুমি মূর্খ, তোমার সঙ্গে আলাপ করাই বৃথা। ওরে, আমি স্বয়ং কবিতা সৃজন করে থাকি। ব্যাস বাল্মীকির দোহাই দিয়া চলি না। এর ভাব বোঝা কঠিন।

উদর। আজ্ঞা হাঁ। আপনার কবিতা আর প্রস্তর নির্ম্মিত সমাধিস্থল দুই সমান, তাতেও বায়ু প্রবেশ করে না এতেও বুদ্ধি প্রবেশ করে না। তাও নিরর্থক, এও নিরর্থক, কোন কাজে লাগে না। সেটা বাস উপযোগী নয়, এও রস উপযোগী নয়, তাহাও দুর্ভেদ্য, ইহাও দুর্ভেদ্য, বহুকষ্টে ভঙ্গ কল্লে তাতেও দুর্গন্ধ এতেও দুর্গন্ধ।

পুরো। মন্ত্রি! এই নাস্তিকগুলোকে সভায় বসতে দেওয়াই অন্যায়। নাস্তিক কি আর গাছে ফলে, এরাই নাস্তিক। শাস্ত্র নিন্দা আর বেদ নিন্দা একই কথা, এ পাষণ্ডটা স্পষ্টাক্ষরে শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গে সমাধি স্থলের তুলনা দিলে। এদের সঙ্গে একত্রে উপবেশন দূরে থাক, মুখ দেখলে তুষানল কর্ত্তে হয়। এই সকল লোকের সংসর্গে রাজ্যের একটা অমঙ্গল হবে নাকি? স্বস্ত্যয়নের বলে কত রক্ষা করবো? বেদ নিন্দার কথা ঋগ্বেদের তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রাহ্মণ বিকল্পে স্পষ্ট বলেছেন, সেটা এই

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে স্তথা
বর্জ্জয়ে নিন্দুকা সর্ব্বে হরি সর্ব্বত্র গীয়তে।

অর্থাং কি না, বেদ রামায়ণ ভারত চৈব কি না নিশ্চয় এবম্ভূত বেদ পুরাণাদি নিন্দতে যস্য বর্জ্জয়ে ত্যেব ইত্যর্থে বর্জ্জায় নিন্দুকা সর্ব্বে তাং কীদৃশং মা যাদৃশং হরি সর্ব্বত্র গীয়তে।

উদ্দালক। মহাশয় আপনি কোন্ ভাষায় এই কবিতাটি বল্লেন, সংস্কৃত ত নয়। তবে সংস্কৃতের অনুগামী অন্য কোন ভাষা হবে, না হলে অর্থ সঙ্গতি হয় না কেন? এ ভাষার কি ব্যাকরণ আছে?

উদর। আজ্ঞা পুরাতন সংস্কৃত সঙ্গে ভণ্ডামি ভাষার বিভক্তি যোগ করে দিগ্‌গজ মহাশয় একটি মিশ্র ভাষা প্রস্তুত করেছেন, এ ভাষার কবিতার অর্থ কর্ত্তে হলে কর্ত্তা নিজে গিয়ে অর্থ করে আসেন অন্যে পারে না, সুতরাং ব্যাকরণ বা অভিধানের প্রয়োজন নাই। ওর অসাধারণ ক্ষমতার জন্যই দিগ্‌গজ নাম হয়েছে, সাধারণ হস্তীদের বুদ্ধি সামান্য ও স্থূল বই ত নয়। তাতে কি একটা ভাষা প্রস্তুত হয়?

পুরো। তোমরা ব্যাকরণের কি ধার ধার হে? আর বেদ এবং শ্রুতিতে কি ব্যাকরণ খাটে? ও গুলি যে আর্ষপ্রয়োগ, ও খাটি বেদ। ব্যাস বাল্মীকির পুরাণ রচনা নয় যে ব্যাকরণের বিচার হবে। সে গুলো আমরা গ্রাহ্য করি না, আমি বুঝেছি তুমি ব্যাকরণের পড়ো। তোমার সঙ্গে বিচার কর্ত্তে হলে আমার অপমান হবে। তুমি স্থির হও, তোমরা ও সব বুঝবে না।

উদ্দালক। আজ্ঞা না আমার যথার্থই সংশয় জন্মেছে, আপনার হস্তে ও পুস্তকখানি কি? ওখানি একবার দিন দেখি ওর ভাষা দেখলেই বুঝতে পারা যাবে।

মন্ত্রী। হাঁ ওখানি বেদ সংক্রান্ত ব্যাপারই বটে, ও বিবাহ পদ্ধতি, তা দেখুন না হানি কি? এতো আর পরিহাসের বিষয় নয়। পুরোহিত মহাশয় এই উদ্দালক তপোবনবাসী, কুমার সত্যবানের প্রিয় বন্ধু, শুনেছি ইনি তপোবনে সর্ব্বশাস্ত্রই অধ্যয়ন করেছেন। তবে উদর পরায়ণের কথা আমরা ধরি না ও একপ্রকার।

পুরো। (স্বগত) কি আপদ পুস্তকখানা পরিবর্ত্তন করে আনা হয় নাই, ব্রাহ্মণীর উৎপাতে বিস্মৃত হয়ে সেই খানাই এনেছি। তা তপোবনে আর অধ্যাপনের কার্য্য করে এমন লোক কে আছে। (প্রকাশ্যে)

বলি এই আমাদের মত লোকের কথা বলছি। উনি এর কি বুঝ-বেন? এর বিন্দু বিসর্গও উঁর বুদ্ধিতে আসবে না, উঁকে পুস্তক দেখাতেও আমার মনের বাধন আছে।

উদর। কেন? ওটাও আপনার স্বোপার্জ্জিত ভাষার লেখা নাকি, কই দেখি, (পুস্তক ধরিয়া টানাটানি) একি! এর প্রথমেই যে শ্রাদ্ধবিধি লিখ্যতে লেখা রয়েছে। এতো বিবাহের পদ্ধতি নয়, বিলক্ষণ ইচ্ছা-কাঙ্ক্ষী পুরোহিত। বিবাহের সময় শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করবেন।

পুরো। আরে মূর্খ! একি কথা, একি কথা? জন্ম মরণ বিবাহ তিনেই এক একেই তিন, যেমন শঙ্কর, ব্রহ্মা হরি তিনেই এক একেই তিন। আর মনে কর কি বিবাহে শ্রাদ্ধের প্রয়োগ লাগে না। অর্থ বুঝিলে নানা দোষ কি না।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বাসর।

প্র—স। কুমার তুমি নীরব হ'য়ে রইলে কেন? ভাই দেখ দেখি পুরোবাসিনীরা আমাকে কত বিদ্রূপ কর্‌ছে, ওরা বলছে, বন হ'তে কি একটা পাখী ধরে নিয়ে এলি যে মূলে ডাক্‌তে জানে না। আমি তোমাদের মিলন করে দিয়েছি, আমার মুখ রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। তুমি চিরকাল বনে ছিলে, রসালের রস পান করেছো, তোমার কি চুপ করে থাকা ভাল দেখায়, একবার পঞ্চ স্বরে ওদের মোহিত কর।

মুকুলিকা। সেকি সখি! রসাল ফলে তো ওঁদের আমোদ নাই। রসাল রসে যে ওঁদের স্বরভঙ্গ হয়, ওঁদের রাজা পঞ্চম স্বর, রসালকে পরিণত দেখলেই দেশ ছেড়ে ছুটে পালান। বিম্ব ফল নিয়েই ওঁদের আমোদ ওঁরা রসালের রসিক নয় বিম্বের রসের রসিক।

সত্য। এ কথাটি সত্য বলেছো। রসাল কি দাঁড়কাককে বঞ্চনা ক'রে কোকিলকে রসদান কর্ত্তে পারে, সে যে দাঁড়কাককে চির মনোনীত করেছে। তা যা হোক্ আমি যা ভাল বাসি, তা বিধাতা আমাকে প্রচুর পরিমাণে দিয়েছেন, দেখ দেখি সখি কেমন সারি সারি বিম্ব ফল সাজান রয়েছে, আজ প্রাণ ভরে রস পান কর্ব্বো আর সখি আমরা যে বসন্তে গান করি, এটা যে শরৎকাল তাই গলা সরে না।

চ্যুতলতিকা। তোমার তো বিলক্ষণ ঋতু জ্ঞান দেখছি, শরৎ আবার কেমন করে হলো, মল্লিকা মালতীর সুরভি গন্ধে দিক সকল আমোদিত হচ্ছে। আরও ঐ চেয়ে দেখ রাজা যে সরোবরটি আজ তোমাকে দান কল্লেন, তার মাঝখানেও দুটি কমলের কলিকা মাথা তুলে উঠেছে। এতেও তোমার ভ্রম গেল না।

সত্য। না সখি আমি স্বরূপ বর্ণনা কচ্চি, তোমরা বুঝিতে পার্‌ছো না. চক্ষু আপনার শোভা আপনি দেখিতে পায় না, সখি শরৎ আকাশ দিবা শেষে নানা রাগে রঞ্জিত হয়, তোমাদের নীলাম্বর নীল আকাশের ন্যায়, স্বর্ণপ্রভাযুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি, হীরক-জড়িত অলঙ্কারগুলি যেন তারকা শ্রেণী সাজান রয়েছে। অথবা তোমাদিগকে শরৎকালের স্বচ্ছ সরোবর বল্লেও ক্ষতি হয় না, লাবণ্যলীলাজলের ন্যায় ঢল ঢল কর্‌ছে, মধ্যে মধ্যেযুগ্ম পদ্মকলিকারও অসম্ভাব নাই। সেগুলি অবার নীলাম্বরে আবৃত থাকায় বোধ হচ্ছে যে শৈবাল ভেদ করে উঠছে আর পদতলগুলি তীর দেশস্থ স্থলপদ্মের ন্যায় শোভা পাচ্ছে।

১ম স। শুনেছি, মকরধ্বজ, হিমালয়ে দুরন্ত শীতকালে অকাল বসন্তের সৃষ্টি করেছিলেন, আর তুমি শরৎ ঋতুতে ভয় পাচ্ছো, আমাদের প্রিয় সখী সাবিত্রী তোমাকে তপস্বী-বেশী কামদেব মনে করে ধরে এনেছেন, এখন বুঝলেম যে তিনি স্ফটিক ভ্রমে কাচ এনেছেন।

সত্য। তা সখি এ সময়ে কাচ হওয়া ত সৌভাগ্যের কথা, তোমরা শরৎ আকাশের ন্যায় নানা রাগে রঞ্জিত হয়েছো এখন তোমাদের অনুগত হয়ে আমি বাস্তবিক চন্দ্রকান্ত মণি হয়ে দাঁড়াবো, সখি সামান্য কাচখণ্ড পৃথিবীতলে থেকেও ঐ সময়ে মনোহর শোভা প্রাপ্ত হয় আর আমি ত তোমাদের নিকটেই আছি।

১ম স। কই আমাদের প্রিয় সখী মুকুলিকা কোথায়, তুই অমন করে নির্জ্জনে বসে রয়েছিস কেন? তোর ঠোঁট দুটিকে বাঁধুলি ফল বলেছেন বলে কি ভয় হয়েছে।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কোথা ঈষৎ হাসি কোথা চঞ্চল নয়ন।
কেন সখি অধোমুখে বসে বিরলে—
দেখিতে যে ভাল বাসি কমলে খঞ্জন।
নবীন জলদজালে যেন চপলা উজলে
মরি মরি নীলাম্বরে আবরি চারুবদন।
পারে কিরে চকোরে, পরশিতে সুধাকরে,
বিমল চন্দ্রিকা তরে করে পাখী আকিঞ্চন।

চ্যুতলতিকা। ও সখি তাই বটে, সেই জন্য ও বসনে বদনটি ঢাকা দিয়ে বসে রয়েছে। তা ভয় কি সখি? উনি তপস্বী মানুষ, উনি তো ফল ভোজন কর্ব্বেন না, কেবল রসপান কর্ব্বেন বই ত নয়? আর দান কল্লে আরও শতগুণে রস বৃদ্ধি হবে, চাই কি রসের জলছত্র দিতে পারবে।

মুকুলিকা। আমি ভয় করছি তোমাকে কে বল্লে? আমি কুমারের সুবিধার জন্য বসনে বাঁধুলীর রস সংগ্রহ করছি, উনি এখন পিঞ্জরে বন্ধ আছেন কি না? বাহিরে এসে তো পান কর্ত্তে পারবেন না, তবে স্বভাব দোষে চঞ্চুপুট বার করছেন বই ত নয়?

কুসুমিকা। সত্য বলেছিস ভাই, পাখি গুলোর কেমন স্বভাব, সোণার খাঁচায় রাখ, নানাবিধ সুমধুর ফল দেও, তাতে মন উঠবে না। বনে বনে ঘুরে ঘুরে কোথায় একটু কাঁচা কষা ফল পাবে, তারই জন্য বড় ব্যস্ত। একেই বলে,

চোখো মধু খেতে নারি
কাঁচা তেঁতুল আহা মরি।

. দেখ দেখি ভাই, মহারাজ এমন সুন্দর কুসুমটী দান কল্লেন, উনি তার মর্ম্ম কি বুঝ্‌বেন? তার পবিত্র মধু ওর ভাল লাগ্‌লো না, উনি, বিম্ব ফলের রস খুঁজে বেড়াচ্ছেন, গোবরের পোকা পদ্মের গৌরব কি জানে?

চ্যূত। আরে আমরা কি টোলে পড়তে এসেছি যে, তোরা বিচার কচ্ছিস, পুরুষ জাতি আর বানরের জাত্ দুই সমান, ওদের খাও য়াও দাওয়াও গায়ে হাত বুলোও মিষ্ট কথা বলো, ওরা সঙ্গে বেড়াবে হাস্‌বে নাচবে কত কাণ্ডই কর্‌বে, আর একটু মুখ বাঁকিয়ে কথা কইলেই মুখ খিচ্‌য়ে আস্‌বে, আর ছুটে পলাবে, সাত দিনেও ধরা দেবে না। আজ ওকে হাতে পেয়েছ আমোদ করে ন্যাও, কাল যার বানর সে গলায় শিকল দিয়ে রাখ্‌বে বল্‌তেও হবে না। আর তোদের দুটো কথা শুন্‌লেই কি ওদের জেতের স্বভাবটা ঘুচে যাবে, পশুদের কি উচ্ছিষ্ট ভোজনে ঘৃণা আছে?

কুসু। সখি! মধুকর মল্লিকা মালতীর সৌরভ গ্রহণ করে বলেই কি নলিনী-সতী তাকে অনাদর করেন, না হৃদয়ে স্থান দেন না? পুরুষ জাতির তো ও বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তবে স্ত্রীলো-কের পক্ষে ওটা নিষিদ্ধ বটে পুরুষেরা স্বাধীন জাতি কি না? ও সকল নিয়ম তো পুরুষের প্রতি খাটে।

চ্যূত। হাঁ স্বেচ্ছাচারী মাত্রেই স্বাধীন বলে অহঙ্কার করতে পারে। আমি পূর্ব্বেই বলেছি পশুরা অজ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, ওদের দোষ ধরে কে? ওরা প্রণয়-পথে পশুর মধ্যে, পবিত্র প্রণয়ের মর্ম্ম বোঝে না, সে অমৃতের স্বাদ জানে না সুতরাং তাদের নিয়ম পালন কর্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। পবিত্র জ্ঞানী ব্রাহ্মণেরা ধ্যানের মর্ম্ম জানেন তাই তাঁরা সেই যোগ সাধন উদ্দেশে নানা কঠোর নিয়ম পালন করেন, ম্লেচ্ছেরা তার কি বুঝবেন? তাই তাদের কোন বিষয়ে নিষেধও নাই কোন বিষয়ে বিধিও নাই।

কুলবতীরা পবিত্র প্রণয়ের অধিকারিণী, ওদের পক্ষেই বিধি ব্যবস্থা আছে।

সত্য। তুমি আপনার মনের কথাই বলচ।

প্রঃ সখি। ছি! পশু বলিস্ নে ভাই, ওতে বড় প্রাণে ব্যথা লাগে, দেখ্ দেখি দুটিতে কেমন সেজেছে, আচ্ছা বল্ দেখি ওদের মনে মনে মিল হয়েছে কি না?

মুকু। আমি বল্‌বো, ওরা এখন দুটিতে মিশে একটি হয়েছে।

প্রঃ সখি। সে কি? বুঝ্‌তে পাল্লেম না যে—

মুকু। বুঝ্‌লে না, এই যেমন স্রোতস্বতী সরস্বতী হিমালয় থেকে একাকিনী আসতেছিলেন পথে দামোদরের সঙ্গে একত্রে মিলে দুটিতে একটি হয়ে সাগরের অগাধ জলে ডুব দিয়েছেন, এরাও তেমনি দুজনে দুদিক্ হতে এসে, দুটি মনকে একত্র করে, প্রণয়সাগরে মজে গিয়েছে।

কুসু। তুই এত জান্‌লি কি করে, তুই যে একবারে পিরিতে পেকে গিয়েছিস্। একটু হয়ে থাকে তো বল, স্রোত ফিরাইবার চেষ্টা করি। তোর প্রণয়-নদী, কোন্ দামোদরের সঙ্গে মিশেছে?

মুকু। না ভাই ও তোমার ফল্গুনদী উপরে বালিচাপা, ঠিক্ যেন মরুভূমির মত লোকে মনে করে। আহা এটি সাদা সিদে মেয়ে, কিছু জানে না, কিন্তু ভাই তোমার ভিতরে ভিতরে প্রণয়ের স্রোত বইছে, আমার কাছে ছাপাবার যো নাই।

কুসু। দেখিস্ তুই যেন স্রোতে ভেসে যাস্‌নে।

মুকু। আমার কি দায় পড়েছে, আমি কি আর তাতে গা ঢেলেছি। তোমার সেই সাধের দারুকেশ্বরই ভেসে যাবে, সে বালক এখনি তো হাবু ডুবু খাচ্ছে।

কুসু। এই জন্যে বুঝি তুই দ্বিতীয় পক্ষের মাগ হয়েছিস। তুই যেমন নূতন তরণী তেম্নি তুফান্ খেকো পাকা মাজি পেয়েছিস, হাল ভেঙ্গে যদি বুড়ো নদীতে পড়ে তো মরবে না, সাঁতরে উঠ্‌তে পারবে।

চ্যূত। কিন্তু তাহলে আর প্রাণ গেলেও সে মুখো হবে না, নদীর ধারে যাবে না। আবার ওকে একটি দ্বিতীয় পক্ষের মাজি খুজতে হবে।

কুসু। না না অমন কর্ম্ম করো না। নূতন মাঝির হাতে নৌকা দিও না নূতন আনাড়ি স্রোতের গতি বোঝে না, বায়ুর ভাব জানে না, কোথায় পাকে ফেলে নৌকাখানি ডুবিয়ে দেবে লাভে মূলে সব যাবে। তার নূতন বয়স, সে সাঁতার দিয়ে পালাবে, তুমিই মজ্‌বে। এখন হেমন্ত কাল স্রোত নাই তরঙ্গ নাই তাই কি বুঝতে পাচ্ছো বাতাস উঠ্‌লেই বিদ্যা প্রকাশ হবে।

ভাটিয়ারি—খেমটা।

সখী নবীন জন প্রেম জানে না।
নারীর মনের ভাব জেনেও জানে না,
ও সই শুনেও শুনে না।
কেঁদে কেটে অনুরোধে, কি হবে রাখিলে বেঁধে,
কাণাকে সই ধরে বেঁধে,
দেখানো সোণা—সে তো সোণা চেনে না।
নাহি যার রস জ্ঞান, জ্বালাতন করে প্রাণ,
সদা তার বার্‌টান,
বাধা মানে না—কারো মানা শুনে না।

মুকু। হলোই বা নবীন, হলোই বা আনাড়ি। আমার প্রণয় নদীর জল বাতাসের এম্নি গুণ যে, একবার যাকে নৌকার মাঝি করেছি সে ঐ জল বাতাস ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠলে আর বাঁচবে না সে

আমার নদীর জলচর হয়ে আছে, এতেই খাওয়া এতেই শোওয়া এতেই স্বর্গ এতেই মোক্ষ। যাদের ডুব্বার ভয় আছে তারা যেন প্রণয় পথে আসে না। এতে কি আবার নবীন প্রবীণ বিচার আছে। তোমার কোন বোধই নাই। এমন সোণার সাবিত্রী অরসিকের হাতে পড়লো! মুখে কথাটী নাই যে।

প্র স। না ভাই অরসিক বলো না। বরং শঠ বলতে পার।

বিপিনবিহারী, লাবণ্য মাধুরী,
বদনে আ মরি কি শোভারে।
বিমল চন্দ্রিমা, নাহি রে উপমা,
সৌমদামিনী সম সুপ্রভারে ॥
কাম নিকেতন, চঞ্চল নয়ন,
কটাক্ষ ইক্ষণ সাক্ষী তাই।
শুনে প্রাণ কাঁদে, মরি কি বিষাদে,
মাখিলে কি খেদে কেন ছাই ॥
কার অনুরাগে, অথবা বিরাগে,
কেমনে কি যোগে এলে চলে।
রাজার নন্দিনী, হইল যোগিনী,
বল গুণমণি কি গুণে ॥

নব যোগী হে, কি ফাঁদ নয়নে পাতিলে।
বল কি ছলে, অবলা সরলা বালা পথে পেয়ে ভুলালে।
ও কোন যোগীর তরে, কাম কটাক্ষ শরে,
ব্যথিত করে বাঁধিলে তারে, প্রণয়ডোরে,
অগাধ জলধি নীরে তারে কেন ডুবালে।

তুমি যোগীর বেশে, ছিলে হে বসে,
বিলাস রসে সে বালা দেখে ইষৎ হেসে,
মধুর প্রণয়বসে তারে কেন মজালে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যম ও চিত্রগুপ্ত আসীন।

যম। জগদীশ্বর আমার উপর যে কার্য্যের ভার দিয়েছেন, এতে আর তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই; একদিন দূরে থাক, একদণ্ড বিশ্রামের উপায় নাই। মহাপাতকীদের সংসর্গে দিবানিশি থাক্‌তে হয় ওদের কাতর করুণস্বর শুন্তে হয়। নরক যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখতে হয়, ক্রমে ক্রমে মনটা এমন কঠোর হয়েছে যে, মনে পবিত্র মধুর রস আছে কিনা সন্দেহ। পর্ব্বতজাত প্রবীণ শাল তরুর অভ্যন্তরে কোমলতা কোথায়? এবার ঈশ্বরের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করবো যে বরঞ্চ আমাকে বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত করুন, সেও ভাল; তথাপি পাপী সংসর্গে যেন থাক্তে না দেন। মলয় পর্ব্বতে হীনজাতি শমীবৃক্ষ হয়ে থাকা ভাল, নানাজাতি চিত্র বিচিত্রাঙ্গ বিহঙ্গমকুলের মধুর গান শুনে শ্রবণ জুড়াবে, তথাচ শার্দ্দূল সমাকুল নিবিড় বনে, গৌরাঙ্গ এবং দীর্ঘ কলেবর হয়ে থাকাও কিছু নয়।—মনে করেছিলেম, যে ঋষিরা সংসারে হরিনাম প্রচার কল্লেন, এইবার লোকে হরিনাম কীর্ত্তন করবে, মন পবিত্র হবে, আর পাপে রত হবে না, দিন দিন পাপীর সংখ্যা হ্রাস হবে, আর আমারও ভার লাঘব হবে. দিনান্তেও ত একবার মনের সহিত হরি নাম করবো, কিন্তু তা কোথায়? এমন সর্ব্বৌষধি

মহৌষধ স্বরূপ হরি নামের দিক দিয়েও লোকে যায় না, বরং এখন পাপীর সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে।

চিত্র। সেকি মহারাজ! তবে আপনি পৃথিবীর সকল সমাচার জানেন না। এখন লোক হরি নাম করে না—কি বল্লেন? আগে আগে দুই একটী মুনি ঋষি পর্ব্বত গহ্বরে নির্জ্জন বনে অনেক অনুসন্ধানে দেখতে পাওয়া যেতো, তার মধ্যে আবার এক আধটি বই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিল না, এখন ত দেখছি, হাটে মাটে ঘাটে রাজপথে ব্রহ্মজ্ঞানীর ছড়াছড়ি। দাড়ির ত গুণে সংখ্যা করা যায় না। আবার এ দিকে হরিনামের শব্দে কাণে তালা লেগে যায়। মানুষের গায় জিহ্বায় হরি নাম, গায়ে হরি নাম, নাকে, হরিমন্দিরে, কাপড়ে হরি নাম, মালায় হরি নাম, আবার এ দিকে ঘরে দ্বারে প্রাচীরে নৃত্যশালায় নগরে, কীর্ত্তনে কেবল হরি নাম বই আর কথা নাই। হরি নামের ওড়ন পাড়ন করেছে। পথ-ভিখারী অবধি গভীর ব্রহ্মজ্ঞানী পর্য্যন্ত ঢাকে ঢোলে মৃদঙ্গে কেবল হরি হরি শব্দ কচ্ছে। এতেও আপনার মন উঠলো না। আমি ওদের নাম কোন্ খাতায় লিখবো. তাত ভেবেই পাই নাই। অবশেষে আপনার অনুমতিতে ঐ কাল খাতায় লেখা হচ্ছে। কিন্তু এর ভাব কিছু বুঝতে পারছি না।

যম। হাঁ ওদের দুই একটা এখানে এলেই বুঝতে পারবে। সকলেই যে ভণ্ড আমি তা বল্‌ছি না তবে যারা এই হরিনামকে আমোদ প্রমোদের সামগ্রী মনে করে কিম্বা সামান্য জ্ঞানে ব্যবসায় লাগায়, মনের সহিত প্রেমভরে হরিনাম চিন্তা করে না, তারাই ঐ মহাপাতকীদের মধ্যে গণ্য। আজ কার্ কার্ কালপূর্ণ হয়েছে?

চিত্র। আজ্ঞা, বঙ্গদেশবাসী ব্রহ্মবিতণ্ডা, কপটাচার্য্য, আর চতুরা বারাঙ্গনাকে আন্‌তে দূত গিয়াছে। তারা আগত-প্রায়, ঐ যে আস্‌ছে।

(চারিজন দূতসহ দুইজন পাপী ও এক পাপিনীর প্রবেশ।)

ধর্ম। একি? এগুলোকে বিনা বন্ধনে আনছে কেন?

চিত্র। আজ্ঞা বাঁধবার কথা তো বলি নাই. ওরা তো চোর চণ্ডাল নয়।

ধর্ম। আচ্ছা আমি এখনি তোমার ভ্রম ঘুচিয়ে দিচ্চি। (গম্ভীরস্বরে) এদিকে নিয়ে আয়; দেখ্ তোরা আমার মুখের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ কর্, ধর্ম্মের এই বদন তোদের মুকুর স্বরূপ হবে, তোরা এতেই আপনাদের যাবজ্জীবনের কৃতকার্য্য প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখ্‌তে পাবি, আর কোন্‌টি পাপ কোন্‌টি পুণ্য এটিও বুঝ্‌তে পারবি, তার পর তোদের জীবন-বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন কর।

কপটাচার্য্য। আজ্ঞা হাঁ সমস্তই দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমার বৃত্তান্ত শুনুন। আমি পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছি, গোস্বামী উপাধি ছিল। ধর্ম্মের ভাণ করে ধন উপার্জ্জনের সহজ পন্থা পাওয়া যায়, এইটি জান্‌তে পেরে সংসারে একখানি গিল্‌টি করা হরিভক্তির দোকান খুলেছিলাম। ছল, চাতুরী. কপটতার উপর হরিনাম কলাই করে ব্যবসা চালিয়েছিলাম, আমার চাতুরী কেউ ধর্ত্তে পার্‌তো না। হরিনামের মালা, তিলক, নামাবলী, নাম ছাপা প্রভৃতি ছল এতে কার সাধ্য সন্দেহ করে? এ ছাড়া কীর্ত্তনের সময় কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়া অভ্যাস করেছিলাম, কিন্তু আমার মনের মধ্যে কিছুই ছিল না। কেবল পয়সার উদ্দেশেই এই সব করেছি। হরিনাম যে কি কেনই বা হরিনাম করিবার বিধি শাস্ত্রে আছে তা একদিনও চিন্তা করি নাই। কেবল হরিনামের বীজমন্ত্র বিক্রয় করলে অধিক মূল্য পাবো এই বুঝিতাম। ধর্ম্মরাজ! আর অধিক কি বলবো এই বল্লেই বুঝ্‌তে পারবেন যে স্বর্ণকারেরা যেমন স্বর্ণকে অগ্নিতে দগ্ধ ক'রে গালিয়ে পিটে পিটে আভরণ প্রস্তুত দ্বারা ধনোপার্জ্জন করে, আমিও তাই করেছি। বৈদ্যদের ন্যায় স্বর্ণে মহৌষধ প্রস্তুত করে আপনার উপকার করি নাই

এবং পরেরও উপকার হতে দিই নাই। আমি ঘোর পাষণ্ড আমার যা দণ্ড হয় করুন, কিন্তু একবার যদি কৃপা করে ছেড়ে দেন, তা হলে পৃথিবীতে গিয়ে অনেকের উপকার করে আসি।

চিত্র। তুই আবার পরের কি উপকার করবি ?

কপটা। আজ্ঞা আমার চাতুরীতে সংসারে অনেক লোকের অনিষ্ট হয়েছে। আমার কথায় ভুলে কত সতী পতিত্যাগ এবং পতি পত্নীত্যাগ করে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী হয়ে প্রতি নিয়ত পাপের স্রোতে ভাসছে, আমি কেবল পাঁচসিকার লোভে এই কাজ করেছি, আর তাদের ভরসা দিয়ে এই কাযে নামিয়েছি। কলাই করা হরিনামের জোরে আমার কিছুই অসাধ্য ছিল না, এখন তাদের এ ভরসা আছে যে আমি আপনার হাত হতে তাদের উদ্ধার করে দেবো। এখন একবার ফিরে গিয়ে বলে আস্‌তে চাই যে, বাপু রে যমের অগ্নি পরীক্ষায় গিল্‌টীর জলুশ থাকে না।

যম। ওঃ কি পাষণ্ড! পবিত্র হরিনাম এর ব্যবসায়ের সামগ্রী! মনুষ্য তিন দিনের জন্য জীবন পেয়ে না করে এমন কাণ্ডই নাই; যাঁর কৃপায় জীবন পায়, তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে। কেরে—তুই কে ?

চিত্র। এ ব্যাটার নাকে চশমা কেন? অল্প বয়েসেই কাণা নাকি ? দিব্য গঠন, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকেও পরাজয় করেছে।

ব্রাহ্ম। (যমের মুখ নিরীক্ষণ করে) ধর্ম্মরাজ! আমিও পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছি, কিন্তু বাল্যকালে হিন্দু-ধর্ম্মের বিষয় বড় কসাকসি দেখে আমার মনটা একেবারে চটে গেল, এ ধর্ম্ম অনুসারে চল্লে সংসারে কোন সুখই থাকে না। আজ নিরম্বু উপবাস, কাল হবিষ্য, পরশ্ব ফলভোজন, মূলে আহারের সুখ নাই; প্রাণপণে উপার্জ্জন কর তা ঐ ধর্ম্মপালন করতেই সব যায়। এ ছাড়া সংসারে যাতে একটু সুখের লেশ আছে তাতেই হিন্দুধর্ম্মের কঠিন শাসন কাঁটা দিয়ে রেখেছে। তাই দেখে দেখে জ্বালাতন হয়ে একটা নূতন ধর্ম্মে গা ঢেলে ছিলাম। ধর্ম্ম কি, তা বুঝতে পারি নাই, বুঝিবার

চেষ্টাও করি নাই, আর তার প্রয়োজনও ছিল না। তবে সুখের ধর্ম্ম বটে, ঐ ধর্ম্মের ভান করে সংসারে চূড়ান্ত আমোদ করেছি। পিতৃপিতামহ, যা চক্ষে দেখেন নাই, কাণে শুনেন নাই, এমন সামগ্রী এই উদরজাত হয়েছে; আরো অনেক কাণ্ড করেছি—হিন্দু ধর্ম্মে তাতে পদে পদে পাপ; কিন্তু বিচারে আঁটে কে? তর্ক ক'রে সব উড়িয়ে দিতেম, এই চশ্‌মা, এই পরিচ্ছদ দেখে কি কেউ এগুতে পার্ত্তো? কিন্তু ধর্ম্মটা এখন দেখ্‌ছি মন্দ নয়। ওর মর্ম্ম গ্রহণ করে সে পথে চল্লে ভাল হতো। কিন্তু তাতে তো আমার মনের মানস পূর্ণ হতো না। ওতে আবার হিন্দুধর্ম্ম অপেক্ষাও কঠিন নিয়ম আর বড় কঠোর, মনুষ্যের অসাধ্য বল্লেই হয়।

যম। আচ্ছা তুই স্থির হ। (মুখ ফিরাইয়া) তুই দেখছি বেশ্যা, তোর ত পাপের সীমা নাই, তবুও নিজ মুখে বর্ণন কর্।

চতুরা। আমি যে আপনার মুখের দিকে চাইতে পারি না, চক্ষু যে ঝলসে যাচ্ছে। কিন্তু বলবো আর কি, আমি আজন্ম সকল প্রকার মহাপাতক করেছি, ভুলেও কখন সত্য কথা বলি নাই, যে যত বেশী মিথ্যা বলতো, সে আমার তত আদর পেতো, আর যে সত্য বলতো সে আমার দু'চক্ষের বিষ হ'ত; তার সর্ব্বনাশ না করে জলগ্রহণ কর্ত্তেম না। যদি নিজে কখন ভুল ভ্রান্তিতে সত্য বলে ফেলতেম, সে দিন আর আক্ষেপে প্রাণ বাঁচতো না, তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য সমস্ত দিন মৌনব্রত কর্ত্তেম। আমাদের মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চরণে কত মাতা খুঁড়তেম, কত অনুতাপ কর্ত্তেম। ছল চাতুরী কপটতা ত নিত্য কার্য্যের মধ্যে ছিল, সে গুলো সামান্য কথা, কিন্তু একটা কাজের জন্য মন একটু জলেছে। সেটা এই যে আমার কৌশলে ভুলে অনেক নরাধম সতী পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করেছে, আমার কথায় দৃঢ় বিশ্বাস করে, তাদের অসতী বলে অপবাদ দিয়েছে। আমার এমনই মোহিনী শক্তি ছিল যে, মূর্খেরা আমাকে পরমা সতী বলে ভাবতো, আর আমার প্রণয় পবিত্র প্রণয় এই

মনে কর্ত্তো। কেবল জগতে আমিই তাকে ভাল বাসি এই স্থির বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসে যে কত দুষ্কর্ম্ম কর্ত্তো, তার সংখ্যা করা যায় না। ঘোল যে কখন নির্জ্জলা হয় না, এও তারা বুঝতো না। যা হোক, আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার যে রাশি রাশি পুণ্য সঞ্চয় আছে তা দিয়ে কি এই সামান্য পাপটুকু কাটান যাবে না?

যম। কি হে—এ মাগী আবার কি বলে, এর আবার পুণ্যকার্য্য আছে নাকি?

চিত্র। কি সর্ব্বনাশ! তোর আবার পুণ্য? ভিমরুল চক্রে আবার মধু সঞ্চিত থাকে না কি? আচ্ছা খাতা ছাড়া তো কিছু নাই? চশমা খানা কোথা গেল?—কি আপদ (চশমা ঘর্ষণ) কই—না এই তো বাছা পাপের নিকটে এদিক ওদিক চারিদিক ধরে না, আর পুণ্যের দিকে ত সদা ধপ্ ধপ্ কচ্ছে।

চতুর। সে কি মহাশয়? আপনাদের কি ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয় নাই, এমন করে কি গলায় পা দিতে হয়? এ দেশে কি আইন আদালত নাই? কই উকীল মোক্তার ত দেখ্‌তে পাই না যে একটা কথা কয়? আমি চার চার বছর কার্ত্তিক পূজো করেছি, সব কি উড়ে যাবে?

চিত্র। (হাস্য) হা হা হা। তার আবার পুণ্য চাস? হা হা হা। এতদিন পরে আবার কি ভুলে গেলেম রে বাবু; কি পাপ? পাপিনি তুই তোর সেই নরককুটিরে পার্ব্বতী কুমারের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করেছিলি বটে, কিন্তু সেই পুণ্য দিনে কি তুই মনে মনে পূজার সংকল্প করেছিলি, না তোর সে দিকে মন ছিল, না উপবাসিনী ছিলি? তুই কেবল নরাধমদের কাছে ঐ ছলে কতকগুলা ধন উপার্জ্জন করিব, আর সেই উপলক্ষে সেই পুণ্য দিনে মদিরা মাংসাদি ভোজন করবি, এই তোর মনোভাব ছিল। আর বল দেখি, তুই সেই পবিত্র প্রতিমার অনুরোধে কোন্ দুষ্কর্ম্মটী বাকি রেখেছিস? তার আবার পুণ্য? তার জন্য তোর চতুর্গুণ পাপ লেখা হয়েছে।

চতু। আচ্ছা না হয় ওটা অমনি অমনি গেল। কিন্তু প্রতি দিন গঙ্গা-স্নান আর প্রতি বছর স্নানযাত্রা দর্শন তো আর সামান্য কথা নয়? আরও কত সোমবার করেছি।

যম। রে পাপিনি! তোর কি লজ্জা নাই, তোর অন্তঃকরণকে তুই এমনি কলুষিত করেছিস যে, তুই এখনও বুঝতে পাচ্ছিস না যে ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং পাপ পুণ্য মনোগত কার্য্যের ফল। বাহ্য আড়ম্বরের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নাই। তোর কি মনে নাই যে তুই কি উদ্দেশে স্নানযাত্রা দর্শন কর্ত্তে গিয়েছিলি? তুই কি ভক্তি সহ-কারে ঈশ্বর বোধে প্রেমভরে জগন্নাথ দেবের সম্মুখে মস্তক অব-নত করেছিলি? তোদের স্নানযাত্রা আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, মদ্যপান করে তোরা যে বিকৃত চীৎকার করতিস, তার ধমকে পতিতপাবনী সুরধুনী থর থর করে কাঁপতেন। বিকট হাসির সঙ্গে মৃদঙ্গের চটচটা শব্দ, কদর্য্য নৃত্য জনিত পায়ের তালি, অথবা কুৎ-সিৎ গানের কর্কশ স্বর, একত্রে মিশে এম্নি ভয়ানক কাণ্ড হয়ে-ছিল যে, দেবতারা অকালে মহাপ্রলয় মনে করে সকলেই শশব্যস্ত হয়েছিলেন। পাছে সুরার দুর্গন্ধ গগন ভেদ করে স্বর্গ রাজ্যকে দূষিত করে সেই জন্য প্রতি বৎসর দেবরাজ মুষলধারায় বর্ষণ কর্ত্তেন। আর তোদের কার্ত্তিক পূজা কি আমি জানি না? তোদের কাজ কি লুকান ছাপান থাকে, তোরা কি কাকেও দৃক্‌পাত করিস? জল সওয়ার সময় উন্মত্ত হয়ে রাজপথে ঢোল বাজিয়ে কি না করেছিস? তোদের কুহকে কত নিরীহ বালক লোক-লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে মদে উন্মত্ত হয়ে ঢুলির ঢোল কাঁধে করে তোদের সঙ্গে নেচেছে, জঘন্য কুৎসিৎ গানে দশদিক অপবিত্র করেছে। সতীলক্ষ্মী কুলবালারা লজ্জায় অধোবদন হয়েছে, কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করেছে। তোরা সেই অবস্থায় তাদের উপহাস করে-ছিস, তোরা আপনাদের উচ্ছিষ্ট পাপান্ন দিয়ে কত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য নষ্ট করেছিস। আর আপনারা ত শঙ্কা করে গঙ্গাস্নান করিস নাই

রঞ্জিত গাত্র মার্জ্জনী লইয়া আপাদ মস্তক দোলাতে দোলাতে নানা-প্রকার অঙ্গ ভঙ্গীর সহিত গঙ্গাতীরে যেতে যেতে কত শত যোগী ঋষির হরিভক্তি উড়িয়ে দিয়েছিস। ওরে দূতেরা আর এদের পাপ-বাক্য শ্রবণ কর্ত্তে পারি না, জ্বলন্ত লৌহ পুরুষের সঙ্গে এই পাপিনীর আলিঙ্গন করিয়ে দে, সাবধান, যেন যুগযুগান্তে সেটা নির্ব্বাণ না হয়, আর ও দুটোকে অন্ধতমিস্র নরকে ফেলে দে।

(তিন জন পাপী এবং দূতের প্রস্থান।)

কাল কার কার সময় পূর্ণ হবে দেখ তো, আমি স্বয়ং তাদের আনবার ব্যবস্থা করবো।

চিত্র। (চশমা খুলিয়া) কাল হলো গিয়ে কৃষ্ণপক্ষ, বিশাখা নক্ষত্র আঃ এখানটা পড়া যায় না, বিধাতার লেখার শ্রীদেখ, কাঁচা হাতে টানা লেখা কিনা?

যম। আঃ কি কর নাম কটা পড়ে ফেল না।

চিত্র। আজ্ঞা, এই রামকৃষ্ণ, হরিহর আর সত্যবান্।

যম। সত্যবান্—কে সত্যবান্?

চিত্র। আজ্ঞা দ্যুমৎসেনের পুত্র যে সম্প্রতি বনবাসী সেই সত্যবান্।

যম। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কি নিষ্ঠুর কার্য্য, আমাকে কাল সত্যবানের জীবন হরণ করতে হবে! আহা! সেই সরলা বালিকা সাবিত্রী; সে সংসারে সতীত্ব বই আর কিছু জানে না শয়নে স্বপনে জাগ্রত অবস্থায় তার পতিই ধ্যান, পতিই জ্ঞান, পতিসেবাই ধর্ম্ম, পতিই পরম দেবতা মনে করে। অল্পায়ু পতি অবলম্বনে সে সনাতন সত্য ধর্ম্মের পক্ষপাতিনী হয়ে, নারায়ণের কঠোর ব্রত ধারণ করেছে। সে পতির জন্য পিতা মাতা, এবং রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত ত্যাগ করে বনবাসিনী হয়ে পতির সহবাসে পর্ণকুটীরকে বৈকুণ্ঠধাম মনে করছে; সম্প্রতি পতির মঙ্গল কামনায় উপবাসিনী থেকে দিবানিশি সতীকুলজননী কমলার আরাধনা করছে। সেই সরলা বালিকার কোমল মনে দারুণ বেদনা দিয়ে তার বক্ষস্থল হতে

সত্যবানকে ছিন্ন করা কি সাধারণ কথা? আহা সে যখন চারি দিক অন্ধকার দেখে, হা নাথ, হা প্রাণবল্লভ, তুমি কোথায় গেলে, কোন্ নিষ্ঠুর তোমাকে হরণ কল্লে,—এই বলে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে করুণ স্বরের আর্ত্তনাদে গগন ভেদ করবে, তখন কোন চণ্ডাল কোন্ নিষ্ঠুর, অশ্রু সম্বরণ করতে পারবে? জগদীশ্বর! তোমার অসীম জ্ঞান, অপার মহিমা, তোমার লীলা কমলযোনি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত বুঝতে পারেন না, কীটানুকীট আমি কি বুঝবো, তোমার ইচ্ছায় যা কিছু হয় সে সকলই মঙ্গলময়। কিন্তু নাথ! পাপী শাসনের জন্য আমার যে মন এত কঠিন করে দিয়েছেন, যাতে কিছুতেই দয়ার উদ্রেক হয় না, আজ সে মন সত্য পরায়ণা সাবিত্রী সতীর যাতনা মনে করেই গলে যাচ্চে। আপনি ইচ্ছাময়, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিষয় চিন্তা করাও মহাপাপ, কিন্তু এই নিষ্ঠুর নিদারুণ কার্য্য নিষেধ করা কি আপনার আয়ত্তাধীন নয়? তা তো কখনই নয়। আপনি অন্তর্যামী, বিলক্ষণ জানেন যে এখনি আমার মন বড় আকুল হয়েছে; কিন্তু কাল যখন এই কার্য্য স্বয়ং করতে হবে, তখন আমার যে কি মনোবেদনা হবে তা আমি এখনো জানি না,—আপনিই তা জানেন। চিত্রগুপ্ত, আমার মন অতিশয় চঞ্চল হয়েছে, যা যা করতে হয় তুমিই দেখে শুনে কর।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কুটির দ্বার।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সাবি। (স্বগতঃ) আজ আমার দিন গণনার শেষ। দেবর্ষি যে দারুণ ভবিষ্যৎ বাণী বলেছিলেন, আজ তাই সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। আজ আমার মন কিছুতেই স্থির হচ্চে না। জীবাত্মার বিনাশ নাই, শরীরের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, এ কথা জানি, কিন্তু মন্‌তো প্রবোধ মানে না? চির বিচিত্র হীরকখচিত নীলনভোমণ্ডল যে কেবল শূন্য এ বিচারে সাব্যস্ত হয় বটে, কিন্তু প্রতিনিয়ত এটি মনে ধারণা করে রাখা কি সামান্য বুদ্ধির কাজ? পূর্ব্বদিকের সুবর্ণদ্বার উদ্দ্ঘাটন করে সূর্য্যদেব জগত সংসারকে আনন্দিত করেছেন,—কিন্তু আমি দশদিক অন্ধকার দেখছি। আজ আমি আমার জীবন সর্ব্বস্বধনকে কালের করাল গ্রাসে আহুতি দিয়ে সংসার ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌বো, আর তার পরিবর্ত্তে নিদারুণ চিরবৈধব্য ব্রতের সঙ্কল্প করবো। আঃ —গজমতি হারের পরিবর্ত্তে কণ্টকের কণ্ঠমালা ধারণ? ক দিন হতে কাল পেচকের বিকট স্বরে রাত্রে নিদ্রা হয় না; আবার একটু নিদ্রা আকর্ষণ হলেই স্বপ্নে অমঙ্গল দর্শন করে হা নাথ হা নাথ তুমি কোথায় গেলে বলে চীৎকার করি। নাথ আমার অমি আমাকে হৃদয়ে লয়ে হাসতে হাসতে বলেন, অয়ি ভীরু স্বভাবে? ভয় কি? আমি তোমাকে ফেলে কোথাও যাব না। আঃ মা কমলা সে কথাটি কি সার্থক করবেন? আগে আগে ওঁর মুখ দেখলে আমার হৃদয় প্রফুল্ল হতো চক্ষে আনন্দাশ্রু বর্ষণ হতো,

এখন ওঁকে দেখলেই ঋষির দারুণ কথা মনে পড়ে আর অমি অন্তর্বাষ্পে কণ্ঠরোধ হয়, পাছে অশ্রু দেখতে পান বলে মুখ ফিরিয়ে লই, কত কষ্টে মনের ভাব গোপন করি। নাথ আমার কিছুই জানেন না, মনে করেন আমি রাজকুমারী হয়ে পর্ণকুটিরে বাস করছি বলে আমার মন চঞ্চল হয়েছে, তাই আবার কত দুঃখ করেন, কত বোঝান। কিন্তু তথাচ আমি ওঁকে সেই নিদারুণ কথা জান্তে দিই নাই। তবে আজ কোন ক্রমে নয়ন ছাড়া করবো না, সমস্ত দিন সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বো। সেই দারুণ সময়ে (মা গো! মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়) যদি নিকটে থেকে সেই সময়ের প্রয়োজনীয় সেবা কর্ত্তে পারি—

সত্যবানের প্রবেশ।

সত্য। সাবিত্রি তোমার কি বিমর্ষভাব যাবে না? ইন্দীবর নিন্দিত নয়নের শ্যামল আভাকে নষ্ট করে রক্তপদ্ম করেছো যে? হেমন্তের প্রথম শিশির সমাগমে, কমলিনী যেমন প্রভাহীনা হয় তোমার বদনকমল তেমনি মলিন হয়েছে। পূর্ণচন্দ্র যেন তরুণ জলধরে জড়িত হয়েছে। প্রিয়ে তুমি কি জান না যে সত্যবানের এই লৌহময় হৃদয় সাংসারিক কোন কষ্টেই নত হয় না, কেবল তোমার অন্তঃকরণ উত্তাপিত হলেই এ গলে যায়। ঈশ্বর দুটি হৃদয়কে এক সূত্রে গেঁথে দুটিকে একটি করে দিয়েছেন, একটি চঞ্চল হলে অন্যটী স্থির থাকে না। আমার বড় দুঃখ হয় যে তুমি মনোবেদনার কথা আমাকে বল না; আজন্ম বনবাসী দীনহীন সত্যবানের জীবন দান কল্লেও যদি তোমার বিমর্ষ ভাব যায় তা আমি এখনই কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। তবে যে রাজবালা হয়ে বনবাসে কাঙ্গালির সঙ্গে বাস করছো সে কেবল নিষ্ঠুর বিধাতার লিপি; আমার খণ্ডন করিবার শক্তি নাই।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কেন রে মলিন মুখ হেরি সজল নয়ন।
শ্যাম আভা ইন্দিবর কেন লোহিত বরণ॥
নন্দন কানন সার, পারিজাত পুষ্প হার,
দৈবযোগে অভাগার গলার হলো ভূষণ।
রবির খরকিরণে, ক্ষীণ ভাতি দিনে দিনে,
মলিন ধূলার সনে কুসুম রতন।
অমর বাঞ্ছিত নিধি, যদি বা দিলেন বিধি,
প্রাণ কাঁদে নিরবধি রাখিতে নাহি রে স্থান॥

সাবি। নাথ ও কি! অমন অমঙ্গলের কথা বলছেন কেন? আমার আবার মনোকষ্ট কি? পতিই অবলার সুখ দুঃখের মূল। সেই পতিই যখন আমাকে ঘৃণা করেন না, আমার সেবায় সন্তুষ্ট হন, আমাকে আদর করেন, তখন কি আর আমার অসন্তোষের কারণ আছে? আপনার সহবাসে এই বনবাস স্বর্গবাস; এই পর্ণকুটিরেও আমার অনুপম্ আনন্দ অনুভব হয়; কুবেরের অলকাপুরবাসিনীরা আমার ন্যায় সুখী কি না সন্দেহ। নাথ! আজিও কি বনে যেতে হবে, আজ না গেলেই কি নয়? দাসীর ইচ্ছা আজ কুটিরে থাকুন, পরিশ্রমে মুখখানি মলিন হয়েছে, এখনকার সূর্য্য কিরণ অতিশয় প্রচণ্ড।

সত্য। প্রিয়ে, বনে না গেলে হবে কেন? আমি শীততাপবর্ষায় যাবজ্জীবন পরিশ্রম কর্ব্বো বলেই ঈশ্বর লৌহময় উপাদানে এই শরীর নির্ম্মাণ করেছেন, আমার আবার কষ্ট কি? আমার অন্ধ পিতা কাল একটি মাত্র আম্র ভোজন করে রাত্রি যাপন করেছেন, জননী কিছুই আহার করেন নাই। আমার ন্যায় অভাগা কি সংসারে

আর কেহ আছে? আমি জনক জননীকে মনের মত সুখাদ্য দিয়ে পরিতুষ্ট কর্ত্তে পারলেম না! আজ প্রত্যূষে যাব বলেই স্থির করেছি। না হলে প্রখর সূর্য্যতাপে ধরণী উত্তপ্তা হন, পদতল দগ্ধ হয়ে যায়, মস্তকে ভার থাকে বলেই মুখমণ্ডল এবং হৃদয় রক্ষা হয়। পিতা মতা গৃহে উপবাসী থাকেন, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হলেও জল পান কর্ত্তে পারি না। মা আবার আজ বনে যেতে নিবারণ কচ্ছিলেন, এমন ত কখন করেন না, আজ তাঁকেও অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখলেম।

সাবি। যদি একান্তই বনে যাবেন, দাসীর বারণ না শুনেন, তবে দাসীকে একটি ভিক্ষা দিতে হবে।

সত্য। তোমার আবার ভিক্ষা কি? ভিখারী আবার ভিক্ষা দেবে? আমার আছেই বা কি, তবে জীবন সহিত এই দেহ, এতো অনেক কাল দিয়েছি? এতে তোমার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে।

সাবি। (স্বগতঃ) নিষ্ঠুর বিধাতা যে আমার ঐ জীবন সর্ব্বস্ব ধনের উপর ঈর্ষা-কটাক্ষ কচ্ছেন। (প্রকাশ্যে) দাসীর এই ভিক্ষা যে আজ দাসী আপনার সঙ্গে বনে যাবে। আমার একান্ত বাসনা এক দণ্ডের জন্য আজ আপনাকে নয়ন ছাড়া করবো না। এই অনুরোধটি রাখতে হবে।

সত্য। সে কি প্রিয়ে? সাধ ক'রে কষ্টভোগ করতে চাও কেন? নিকৃষ্ট লৌহ ধাতু পরিশ্রমে নিযুক্ত হবে বলে কঠিন এবং কদাকার হয়ে সৃষ্ট হয়েছে। সুবর্ণ সে কাজের জন্য নয়, সুবর্ণ মনুষ্যের গল-দেশে আভরণরূপে শোভিত হবে বলেই হয়েছে। প্রিয়ে, ব্যাধ পত্নীরাই বাগুরা হস্তে স্বামীর পশ্চাতে গমন করে, তাদের পরি-শ্রম অভ্যাস আছে। তুমি একে কোমলপ্রাণা, তাতে আবার উপবাসিনী আছ, তুমি এ বাসনা করো না, বিশেষতঃ বনে দুরন্ত হিংস্র পশুরা পালে পালে বেড়াচ্ছে, অসভ্য বর্ব্বর জাতিরা সদা সর্ব্বদা উপদ্রব করে। নলিনী নায়ক অস্তমিত হলে নলিনী চক্ষু

মুদিত ক'রে নিশা যাপন করেন, আবার প্রাতে প্রফুল্লিত হন।

সাবি। আপনারা কথায় সর্ব্বস্বের অধিকারিণী করেন, কাজে কিন্তু কিছুই নয়। এই বল্লেন "জীবন সহিত প্রাণ—এতো তোমরাই" তার পর সঙ্গেযাওয়ার অধিকারও নাই। নাথ! আমাকে কি বালিকা ভুলাচ্ছেন, আমি ক্ষত্রিয়-কন্যা, মহারাজ অশ্বপতির দুহিতা, মহাবল পরাক্রম সত্যপরায়ণ বীরেন্দ্র-কেশরী সত্যবানের সহধর্ম্মিণী। আমি তাঁর পার্শ্বে থেকে, বর্ব্বরজাতিকে দেখে ভয় পাবো?

সত্য। নিতান্ত কষ্ট পাবার ইচ্ছা থাকে তো এসো। (চিবুক ধারণ) সাবিত্রি, তুমি যে পিত্রালয় হতে মনোহর সিন্দুর এনেছিলে, তা কি শেষ হয়েছে, তাই কি সিন্দুর অভাবে গৈরিক মৃত্তিকা পরেছো?

সাবি। কেন এ তো সেই সিঁদুর আপনি কি এত অনুজ্জ্বল দেখছেন (বিষণ্ণ ভাবে অবস্থিতি) আপনি একটু অপেক্ষা করুন, মাতা পিতাকে প্রণাম করে আসি।

প্রস্থান।

সত্য। (উর্দ্ধে দৃষ্টি করে) একি আজ, যে সমস্ত কুলক্ষণ যুগপৎ উপস্থিত হলো কাকের কর্কশ কা কা শব্দে হৃৎকম্প হচ্ছে, ওটা আমারই মস্তকের উপর ঘুরে ঘুরে উড়ছে. আর ঘন ঘন আমার মুখ নিরীক্ষণ কচ্ছে। সমস্ত মাংসাহারী পক্ষী গগনপথে দেখা দিয়েছে। হায়! আমি জন্মাবধি ভয় কারে বলে জানি না, ভয় শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পারি নাই, ভয়ের লক্ষণ সমস্ত আমার উপহাসের বিষয় ছিল, আজ সেই ভয় কারে বলে তা জান্তে পাচ্ছি। গৃহ পালিত হরিণটি আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে আর অশ্রু বর্ষণ করছে। কাল নিশা শেষে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দর্শন করেছি, এখনও মনে হলে আত্মবিস্মৃতি হয়। আমি যেন প্রিয়ার

উরুদেশে মস্তক রেখে গাঢ় নিদ্রাভিভূত আছি, এমন সময় একটা বিকটাকার পুরুষ ভয়ঙ্কর বেগে অট্ট হাস্য কর্ত্তে কর্ত্তে আমাকে চেতন করালে, তারে দেখে আমার বলবীর্য্য সাহস সকলই নষ্ট হলো, কথা কইতে পাল্লেম না। প্রিয়া আমার হা নাথ হা নাথ বলে রোদন কর্ত্তে লাগলেন, নিষ্ঠুর তাতে কর্ণপাত কল্লে না; আমাকে বন্ধন করে পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন পথ দিয়ে নিয়ে চল্লো। আমার বোধ হলো, সে স্থান দয়াময় জগদীশ্বরের বিশ্বরাজ্যের অন্তর্গত নয়। সেখানে দয়ামায়া কিছুই নাই, কেবল হাহাকার শব্দ বই আর কিছুই শুনা যায় না, প্রাণীরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। আর তাদের আকার প্রকার অতি বিকৃত, অস্থিমাত্র অবশিষ্ট। সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা নির্গত হচ্ছে, তার উপর আবার দীর্ঘাকৃতি কৃমিগুলো মজ্জাতে দংশন করছে। আবার অন্যদিকে অগ্নিপর্ব্বতে ধূ ধূ ক'রে জ্বলছে, জীবিত মনুষ্যেরা সেই অনলে পড়ে ধড় ফড় করছে, উঠে পলাবার যো নাই, নির্দ্দয় প্রহরীরা মস্তকে মুষলাঘাত করছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তথাচ তাদের মৃত্যু হচ্ছে না। কোথাও বা কতকগুলো মনুষ্য ক্ষুধায় আকুল হয়ে মূত্র পুরীষাদি ভোজন করছে, তাই আবার কাড়া কাড়ি হচ্ছে, কেউ পাচ্চে কেউ পাচ্চে না, যে না পাচ্চে সে কাতর হয়ে রোদন করছে। তাহারা করুণস্বরে কত কথা বলছে, কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না; দেখে শুনে আমার জ্ঞানশূন্য হয়েছিল, তাই তার পর কি দেখেছি মনে নাই; আমার এমনি বোধ হল যেন শরীর আমার সঙ্গে ছিল না। নিদ্রাভঙ্গে দেখলেম প্রিয়া নিকটে আছেন, মুখ দেখে কতকটা আশ্বস্ত হলেম। এ সমস্ত আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ। লোকে স্বপ্নটাকে অকিঞ্চিৎকর বলে, আমিও তাই বলতেম, কিন্তু আজ আমার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা হয়, তাই মঙ্গল, আমি মৃত্যুকে ডরাই না, তবে এই আক্ষেপ যে পৃথিবীতে বৃথা জন্মেছিলেম।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

না জানি কেন রে আজি অন্তর এত চঞ্চল।
সদা সশঙ্কিত প্রাণ বুঝি বিপদ ঘটিল॥
সকাতরা দীন মনে, হরিণী তির লোচনে,
চেয়ে কেন মুখপানে, অশ্রু বহে অবিরল।
তৃণ জল নাহি খায়, কি যেন বলিতে চায়,
ভাবিয়া আকুল যেন ভাবী অমঙ্গল।
কে যেন করুণস্বরে, বলিছে কর্ণকুহরে,
হরি বল প্রাণ ভোরে, দিন তোর ফুরাইল॥

(সাবিত্রীর প্রবেশ।)

এসেছো, চল যাই, আর বিলম্ব করা হবে না।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিজন কানন।

সাবি। দিবা দ্বি-প্রহর অতীত হয়েছে, মার্ত্তণ্ড সংহারমূর্ত্তি ধারণ করে জগৎ সংসার ধ্বংস করবার জন্য যেন অগ্নিবর্ষণ কচ্ছেন। তুষার মণ্ডিত গিরিরাজ ও আজ উত্তপ্ত কলেবর হয়ে আশ্রিত তরুরাজির ছায়ার প্রত্যাশা কচ্চেন। ঘর্ম্মাক্ত শার্দ্দূলকুল বারম্বার ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হয়ে মুখব্যাদানে জিহ্বা বাহির এবং নয়ন মুদ্রিত করে স্পন্দরহিতের ন্যায় পড়ে রয়েছে; আজন্ম প্রাণী হিংসা পাপ মনে করে যেন একাগ্রচিত্তে অনুতাপ কচ্ছে। ফলও যথেষ্ট আহরণ হয়েছে, এ সময় কুটিরে ফিরে গেলে হয় না? জননী আমাদের বিলম্ব দেখে যদি বনপথে অগ্রসর হন, তা হলে ঘোর বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

সত্য। তা হলে কি আর রক্ষা আছে, মা একেবারে চেতনাশূন্য হয়ে পড়বেন। আর সাবিত্রি তোমারও সহিষ্ণুতা গুণ দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি। নলিনীনাথ যেন কমল ভ্রমে তোমার বদন মণ্ডলকে মলিন করেন নাই। সুবর্ণ অগ্নির উত্তাপে যেমন চমৎকার শোভা ধারণ করে তোমারো তাই হয়েছে, কিন্তু আর না চরম সীমা প্রাপ্ত হয়েছে, আর অধিকক্ষণ উত্তাপে রাখলে দেখতে পাবো না। এই সম্মুখের বৃক্ষ হতে কাষ্ঠ আহরণ করে প্রত্যাগমন করবো;— তুমি ছায়ায় দাঁড়াও।

(বৃক্ষে আরোহণানন্তর কাতর স্বরে)

সাবিত্রি আমার মস্তকে অকস্মাৎ বেদনা বোধ হচ্চে, আমি দশ দিক অন্ধকার দেখ্‌ছি, উঃ বড় বেদনা—আমি শক্তিশূন্য হয়েছি।

সাবি। (অগ্রসর হয়ে) শীঘ্র অবতরণ করুন ভয় কি?

(সত্যবানের অবতরণ এবং সাবিত্রীর ক্রোড়ে শয়ন)।

(স্বগত) হৃদয় স্থির হও, এখন কাতর হয়ো না, এখন কঠিন হও, (প্রকাশ্যে) নাথ স্থির হ'ন কিসে উপশম হবে বলুন? সকল পীড়ারই ত প্রতিকার আছে, এর কি নাই? এই বনস্থলীতে ত বৈদ্য নাই। হে মা দুর্গতি হারিণী দুর্গে, নাথের এ যাতনা দূর কর মা, এই নির্জ্জন হিংস্র-পশু-সঙ্কুল গহন কাননে তুমি বই আর কেউ নাই মা।

রাগিণী মূলতান—তাল আড়াঠেকা।

দুর্গমে কোথা মা দুর্গে ওমা দুর্গতিনাশিনি।
কি আর ভরসা গো মা বিনা চরণ দুখানি॥
দুর্গম জলধিজলে ভেসেছি মা দুর্গাবলে,
দেখ মা অনিল বলে বুঝি ডুবালে তরণী।
একাকিনী পতি সনে, বিপন্ন বিজন বনে,
সকাতরা দীন মনে দুহিতা কাঁদে জননি॥

সত্য। প্রিয়ে! সাবিত্রি, উঃ আমার বড় যাতনা—মস্তকের অভ্যন্তরে—তোমার শীতল বক্ষস্থল আমার মস্তকে সংলগ্ন কর—যদি কিছু জুড়োয়—

সাবি। এই যে নাথ অভাগিনী এই যে নিকটে আছে, এ পাপ হৃদয় কি আর শীতল আছে? এ যে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে (সত্যবানের মস্তক

বক্ষে ধারণ) নাথ, আবার নয়ন মুদিত কল্লেন কেন, কিছু কি উপশম হলো?

সত্য। প্রিয়ে সতীর বক্ষস্থল পতির সকল যাতনার পরম ঔষধ। তাই কিছু হ্রাস হয়েছে, কিন্তু শরীর ক্রমে অবশ হচ্ছে এ ব্যাধি উপশম হবার ব্যাধি নয়, এর ঔষধি নাই আমি বিলক্ষণ জানছি যে, এ সাংঘাতিক পীড়া। আমার কাল পূর্ণ হয়েছে, আর বিলম্ব নাই, আমি দেখতে পাচ্ছি যেন বিকট কাল ভয়ঙ্কর বেশে আমার শিয়রে দাঁড়াইয়ে রয়েছে। রে নিষ্ঠুর কাল তুমি আমাকে অকালে গ্রাস কল্লে? তা করো, আমার জীবন মরণ তোমার হাতে, কিন্তু আমি মৃত্যু ভয়ে কাতর হই নি। নৃশংস তুমি কি একবারও মনে কল্লে না যে আমার একে বৃদ্ধ জনক, তাতে অন্ধ, দুঃখিনী জননী, আর এই বালিকা সাবিত্রী, কেবল এই অভাগা সত্যবানকে অবলম্বন করে দুঃখের সাগরে ভাস্‌ছে? তুমি এদের এই ক্ষুদ্র তরণীটি ডুবিয়ে দিয়ে তিন জনকে ভাসালে। এদের কারো সন্তরণের শক্তি নাই। হা নির্দ্দয়, তুমি আমাকে হরণ করে মহারাজ দ্যুমৎসেনের পবিত্র বংশকে নির্ব্বংশ কল্লে। আর দুঃখিনী সাবিত্রীর যে কি দশা কল্লে—বুক্ ফেটে যায়।—আমার উপর যে তোমার দৃষ্টি পড়বে তা স্বপ্নেও জানি না। তাহলে কি আর সুমেরুর শৃঙ্গ হতে এই স্বর্ণলতাকে ছিঁড়ে এনে এই কর্দ্দমপূর্ণ ভূমিতে রোপণ করি? আহা প্রিয়ে আমার এই কণ্টক-তরুকে আশ্রয় করেই সুখে ছিলেন তুই তার মূলেও কুঠার আঘাত কল্লি? কিন্তু তুই নিষ্ঠুর ব্যবসায় দিন যাপন করিস, তোর কি দয়া মায়া আছে?

সাবি। নাথ ওকি? এমন সর্ব্বনেশে কথা কি মুখে আনতে আছে? স্থির হন বিপদে অধৈর্য্য হতে নাই, আপনি অমন কল্লে আমি যে চারিদিক অন্ধকার দেখি। মা জগদম্বাকে স্মরণ করুন, তিনি বিপদ নাশ কর্ব্বেন।

সত্য। প্রিয়ে! মহাকাল ত্রিশূল দ্বারা আমার মস্তিষ্ক ভেদ কচ্ছেন। আমি

যাই—কাল আমাকে থাকতে দিলে না। আমি তোমার ঋণ পরিশোধ কত্তে পাল্লেম না। যদি আমার সেই ভাগ্যই হবে,—তোমার ন্যায় সরলা পতিব্রতা কামিনীর পতি হয়ে ধরাধামে স্বর্গভোগ—তা হলে রাজকুমার হয়ে দীন হীন কাঙালের মত অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ কচ্চি কেন? এ সেই বিধাতার বিড়ম্বনা; তুমি যদি আমারে সর্ব্ব সুখী কর তা হলে তো আর খল বিধাতার মানস পূর্ণ হলো না, তাই আমাকে নাশ কল্লেন। সাবিত্রি, আমার জননী—আঃ—প্রিয়ে—জল—জল—জল—(নয়ন নিমীলন ও মৃত্যু)

সাবি। হা বিধাতঃ! এখানে যে জলও নাই—ওকি, ওকি—কি হলো? হা নাথ, হা প্রাণবল্লভ, তুমি দাসীকে ফেলে কোথা যাও দাঁড়াও একলা যেয়োনা, আমি সঙ্গে যাবো। রে নিষ্ঠুর প্রাণ শীঘ্র নির্গত হ, তুই আর কার আশায় আছিস, তোর সর্ব্বস্বধন যে চলে যায়? না! প্রাণ গেল না! নাথ তুমি বলেছিলে আমাকে ফেলে কোথাও যাবে না, এইত বলেও গেলে না; এই জন্য কি সঙ্গে আসতে মানা করেছিলে? এই কি সত্যবাদী সত্যবানের উচিত, না তুমি বলবার উপক্রম করেছিলে নিষ্ঠুর কাল তোমাকে বলতে দিলে না? রে কাল তুই আমাকে নাথের শেষ আজ্ঞা শুনিতে দিলিনা, আমি তাঁর আজ্ঞা বিনা কোন কার্য্য করি না, আমি যে পবিত্র সূর্য্যকুলের কুলবধূ—না—না—আমি আর বধূ নই আমি এখন বিধবা। সধবারা আমাকে চণ্ডালিনী অপেক্ষা অধমা মনে করে মঙ্গল কার্য্যে সঙ্গে নেবে না। নাথ আমি তোমার অভাবেই অনাথিনী, এক চন্দ্রদেবের অভাবেই যামিনী অন্ধকারময়ী হয়, কেউ তার মুখ দেখে না, লোকে চক্ষু মুদে পড়ে থাকে। তামসী যামিনী তুমি আমার হৃদয়-সখী হয়েছো, হা বিধাতঃ! তুমি কেমন করে এই অকলঙ্ক শশীকে কালের চিরগ্রাসে ফেলে দিলে, তোমার কি দয়া নাই, না তোমার দোষ কি? বৈধব্য ভোগ আমার কপালের ফল, তুমি কি করবে? উঃ বৈধব্য কি ভয়ানক ব্যাপার! আমি

দেখতে পাচ্ছি যেন রাক্ষসী বৈধব্য বিকট বেশে দাঁড়িয়ে আমাকে কটাক্ষ কচ্ছে। সর্ব্বনাশি! আমি তোকে চিনেছি, তুই নিষ্ঠুর বিধাতার প্রেরিতা কিন্তু আমার কাছে আধিপত্য খাটবে না। আমি কদাচ তোরে অঙ্গস্পর্শ কর্ত্তে দেবো না! এ আমার প্রাণ-বল্লভের দাসীর অঙ্গ, তাঁর সংসর্গে এ পবিত্র হয়েছে, তাঁর সেবার জন্যই এর সৃষ্টি হয়েছে। এ বসন ভূষণ তাঁর সম্পত্তি। তুই আমাকে একাকিনী দেখে কেড়ে নিতে এসেছিস? তা পার্ব্বি না। এই দেখ নাথ আমার নিকটে নিদ্রিত আছেন; আমি তার সঙ্গে যাবো, তোর অধীনতা স্বীকার করবেন না। তুই যা তোর বিধাতার কাছে বলগে যা যে সাবিত্রী তোমার শাসন মানলে না। (সত্যবানকে নিরীক্ষণ করে) নাথ সঙ্গে যেতেও যে বিলম্ব হচ্ছে আমি যে চিতাসজ্জা করিতে জানি না। আর তোমাকে কার কাছে রেখেই বা কাষ্ঠ আহরণ কর্ত্তে যাই? প্রাণ থাকতে তো একলা রেখে যেতে পারবো না। আর কেবল তাই নয় তুমি যে জল জল করে নয়ন মুদিত করেছো। জল না দিয়ে গেলে সেখানে কি বলে দাঁড়াবো? না তা হবে না আজ এই অভিমানী পতিকে বুকে নিয়ে রাত্রি যাপন করবো। প্রাতে দয়াময় ধাত্রীরা চিতা-সজ্জা করে দেবেন।

বৈধব্য কেমন, জানিনু এখন,
পশিল গরল অন্তরে।
এমন যাতনা, স্বপনে জানি না,
বলিতে হৃদয় বিদরে।
রে দারুণ বিধি, চক্ষে দেখ যদি,
বালিকা-পরাণ কি করে।

যতই পাষাণ, হোক তোর প্রাণ,
ভাসিবে নয়ন নীরে ॥
মানব দম্পতী, পুরুষ প্রকৃতি,
এক পরাণ দু শরীরে।
পবিত্র নিয়ম, কর ব্যতিক্রম,
বল বিধি কোন্ বিচারে ॥

(দূরে চারি জন যমদূতের প্রবেশ ও অপর দিকে একটা স্ত্রীলোককে লইয়া একজন যমদূতের প্রবেশ)

রাগিণী সোহনি বাহার—তাল খেমটা।

(নেপথ্যে গীত)

হায় কবে কলিকাল আসিবে।
পাপ স্রোতে নর নরী দিবা নিশি ভাসিবে।
চার হেতো দূত ব্যাটা আসে পাখী চড়ে,
গার তেজে গা পোড়ে, ভয়ে পথ দি ছেড়ে,
পাপী কেড়ে দেয় তেড়ে কেঁদে আসি নীরবে।
ঢেঁকী চড়ে দাড়ি নেড়ে বেড়ায় দাঁড়ুড়ে,
ডুচোখো হরিনাম বিলায় ঘামড়ে,
সেই ব্যাটা বড় ঠেটা যমত্বটা উড়াবে।

প্রথম। ওরে রণোটা আবার কোথাথেকে যুটলো? দেখ্ দেখ্ একটা জল-জেন্তু মাগীকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসছে, ওটা সত্বি সত্বিই পাগল নাকি? ও রে ও রণো তুই জেন্তু মনিষ্যি আনছিস কেন

রণো। আঃ কই না, এ মাগী যে মরা, (মুখ পরিবর্ত্তন করে) আঃ মলো সত্বিইতো, মাগী যে আবার জেন্তু হলোরে! ওরে বাবা ওটার বিগের হলো খ্যাল দেখ্লে শুয়ে পড়লো তার পর মরে গেল তখন তো ঘাড়ে করে এনেছি তার পর আসতে হিঙল বাতাস লেগে বেটি বেঁচে উঠেছে। আঃ মুখের যে দুর্গন্ধি আমাদের সেই সেকেলে পুরোণো নরকটা ওর গন্ধর কাছে হেরে যায়। বুড়ো ব্যাটা চিত্রগুপ্ত এর কিছু কর্ত্তে পার্‌বে না এ মাগী নরক ভোজন করে ফেলেছে।

দ্বিতীয়। সে কিরে পৃথিবীতে আবার নরক কোথা?

রণো। হাঁ হাঁ তোর আর মুরব্বিগিরি কর্ত্তে হবে না, আমি ওদের নরক স্বচক্ষে দেখে এসেছি. তোরা বিশ্বাস না করিস তো বয়ে গেল। ওদের নরক কেমন তা শুন্‌বি? ওদের কাঁচের একটা নম্বা ঘটা থাকে তার মুখটা ছুচলো আর সোলার ছিপি আঁটা ঐ তাতে করে ওরা নরক রাখে। আঃ তার যে দুর্গন্ধি—ওয়াক থু—এখনো আমার গা-বমি বমি কচ্ছে—ওয়াক থু—উহুঁহুঁ। ঔষধ বলে এই মাগী সেই গুলো ঢেলে ঢেলে খেলে; প্রথম একটু হেঁসেছিল তার পর বিগের ধরলো আর কি? বাতব্বলের মত ঝেঁকে উঠতে লাগলো, কত কি এলো মেলো বকলে একবার কাঁদে, একবার বিকট হাঁসি হাসে আর মুখ খিচোয়, বিগারের খ্যাল কি না? কত রকমই কল্লে। তার পর ধড়াস করে পড়লো আর মলো। ভাই মাগীর মুখে এখনো সেই দুর্গন্ধ রয়েছে আমার নাক্ জলে যাচ্ছে। মনে করেছিলেম বুড়ো ব্যাটার ভুলধরে বকুনি খাওয়াব তাই তুলে নিয়ে এলুম; কিন্তু মাগী বেঁচে উঠলো।

প্রথম। আরে হতভাগা সে যে মদ, ওরা খেয়ে মরার মত পড়ে

থাকে; তুই ছেলে মানুষ বুঝতে পারিস নি; এখন ওকে ছেড়ে দে. ও বাড়ী যাগ।

রণো। আরে আমি তো মাগীকে ছেড়েছি ও যে ছাড়ে না? ও আবার উল্টে ওর বাড়ী নিয়ে যেতে চায়; এই দেখনা আমি ওকে ধরে আছি না ও আমার কাপড় ধরে টেনে রেখেছে। বাবা! আমি চাকরি ছেড়ে দেবো তবু ওর বাড়ী যাবো না। মাগীর যে কারখানা, দেখলে গা কাঁপে। আমাদের যম রাজার চেয়ে ওর বাড়ী গুলজার। ওর শাসন আর দন্ত দেখে কে?

প্রণম। এমাগী বেশ্যা বুঝি, ওকেও জেন্ত আনে? কি সর্ব্বনাশ, ওর হাড়ে ভেল্কি হয়। আমাদের রাজার রাজত্বী উড়িয়ে দেবে। কিরে মাগী তুই বাড়ী যা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কচ্ছিস, যা যা বাড়ী যা।

বেশ্যা। বটে! আমি অমনি যাবো? কি আমার মধ্যস্তির বেটা মধ্যস্তি এলেন গা? ও বেটা আমাকে মাথায় করে বয়ে আনলে কোথা চিত্র গুপ্তির কাছে নিয়ে যাবে বলে লোভ দেখালে, বললে, সে রাজার দাওয়ান, বড় মানুষ লোক, আবার বুড়ো, আমি ভাবলুম তা হলে অবিশ্যি দশ টাকা পাবো; বুড়োকে কায়দা কর্ত্তে পাল্লে দিন কিনে নেবো। তাই তো ব্যাটার সঙ্গে এলুম এখন ব্যাটা মাজ পথে এসে ফেলে পালাতে চায়? ব্যাটা আমার কি ভদ্র লোক গা? এক পয়সার মুরুদ নেই। না হয় বাড়ী ফিরিয়ে রেখে আয়, তাও নয়, আমার সঙ্গে বজ্জাতি যুড়েছিস। জানিস, মুড়ি খেংরা মেরে সোজা করে দেবো দেখবি? দেখেছিস তো কত ব্যাটাকে মেরে আধ মরা করে ফেলে রেখে এসেছি? দেখবি একবার?

রণো। ও বাবা এইবারেই গিছি, ওর হাতের ঝাঁটা তো অমন নয়? ও মহিষমর্দ্দিনী, কত রক্ত বীজ কত শুম্ভের মাতা ওর বাড়ীতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বাপ! যুদ্ধের ধমক দেখলে পিলে চমকে যায়। আচ্ছা বাবু আমি তোর বাড়ী পর্য্যন্ত ঘাড়ে করে বয়ে রেখে

আসছি, তুই আর ভয় দেখাসনে। সহজ চক্ষে দেখ—সহজ কথা বল।

বেশ্যা। চল ব্যাটা চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

প্রথম। দেখ্ আমাদের আসামীটে কোন খানে বল্ দেখি? দশদণ্ড অনেক ক্ষণ হয়ে গিয়েছে। পাগলাটার সঙ্গে দেখা হয়ে দেরি হয়ে পড়লো। ও দিকে ও কিসের আলো জ্বলছে বল দেখি?

দ্বিতীয়। তাই তো রে আলোই তো, ওরে ওর ভিতরে আমাদের আসামীটে পড়ে আছে, ঐ দেখা যাচ্ছে, এই দেখ্ আমার আঙুল বরাবর চেয়ে দেখ দেখি? কিন্তু আলো আছে তা তোর ভয় কি? তুই কেন গুড়িমেরে গিয়ে আসামীরা আননা? তুই বুড়ো হলি তবু রণো পাগলার মত ভয় তরাসে কেন? আমাদের ওখানে পাহাড় পর্ব্বতের মত আগুণ দিন রাত্রি জ্বলছে, বল তো তার ভিতরেই আমাদের সদা সর্ব্বক্ষণ থাকতে হয়, আর একটু খানি আলোর এত ভয়? আর দেখছিস? ওখানে একটি ছোটো মেয়ে মানুষ বসে রয়েছে বই তো নয়, ওকে ভয় কি? এতো আর রাবণ কুম্ভ কর্ণের আমল নয় যে রাক্ষস টাক্ষস বসে আছে হবে।

প্রথম। ওরে আমরা অনেক কালের লোক দেখেছি, তোর দাওয়ানজীতো কাল হয়েছে। ঐ আলোটার কিছু বৃত্তান্ত বুঝেছিস? বল্লিতো একটী মেয়ে আর একটু আলো; বাবা ও সর্ব্বনেশে মেয়ে আর সর্ব্বনেশে আলো! এমন আলোর রং কখন দেখেছিস, একবার চেয়ে দেখ দেখি টের পাবি তখন ওরে মূর্খ আমি আর একবার এই রকম আলো দেখেছি, তাই বল্‌ছি। কবে জানিস বলি শোন। ঐ যে দেবতাদের মধ্যে বুড়ো ঠাকুর যিনি এঁড়ে গরুতে চড়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়, ওর এখনকার যে রাক্ষসী ঠাকুরুণ আছেন

উনি যে এর আগে একটি শান্তশিষ্ট বালিকা ঠাকুরুণ ছিলেন। তিনি বাপের বাড়ী একলা বস্তি দেখতে গেছলো, তার পর কি জানি বাপের সঙ্গে কি ঝকড়া কল্লে, বড় লোকের বড় কথা অমনি রাগে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো; খাটুর মালা হয়ে ঘাড় হেঁট করে বসে রইলো, আর তার গা দিয়ে চোখ দিয়ে এমনি আলো বেরুতে লাগলো তা আর বলবো কি? তার বাপ তবে পাকা পাকা দাড়ি বুড়ো বুড়ো বামুনরা মোণ্ডা মেঠাই ফেলে কে কোথা পালালো। কেউ কাছে ঘেঁসতে পারলে না, যে ঝাঁজ বাপ আমাদের কর্ত্তার সর্ব্বাঙ্গে ফোস্কা হয়েছিলো, তবু উনি বাইরে ছিলেন। আমি আধ কোশ তফাৎ থেকে সেই আলো দেখেছি, তার একটু ঝাঁজ লাগতে না লাগতে চক্ষু মুজে পালিয়ে এলেম কিন্তু তবু একমাস চক্ষু খুলি নাই তার পর ধোঁ দেখ্‌তে লাগলেম, ধন্বন্তরি তিন মাস চিকিচ্ছে করে আমাকে আরাম করে। বাবা এ সেই আলোর আলো আমি চাক্‌রি ছেড়ে দেবো, বিশ্বকর্ম্মার কলে খেটে খাবো সেও ভাল, তবু ওর কাছে যাবো না।

তৃতীয়। এ ব্যাটা বুড়ো রমানাথের এঁড়ে, যাবেও না যেতে দেবেও না, মর্ ব্যাটা কোন কাযেরই নয়, বুড়ো ব্যাটাদের মেরে ফেলবার একটা আইন হয় তাহলে সব পাপ চুকে যায়। ব্যাটারা পেট ভরে খাবার সময় টিক টিক করে, রাত জাগ্‌তে মানা করে, বেড়াতে চেড়াতে গেলেই লাটি ধরে চারি দিকে খুজে বেড়ায়, তিতি বিরক্ত করে তুলেছে, কে কোথা একটু আমোদ টামোদ কল্লে তাহলেই ওদের সর্ব্বনাশ হলো। আমাদের বাড়ীতে অমনি একটা বুড়ো আছে তার ট্যাক ট্যাকানির জ্বালয়ে আমি অস্থির হয়েছি, এদ্দিন কোন্ কালে নিকেশ করে ফেলতুম, কেবল মার জন্যে পারি না। তোদের কারও যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি, আর ঘাড় মুচড়ে আনছি। (কিয়দ্দূর গমন—মুখ বিকৃতি) উঃ উঃ বাপরে গেলুম রে- বড় জ্বলছে (ভুমে গড়াগড়ি) আঃ আঃ জ্বলে

গেল। আঃ ব্যাটারা দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিস, একটু জল পড়া এনে আমার গায়ে ঢেলে দে না, দেখছিস না, ঐ পেত্নীর দপ দপে আলোটা গায়ে লেগেছে?

প্রথম। জল পড়া দেবে না প্রস্রাব পড়ে তোর মুখে দেবে? ব্যাটারা কি নাড়ী জ্ঞান পেতনীর আলো ঠাউরে বসলেন। বুড়ো বারণ কল্লে তা শোনা হলো না, বুড়োর কথা কেমন তা বুঝলি এখন, ছ-মাস ঝোল ভাত খাও, ওরে ওটাকে ঐখানে কলাপাতা চাপা দিয়ে ফেলে রাখ, যাবার সময় আবার নিয়ে যেতে হবে।

চতুর্থ। তবে চল না কেন, ঐ ব্যাটাকেই আসামী বলে দাখিল করে দি, বুড়ো ব্যাটার চশমা হারিয়েছে, চিনতে পারবে না। আর ওকে নিয়ে গিয়ে একটা খুব গহেরা নরকের কুয়াতে ফেলে দেবো। ব্যাটা বাপকে মেরে ফেলতে চায়, ব্যাটার খুব হয়েছে।

প্রথম। ও কথা এখন থাক। কাযের কথা কি বল দেখি, এখানে তো জোর চলে না, তবে নরম হয়ে কায নিলে হয় না?

দ্বিতীয়। তাই ভাল ও মেয়েটীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেখ দেখি, কিন্তু কাছে যাবে কে? অন্তর থেকে খুব চেঁচাতে হবে। আমরা গরীব মানুষ, আমাদের অত রোখা রুখীর দরকার কি? (অগ্রসর হয়ে) ওগো বাছা অগুনের ভিতর বসে আছো মা ঠাক্রুণটী বলি আমরা দূত গো আমরা তোমাদের সব্বাইকার চাকর গো— ওগো মা ঠাক্রুণ, আমাদের বড্ডো দেরি হয়েছে, ঙুতিয়ে মাথা ভেঙ্গে দেবে, একটু তোমার ঝাঁজটা সরিয়ে নেও, না হলে মড়াটাকে হেমনে ফেলে দেও, তার পর তোমার মড়া তুমি নিয়ে যা খুসী তাই করো।

সাবি। এ ভয়ানক তামসী যামিনীতে এরা কে? আমাকেই লক্ষ করে কথা কচ্ছে, এরা কি বনদেবতা? না তা নয়, এ যে কর্কশ স্বর ইতর লোকের ভাষা। আমার তো যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, আর অন্য বিপদের আশঙ্কা কি? তবে আমার অকিঞ্চিৎকর দেহ,

তা যদি ঋষিবাক্য সত্য হয়, প্রাণবল্লভের চরণে যদি মতি থাকে, আমি যদি সত্যব্রত পালন করে থাকি তাহলে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল বিপক্ষ হলেও ডরাই না। যক্ষ, রক্ষ, পিশাচেরা আমার কি কর্ত্তে পারে, কার সাধ্য যে আমার সাক্ষাতে আমার পতির পবিত্র দেহ স্পর্শ করে? এই আমি নাথকে বুকে নিয়ে বসলেম আসুক দেখি কে আসে, কে আমার হৃদয়মণি হরণ করে, কে আমার সাক্ষাতে আমার নিদ্রাতুর জীবিতনাথের নিদ্রা ভঙ্গ করে? আমি সংসারে কারেও শঙ্কা করি না, দৃক্‌পাতও করি না, কেবল ধর্ম্মরূপী নারায়ণকেই ভয় করি, সত্য স্বরূপ সেই ধর্ম্মেরই আরাধনা করি, সেই সত্য ধর্ম্মই আমার ইষ্টদেবতা, আমার এই প্রাণবল্লভ সেই সত্যধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। এঁকে উপলক্ষ করে, সেই সত্যরূপী নারায়ণের তপস্যাই আমি করি, অন্য কিছু মানি না, অন্য বিশ্বাস করি না, অন্য দিকে মনও যায় না, আমি সেই সত্যের শরণাগত, সেই সত্যধর্ম্মের শরণাগত, আর সেই নারায়ণের শরণাগত—এঁরা একেই তিন, তিনেই এক। আমি অজ্ঞান বালিকা আমি অবশ্যই কোন প্রকারে সত্যের অবমাননা করেছি, তাই তাঁর প্রতিমূর্ত্তি আমার প্রতি বিরূপ হয়েছেন।

প্রথম। মা ঠাকরুণ আমরা দূত গো, একটা জবাব দেও না গা, আমরা গিয়ে কি বলবো মড়াটা ছুড়ে ফেলে দেওনা বাছা?

সাবি। রে বর্ব্বর পিশাচ! এখন সাবধান, জীবনের আশা থাকে তো এখনি এস্থান পরিত্যাগ কর। এস্থানে ভূত প্রেত পিশাচের অধিকার নাই। আজ হতে এস্থান পবিত্র হয়েছে, নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি এখানে অনন্ত শয্যায় শয়ন করেছেন, আর নাগিনী তাঁরে বেষ্টন করে আছে; যা দূরে যা এখনি যা, প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হবে।

প্রথম। বাবা আরো যে তেজ বেড়ে উঠলো রে, কি সর্ব্বনাশ। উঃ দাউ দাউ করে জ্বলছে না, বাবা আমাদের কায নয়, গরিবের ছেলে কেন মারা যাবো, চাকরির জন্যে কি প্রাণ খোয়াবো? উঃ বেটি যেন

আগুনের সূয্যি ঠাকুর, রোদ না বার করে কেমন এক রকম আগুন বার কচ্ছে। আগুনও এর চেয়ে ঠাণ্ডা, চল, সেখানে গিয়ে বলতে পারবি তো? বুড়ো বেটাকে এনে এইখানে ফেলে দেওয়া যায় তাহলে আর মুখ খিচুনী সইতে হয় না।

(সকলের প্রস্থান)

সাবি। নাথ আমার অন্তরের ভিতর বড় জ্বালা কচ্ছে। শত শত বৃশ্চিক দংশনও এর তুল্য নয়। নাথ তোমার অঙ্গ তো অতি শীতল, তুষার অপেক্ষাও শীতল; কিন্তু এতে তো আমার জ্বালা শান্তি হচ্চে না? আমার মনে যখন কিছু দুঃখ হতো, তোমাকে হৃদয়েতে নিলেই যুড়াতো, কিন্তু আজ তার বিপরীত হচ্ছে। আর দেখতে যে পারি না! আমিই অভিমানিনী হয়ে অঙ্গ কঠিন কর্ত্তেম তোমার কোমল অঙ্গ তো কখন কঠিন হতো না? কমলনালসদৃশ বাহুযুগল আমাকে আলিঙ্গন করবার জন্যই প্রসারিত হতো, আজ ধূলায় লুটাচ্চে আমি যত্ন করে তুলে দিচ্ছি কিন্তু ওরা যেন অভিমানভরে গড়িয়ে পড়ছে। নাথ আমি লজ্জা কর্ত্তেম বলে তুমি অভিমানী হতে, আজ তো আমি নিতান্ত লজ্জাহীনা হয়ে বনস্থলে হা নাথ হা নাথ বলে ধূলায় গড়াচ্ছি তুমিতো এখনও হাত ধরে তুল্লে না; আমার সামান্য অভিমান হলে তুমি যে কত সান্ত্বনা কর্ত্তে, আর কি তা হবে না, আর কি মধুর প্রিয়বাক্য শুনতে পাবো না? সারা দিন বন ভ্রমণ করে তোমার চরণে বেদনা হতো, আমি চরণে হাত দিলেই তুমি নিবারণ করে বলতে 'সাবিত্রি তুমি ভাগ্য দোষে কাঙ্গালী বনবাসীর ভাগ্যে পড়েছো বলে কি অজন্ম পরিশ্রমজীবী কঠোর প্রাণীর কঠিন চরণ সেবা তোমারে সাজে, ছি ওতে আমার অন্তরে বড় ব্যথা হয়।' নাথ আজ সেই তোমার আদরিণী রাজকন্যা এলো থেলো বেশে মুক্ত-কেশে এই বন্ধুর বনপ্রদেশে তোমার পদতলে লুটাচ্চে, সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়ে রুধিরধারা বইছে, তবুও কেমন করে নিশ্চিন্ত

আছেন? নাথ তুমি বনফুল তুলে এনে আমাকে সাজিয়ে ছিলে আমি লজ্জাবশত সে গুলি খুলে ফেলেছিলাম, তুমি আমার মনের ভাব বুঝতে না পেরে অভিমানী হয়ে বাষ্প গদগদ স্বরে বলেছিলে 'সাবিত্রি! বিধাতা আমাকে ধনহীন করেছেন বলে কি আমার আভরণ দেওয়ার সাধ নাই?' নাথ! সেই দিন অবধি প্রতিদিন আমি কুসুমাভরণে সজ্জিতা হতেম, কই নাথ, আজ এখনো আমাকে ফুল এনে দিলে না আমি কখন শয্যা রচনা করবো? আমি স্বপ্নে জনক জননীকে দর্শন করে তোমাকে সঙ্গে লয়ে পিত্রালয় যাবার জন্য পায়ে ধরে কেঁদে ছিলাম, তুমি আমার কণ্ঠধারণ করে, বলেছিলে 'সাবিত্রি কাঙ্গালী জামাতা ঐশ্বর্য্যশালী শ্বশুরের ভবনে গেলে তার মান থাকে না, আমি যাবো না, তুমি একাকিনী যেতে চাও যাও। কিন্তু তোমার বিচ্ছেদে আমার জীবন ধারণ করা সংশয় হবে নাথ আমি সেই ভয়ে পিতা মাতাকে ভুলে তোমার চরণ সার করে রয়েছি। তুমি সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে বলেছিলে প্রিয়ে কস্মিন কালে তোমার এ ঋণ পরিশোধ কর্ত্তে পারবো না, কিন্তু আজ কি নাথ সেই ঋণ পরিশোধ কল্লে? বিদ্যুল্লতা দেখে আমি ভয় পেয়েছিলেম, তুমি বলেছিলে 'সাবিত্রি গগন সৌদামিনী চঞ্চলা এবং প্রখরা, ও তোমার রূপ-গুণে হিংসা-পরবশ হয়ে তোমারে ভয় দেখাচ্ছে, তুমি কুটিরের মধ্যে থাক বাহিরে এসো না।' আজ নাথ সেই সৌদামিনী আমাকে উপহাস করে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, ওর বাদ্যের কড় মড় শব্দে হৃৎকম্প হয়।

(প্রচ্ছন্নভাবে যমের প্রবেশ)

যম। দূতেরা তো যথার্থই বলেছে, এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

একি অপরূপ হেরিলাম কাননে।

ঘোর তমোময় রজনী সময়, জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান হয়,

যেন আদি সতী মূর্ত্তিমতী বিমলা এখানে।

বাসব বজ্র সমান, সুকঠিন এই প্রাণ,
কেঁদে উঠে আজ কেন বালার রোদনে।
অশ্রুতে অনল গতি, সন্তাপিতা বসুমতী।
এ সতীর প্রাণপতি, হরিবো কেমনে॥

সাবি। আঃ জননি তুমি দুঃসহ যাতনার জন্যই কি আমাকে সত্যভঙ্গ করতে বলেছিলে? আজ যদি এখানে উপস্থিত থাকতে তাহলে বলতে 'কই বাছা সাবিত্রি, তুমি যে ধর্ম্মের জন্য এই সর্ব্বনাশ কল্লে তোমার সে ধর্ম্ম কোথায়, এই কি তোমার ধর্ম্মের ধর্ম্ম? কিন্তু মা ধর্ম্মের দোষ কি? আমি স্বকৃত ধর্ম্মের ফল ভোগ করবো ধর্ম্ম কি করবেন? আর মা, আমি বালিকা আমার ধর্ম্মজ্ঞান, কি আছে? তবে অন্তরাত্মার প্রবর্ত্তনাতেই আমি এই কায করেছি, আমি পুণ্য সঞ্চয় করবো বলে এ কায করি নাই, সত্যবানের চরণে আমার মন বাঁধা পড়েছিলো। জননী বলবো কি? বিধাতার লীলা কে বুঝতে পারে, এই সত্যবান্ ভিন্ন সমুদয় পুরুষের প্রতি আমার পিতৃভক্তি বা সন্তান বাৎসল্য জন্মেছিল।

রাগিণী খট—তাল জৎ।

তাত মাত পরিহরি, তরুতল সার করি,
আইলাম বিজন কানন।
হেরিয়া তোমার মুখ, পাশরিনু সব দুঃখ,
সঁপিলাম জীবন যৌবন।
ত্রিভুবনে বন্ধু আর, কেহ নাই অবলার,
কর নাথ শরণ পালন।

আদরে বাড়ালে মান, হৃদয়েতে দিলে স্থান,
শিখাইলে প্রণয় বিধান।
থাকিতে হে কাছে কাছে, বেড়াইতে পাছে পাছে,
মিষ্ট বাক্যে তুষিতে হে প্রাণ।
সেই দাসী আঁখি জলে, লুটায় ধরণী তলে,
কোন্ দোষে হইলে পাষাণ।
হয়ে থাকি অপরাধী, চরণে ধরিয়া সাধি,
মাগে দাসী মান ভিক্ষা দান।
রজনী গভীরা হলো, গা তোল হে গৃহে চলো,
কথা কও তুলিয়া বদন।
মাতা পিতা উপবাসে, আছেন ফলের আশে,
আর কিহে সহে বিলম্বন?
তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, ঘুমাইলে জল চেয়ে,
উঠ নাথ কর বারি পান।
পরিশ্রমে তনুক্ষীণ, উপবাসী সারা দিন,
তাই কি হে হলে অচেতন?

পাইয়া কাননে, গাঁথিয়া যতনে,
করিনু গলার হার।

বালিকা বধিলি, সে মণি হরিলি,
কি বিধি বিধান তোর ?
কোন্ পাপ ফলে, এ লেখা লিখিলে,
কি ছল পাইলে মোর।
ছিনু তরুতলে, সমূলে নাশিলে,
দয়া কি হলো না তোর।
মরা পতি কোলে, ভাসি মা অকুলে,
তুমিও ভুল না মা মা।
দাক্ষায়ণী বিনা সতীর বেদনা,
বল কে বুঝিবে আর।

(যমের প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ।)

সাবি। প্রভো আপনি কে? আপনার আগমনে এই বনস্থলী পবিত্র হলো, এই তামসী চতুর্দ্দশী যামিনীও আপনার অঙ্গ-জ্যোতিতে দিবসের ন্যায় প্রতীয়মান হচ্ছে। তরু-লতারা প্রেম-কম্পিত শরীরে ভক্তিভাবে শাখা প্রশাখাকে নত করে নমস্কার কচ্ছে। শিশির ছলে প্রেমাশ্রু বর্ষণ কচ্ছে। হিংস্রক পশু পক্ষীরা কে কোথায় লুকিয়েছে—এইমাত্র আমাকে বিভীষিকা দেখাচ্ছিলো। আমার শোকসন্তপ্ত হৃদয় কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ কল্লে। যদি দয়া করে এ বিপদে দর্শন দিলেন তবে পরিচয় দিয়ে কৃতার্থ করুন।

ধর্ম্ম। সাবিত্রি, আমিই জগতের শাসনকর্ত্তা। যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব নর কিন্নর আদি সমস্ত জীব আমার শাসনাধীন, আমিই তাদের কর্ম্মানুসারে পুরস্কার ও দণ্ডবিধান করি, দীনহীন পথের কাঙালী অবধি

রাজ রাজেশ্বর বা ত্রিভুবনবিজয়ী বীর পর্য্যন্ত কেহই আমার হাত এড়াতে পারে না। আমিই সর্ব্ব সংহারক কাল, এই জগৎ সংসার আমার ইচ্ছাতেই থাকে, আর আমার ইচ্ছাতেই যায়। সেই পরম পুরুষের ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আমিই সকলের দন্ত চূর্ণ করি, বীরের শক্তি হরণ করি। শরীরধারী হরি হর বিরিঞ্চি পর্য্যন্ত এই নিয়মে আমার বশীভূত; আমার এই সকল আধিপত্য আছে বলেই আমাকে ধর্ম্মরাজ বলে এবং কালও বলে। আমার আজ্ঞা-তেই এই সত্যবানের মৃত্যু হয়েছে আমার দূতেরা অবমানিত হয়ে ফিরে গেছে বলে স্বয়ং এসেছি, জগতের সৃষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত আমার অলঙ্ঘ্য অমোঘ আজ্ঞা কেহই লঙ্ঘন করতে পারে নাই। জগতে কেউ নাই যে আমার কার্য্যের গতিরোধ করে, কিন্তু আজ তাই হয়েছে, তুমি নারায়ণের ব্রতদাসী, সত্যধর্ম্মের বিমল জ্যোতি তোমার অন্তরে প্রকাশমান আছে, তাই আমি তোমার সম্মুখে সৌম্য মূর্ত্তিতে উদয় হলেম, তুমি আমার কোপের পাত্রী নহ, এই ক্ষণেই এই সত্যবানের দেহকে পরিত্যাগ কর, এবং স্থানান্তরে যাও, এখানে থাকিলে ভয় পাবে, আমি জগদীশ্বরের নিয়ম পালন করবো। এ সমস্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

সাবি। হা জীবিতেশ্বর, এইবার আমার সকল আশা, সকল ভরসাই ফুরুলো, এতক্ষণের পর আমি সত্য সত্যই তোমাকে হারালেম, আমি যাঁর ভরসায় ছিলাম সেই ধর্ম্মরাজ যখন স্বয়ং তোমাকে হরণ করতে এসেছেন তখন আর অন্য কি উপায় আছে। যোগী ঋষিরা সহস্র বর্ষ তপস্যা করেও যার দর্শন পান না, আমি তাঁকে পেলেম, কিন্তু আমার কপালে সুফল ফল্লো না, হায় যে জলধর বারিবর্ষণ করে জগতের জীবন রক্ষা করে সেই জলধরনিঃসৃত বজ্রা-ঘাতেই তো আবার কোন কোন হতভাগ্যের মস্তক শতধা হয়। ভাগ্যফল কি সকল স্থানেই বলবৎ। প্রভো! আপনি জগৎ সংসা-রের শাসন কর্ত্তা, হরি হর বিরিঞ্চিও দেহত্যাগ করে আপনার

কবলিত হন, তাতে এই দুর্ব্বল সত্যবানের ক্ষুদ্র প্রাণ কিছু দিনের জন্য আপনার হস্তের বাহিরে থাকিলেই কি আপনার মহিমার ত্রুটি হবে? দেব হিমালয়ের নিভৃত গুহায় সামান্য অন্ধকার লুকিয়ে থাকে বলেই কি ভগবান্ সহস্রাংশুর 'তমোহর' নামে কলঙ্ক হবে? আপনিই তো কৃপা করে মার্কণ্ড মুনিকে চতুর্দ্দশ বর্ষের পরিবর্ত্তে চতুর্দ্দশ কল্প পরমায়ু দিয়েছেন, মুনিবর কল্পে কল্পে আপনার গৌরব ঘোষণা কচ্চেন। আপনি অন্তর্যামী বিলক্ষণ জানেন যে এই সত্যবান ভিন্ন এ জগতে আমার আর কেহই নাই। আমি জীবিতনাথের দেহ বুক থেকে নামাতে পারব না। আপনার আজ্ঞায় আমার পঞ্জরের এক একখানি অস্থি অনায়াসে অক্লেশে বার করে দিতে পারি, কিন্তু দেব! সত্যবানকে দিতে পারব না, কৃপা করে এঁরে পুনর্জ্জীবিত করুন।

যম। বৎসে সাবিত্রি! তুমি শোকে অধীরা হয়ে তত্ত্বজ্ঞান, সত্যনিষ্ঠা সকলি ভুলে যাচ্ছ। তুমি কি জান না যে আমি কোন মতেই সত্যবানের জীবন দিতে পারি না, তা ছাড়া আর কিছু প্রার্থনা থাকে তো বলো। আর সত্যবানের দেহ অবিলম্বে ত্যাগ কর।

সাবি। দেব! অভাগিনী কি আর প্রার্থনা করবে? আমার কপালে বিধাতা এমনি আগুন জ্বেলে দিয়েছেন যে, তার উত্তাপে আপনার দয়ার সাগরও শুকিয়ে গেল। তবে আমি একটী প্রার্থনা করি, দয়া করে সেইটী পূর্ণ করুন। প্রভো সংসারের সকল জীবের জীবন মরণ তো আপনার ইচ্ছাধীন আপনি কৃপা করে আমার জীবাত্মাকেও সত্যবানের সঙ্গে একত্রে নিয়ে যান. সত্যবানের যে দশা হয়েছে আমারো সেই দশা করুন, ওঁকে যেখানে রাখবেন আমাকেও সেই খানে রাখুন। সত্যবানের সঙ্গে একত্রে থেকে নরক ভোগকেও স্বর্গভোগ মনে করব, আর সত্যবান বিনা ব্রহ্মলোককেও শ্মশানভূমি মনে হবে। তাহলে আর সত্যবানের দেহ বুকে থেকে নামাতে হবে না।

রাগিণী মূলতান—তাল আড়াঠেকা।

দয়া কর দেব বলিহে কাতরে,
দুটী পায়ে ধরে দাসী ভিক্ষা করে।
পতির চরণ সতীর জীবন. পারিব না দিতে প্রাণ ধরে।
বিলম্ব সহে না আর, কর দেব প্রতীকার,
মুক্ত কর পাপপ্রাণ ভারে।
এই করো দয়াময়, দেখো যেন মনে রয়,
প্রাণপতি পাই তব পুরে।
যথা রবে সত্যবান্, সেই মম সুখ-স্থান,
স্বর্গ কিম্বা নরক দুস্তরে।

ম। আঃ নির্ব্বোধ বালিকে, তোমার কি কিছু জ্ঞান নাই যে সময় পূর্ণ না হলে কোন ক্রমেই আমি তোমার জীবাত্মাকে গ্রহণ কর্‌তে পারি না। সত্যবানের কালপূর্ণ হয়েছে, আমি নিতে এসেছি, তোমার যে দিন কালপূর্ণ হবে সে দিন আর তোমাকে প্রার্থনা কর্‌তে হবে না। এই বিশ্ব-সংসার নিয়মের অধীন, অনিয়মে কিছুই হয় না। আর সে নিয়মও এই কালের। আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি সত্যবানের এই ভৌতিক দেহের জন্য কেনই বা এত কাতর হয়েছ, এ নিয়ে তুমি কি করবে, এতে কি উপকার হবে? তুমি কি জান না প্রাণশূন্য দেহ অসার পদার্থ। এই তো জ্যোতি-হীন হয়েছে, আর এক দিন থাক্‌লে এতে দুর্গন্ধ হবে, পচে যাবে তার পর ক্রমে ক্রমে রেণু রেণু হয়ে এই ভৌতিক দেহ ভূতে মিশিয়ে যাবে, আর দেখতেও পাবে না। সংসারে সকলেরি এই দশা এই জন্য দয়াময় ঈশ্বর এমনি আশ্চর্য্য কৌশল করেছেন,

যে ক্রমশঃ অন্য অন্য বিষয়ে তোমার মন আকৃষ্ট হবে, আর এই সত্যবানকে আপনা আপনিই ভুলে যাবে। আর যার অন্তরে জ্ঞানালোক উদ্দীপ্ত হয়েছে, তার পক্ষে এটা শোকের কারণ নয়; সে এই দেহকে সত্যবান বলে না, তোমার জ্ঞান হলে তুমিও জান্তে পার্বে যে, সত্যবান মরে নাই, তার জড়দেহ নষ্ট হয়েছে। সে জড়দেহ তোমার পতি নয়।

সাবি। হায় আমি এ কি শুন্‌ছি, এই জন্যই কি আমি জন্মেছিলাম, এই জন্যই কি স্নেহময়ী জননী আমাকে লালন পালন করেছিলেন? রে নিষ্ঠুর বিধাতা, এই কি তোর মনে ছিল? শিরীষ কুসুমের ন্যায় যার সুকুমার, মনোহর, চমৎকার মূর্ত্তি লাবণ্য জাহ্নবীর নির্ম্মল জলের সঙ্গে তুলনা হয় না, সে শরীর পচে যাবে। যে ঈষৎ হাস্য কল্লে মধুপানলোলুপ ভ্রমরেরা পদ্মগন্ধ মনে করে ঘুরে বেড়াতো, যার, অঙ্গ-সৌরভে অভাগিনী তৃণ শয্যায় আমোদিতা হতো, তাতে আজ দুর্গন্ধ হবে; যার প্রফুল্ল ইন্দীবরের ন্যায় নয়নযুগল দেখবার জন্য হরিণীরা গর্ব্ব পরিত্যাগ করে স্থির নেত্রে চেয়ে থাক্‌তো, কুলকামিনীরা লজ্জায় জলাঞ্জলী দিতো তাই জ্যোতিবিহীন হবে? হয়েছে—ঢের হয়েছে—আর না! জননি তোমার অভাগিনী অবাধ্য সাবিত্রী জন্মের মত বিদায় নিলে, তোমার চরণ দর্শন আর কপালে ঘটলো না, আমার প্রাণনাথ চল্লেন, আমি আর বিলম্ব করতে পারি না। কাল পরে দয়া করে চিতা-সজ্জা করে দেবে, সে বিলম্ব সয় না এখন যত শীঘ্র যেতে পারি ততই মঙ্গল। আঃ আমি বিবাহের সময় আত্মহত্যাকে পাপ বলেছিলেম, তখন এ জ্বালা জন্‌তেম না। এ সর্ব্বনেশে জ্বালা, এর ঔষধ নাই, এর এক ঔষধ কেবল অনল। আঃ বিষের ঔষধ বিষ একেই বলে। হে তক্ষকের বংশধর বিষধর সকল, তীব্র বিষের জন্য সংসারে তোমাদের প্রশংসা আছে। তবে খল বলে যে একটা অখ্যাতি আছে সেটাও আজ ঘুচে যাবার উপায় হয়েছে। তোমরা শীঘ্র এসে আমাকে দংশন করে জগ-

তের লোককে দেখাও যে তোমাদের বিষে অমৃতের গুণ আছে। তোমরা দারুণ সতীশোক-জ্বালা নির্ব্বাণ করতে পার। পতিপ্রাণা সতীরা সকলেই তোমাদের পূজা করবে, দয়াময় বলে জগতে ঘোষণা থাক্‌বে। অনলদেব, আপনি এই বন-প্রদেশে দাবানল নামে প্রসিদ্ধ, তুমি সর্ব্ব স্থানেই বিরাজমান, আজ আমার নাথের মহাশয়নের বন সহিত পাপিনীর এই দেহকে ভস্মসাৎ করুন। তোমার সর্ব্বভুক্‌ নামের সার্থকতা হোক্। আপনার দহনে যে শীতল গুণ আছে তা লোকে দেখুক, তুষার পতি হিমালয় আপনার ভাণ্ডারশূন্য কল্লেও যে জ্বালা নিবারণ কর্ত্তে পারে না, আজ তুমি সে জ্বালা যুড়াবে; দারুণ পতিশোক জ্বালা নিবারণ কর্ব্বে। তুমিই প্রকৃত দয়াময়, তুমিই পতিপ্রাণা সতীদের যাতনা জান, আর সকলেই অবলার পক্ষে নির্দ্দয়, সকলেই নিষ্ঠুর। ধর্ম্মরাজ! এই লউন, সত্যবানের দেহ লউন আর অবাধ্য হবো না। কিন্তু তিল মাত্র অপেক্ষা করুন আমি যে কোন প্রকারে হউক আত্মঘাতিনী হচ্ছি, আমাকে এক সঙ্গে নিয়ে যাউন; আমি অবশ্যই নাথের অনুগামিনী হবো।

রাগিণী যোগিয়া—আড়াঠেকা।

মাগো বিদায় লইলাম তব চরণে।
যাই পতি সনে চির নির্ব্বাসনে॥
না দেখিনু তাত মাত, যাই মা জনমের মত,
মৃত্যুকালে খেদ বড় মনে।
ঋষির সেই কাল বাণী, ফলিল আজ জননী,
ফণিনী হারালো মণি বনে॥

অপরাধ শত শত করেছি মা অবিরত,
ক্ষমা কর স্নেহময় গুণে।
কর এই আশীর্ব্বাদ, পুরে যেন মনোসাধ,
পরলোকে পাই সত্যবানে॥

যম। (সত্যবানের জীবাত্মা গ্রহণ করে) সাবিত্রি! আর তোমাকে কত বুঝাবো, তুমি নিতান্ত অজ্ঞানের মত প্রগল্‌ভা হতে উদ্যত হলে, তোমার জ্ঞান শিক্ষা ও ধর্ম্মবুদ্ধিতে কি শেষে এই ফল হলো? শোকে অধীরা হলে যে ব্রহ্মজ্ঞানকেও নষ্ট করে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্থল তুমি; তবে মহর্ষি বশিষ্ঠও পুত্রশোকে আত্মহত্যা কর্ত্তে উদ্যত হয়েছিলেন। তাই তোমাকে আরও উপদেশ দেওয়া উচিত; সাবিত্রি! তুমি আত্মঘাতিনী হ'লে এই সত্যবানের সহিত এক সঙ্গে যাওয়া দূরে থাকুক, কল্পকল্পান্তরেও আর এঁকে দেখতে পাও কি না সন্দেহ। আত্মহত্যার তুল্য পাপ আর নাই, সেই পাপে তোমাকে নরকে থাক্‌তে হবে। আর যে যোগী যোগবলে সমুদ্র লঙ্ঘন কর্ত্তে পারেন, তত্ত্বজ্ঞানে আনন্দময় হয়েছেন তিনিও সংসারে আচারভ্রষ্ট হন না, বেদ বিধি অনুসারে কর্ম্ম কর্ত্তে বাধ্য; নিষ্ক্রীয় না হওয়া পর্য্যন্ত এই নিয়মের বশবর্ত্তী থাক্‌তে হবে। বৎসে, তুমি এমন সতীপতিব্রতা থাক্‌তে সত্যবানের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য হবে না? ওর মুখাগ্নি করবে না, জল গণ্ডূষ দিয়ে প্রেতাত্মা মুক্ত করবে না? তা হলে তোমাকে স্বামিঘাতিনী হতে হবে। আঃ নির্ব্বোধ মনুষ্যেরা সামান্য কষ্টভোগে কাতর হয়ে স্বয়ং তার নিরাকরণ কর্ত্তে যায়, আর শাস্ত্রের শাসন উল্লঙ্ঘন করে অসীম যাতনাকে আহ্বান করে। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার এমন কায শোভা পায় না; যাও সত্বরে অগ্নি আনয়ন ক'রে এই শব দাহ কর, সাবধান যেন নাভি মাত্র অবশিষ্ট থাকে, আর আমি অপেক্ষা করবো না। (গমনোদ্যত)

সাবি। হা বিধি! হা নিষ্ঠুরবিধি! এই কি তোমার বিধান, অনাথিনী অবলা নারীর পক্ষে এত কঠিন বিধান, আমি আত্মহত্যা করে এ জ্বালা জুড়োবো, তাতেও তুমি প্রতিবাদী। আবার শুধু তাই করেও ক্ষান্ত নও, আবার একি ব্যবস্থা শুনছি; আহা! পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় এই বদন, সুধাচক্রের ন্যায় রসনা যার দিবানিশি অমৃতবর্ষণ ক'রে হতভাগিনীকে আনন্দে ভাসাতো, যে মুখ দেখে আমার সকল যাতনা সকল দুর্ভাবনা দূর হতো, নিরাশা তুষার যারে বিমর্ষ কর্ত্তে পারে নাই, সেই মুখে আমি অগ্নি দেবো? আহা! নাথ আমার দৈবাৎ কটু কষায় ফল খেয়ে মুখ বিকৃত কল্লে আমি মনোদুঃখে নয়ন মুদ্রিত কর্ত্তেম, সেই মুখে অনল দিয়ে দগ্ধ কর্ব্বো? নাথ আমার নিদ্রিত হলে আমি পার্শ্বে বসে নয়ন ভরে মুখ নিরীক্ষণ কর্ত্তেম, তথাচ লালসা তৃপ্তি হতো না। রে নিষ্ঠুর বিধি। আজ আমি স্বহস্তে কেমন করে কোন্ প্রাণে সেই বদনে জ্বলন্ত অনল দিয়ে তোর বিধি পালন কর্ব্বো, একি কখন হয়? তোর বিধানে ধিক্, তোর নিয়মে ধিক্, তোর নিষ্ঠুরতায় ধিক্, তোর যা ইচ্ছা হয়, তাই কর, আমি কখনই প্রাণ থাক্তে এ নিষ্ঠুর কার্য্য কর্ত্তে পারবো না। এর জন্য যদি তুই আমাকে চিরকাল নরকে রাখিস, সেও সহ্য কর্ব্বো, তোর অসাধ্য কিছুই নাই। তোর চেয়ে দস্যুরা ভাল, তারা প্রাণে মারে সর্ব্বস্ব কেড়ে নেয়, কিন্তু এমন নিষ্ঠুর কার্য্য করায় না। তুমি কি কেবল যাতনা দিবার জন্যই এই নারী জাতি সৃষ্টি করেছিলে। হা নিষ্ঠুর? তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা হ'য়ে কোন্ প্রাণে কি বিবেচনায় এ ব্যবস্থা লিখেছিলে যে, পতিপ্রাণা সতীরা পতির মুখাগ্নি কর্ব্বে। তোমার মনে দয়ার লেশ মাত্র নাই। আঃ প্রভো ধর্ম্মরাজ! আপনি চল্লেন, যাবেন বই কি? আমি বিধাতার নিন্দা করছি, আপনি আর এস্থানে থাক্‌বেন কেন? কিন্তু দেব! এটি বিবেচনা করা উচিত যে দাবানল-বেষ্টিতা কুরঙ্গিনী যখন দহনের জ্বালায় ছট্ ফট্ করে, তখন কি আর সে ভক্তিভাবে অনল দেবের স্তব করতে পারে?

পাহাড়ী — ঢিমে তেতালা।

কি পাষাণ তোর প্রাণ ধিক বিধি এ বিধানে।
কি বাদ ছিলোরে তোর অবলার সনে॥
বিবর্ণ কনকবর্ণ, মরি রে বদন শীর্ণ,
হৃদয় হয় বিদীর্ণ চেয়ে মুখ পানে।
প্রাণেতে নাহিক সয়, কর যাহা ইচ্ছা হয়,
কুবিধির বিধি ভয়, শুনিবো না কাণে॥
এই কি কপাল ফল, না দিয়ে তৃষ্ণার জল,
স্বহস্তে দিব অনল, পতির বদনে॥

যম। (স্বগতঃ) আঃ একি যাতনা! বালিকার কাতর করুণস্বর ত আর শোনা যায় না। সাংসারিক মায়াতে কখন কখন বিধাতাও মুগ্ধ হন, যোগীশ্বর মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবও পরম জ্ঞানী হয়ে সতী শোকে মুগ্ধ এবং বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে সতীর মৃতদেহ মস্তকে লয়ে কত কাল পাগলের মত ভ্রমণ করেছিলেন। অবশেষে মনসংযমন যোগ দ্বারা পরব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করে শান্তিলাভ করেন। এতো সামান্য বালিকা, তত্বজ্ঞানের কি জানে? সাধ্বী নারীর পতি-বিয়োগ জ্বালা একান্ত অসহ্য। একে সান্ত্বনা করা আমার অসাধ্য হয়ে উঠলো, আর তা না করেও তো যেতে পারি না। এ অবস্থায় রেখে চণ্ডালেও যেতে পারে না। তারও পাষাণ মন গলে যায়। সাবিত্রি! বৎসে উঠ, যে বিষয়ের প্রতিবিধান নাই, তার জন্য শোক কর্ত্তে নাই, এখন ভবিষ্যৎ মঙ্গল চিন্তা কর। তোমার এ অবস্থা দেখে আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে, কিন্তু কি কর্ব্বো, সত্য-বানের জীবন প্রত্যর্পণ করার ক্ষমতা আমার নাই। তবে যদি

সংসারে আর কোন প্রার্থনা থাকে ত বল, এখনি তা পূর্ণ করবো, ধর্ম্মের অসাধ্য কিছুই নাই। ধর্ম্মবলে পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘন করতে পারে, সেই ধর্ম্ম তোমার সম্মুখে উপস্থিত, যা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর।

সাবি। সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য প্রার্থনা? আমার কি আর অন্য চিন্তা আছে, এই সত্যবানই আমার চিন্তাসাগরের বারি। মনকে কি আমি অন্য দিকে ফিরাতে পারি? স্রোতস্বতী ভাগীরথী কি আর আপনার স্রোতকে প্রত্যাবর্ত্তন করে পিতৃধাম হিমালয়ে যেতে পারেন? তা কখনই হয় না। যতদিনে যেমন করে হ'ক, সাগরের অগাধ জলে প্রবেশ না করে স্থির হবেন না। প্রভো তথাচ আপনার আজ্ঞা পালনের জন্য আমি বর প্রার্থনা কর্ব্বো। আমার অন্ধ শ্বশুর রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছেন, তাঁর দিব্য চক্ষু হোক, আর রাজ্য প্রাপ্ত হোন, আর আমার পিতা নিঃসন্তান, তাঁরে পুত্রবর দান করুন। নাথ আমার সচেতন থাকলেও এই বর প্রার্থনা করতেন, এ তাঁরই অভিলষিত বর।

যম। তথাস্তু তাই হবে। তোমার শ্বশুর দিব্য চক্ষু লাভ কল্লেন, শত্রুজয় করে রাজ্যেশ্বর হবেন। যাও এখন গৃহে গমন কর, মহারাজ দ্যুমৎসেনের পুত্রবধূ হয়ে সুখসচ্ছন্দে দিনপাত কর, আর কেউ তোমাকে কাঙ্গালিনী বনবাসিনী বলতে পারবে না। আর তোমার পিতাও পুত্রবান্ হবেন। কিন্তু সাবিত্রি এই শেষ বরে আপনার কিছু ক্ষতি কল্লে তোমার সহোদর হলে ত আর তোমার পিতৃ ধনে অধিকার থাকবে না?

সাবি। প্রভো! আমি বালিকা বলে কি আমাকে রাজ্য ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখিয়ে ভুলাচ্ছেন, আমার জীবন মন এই সত্যবানের অনুগামী, আমার এই জীবনশূন্য দেহ সিংহাসনে বসে কি উপভোগ কর্ব্বে? প্রভো ধরণীর রাজ্য ত সামান্য কথা। ত্রিদশনাথ ইন্দ্রের বৈজয়ন্ত ধামও আমার পক্ষে এখন শ্মশানতুল্য। প্রভো!

আপনি এখনও ভাবছেন যে, সাবিত্রীর এই দারুণ শোক ক্ষণকাল স্থায়ী। প্রভো! যদি কখন অনলদেবের তেজও শীতল হয়, তথাচ বিনা সত্যবান, সাবিত্রীর এ হৃদয় কদাচ শীতল হবে না। এ আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে চিরকালই অগ্নিরাশি প্রজ্বলিত থাকবে। এ নির্ব্বাণ হবার নয়, এ কেবল আপনিই নির্ব্বাপিত কর্ত্তে পারেন।

যম। সাবিত্রি! যাও আর আমার পশ্চাতে এসো না, তোমার মন পবিত্র হয়েছে, দেবর্ষির নিকটে তত্ত্বজ্ঞান—উপদেশ লওগে, শোক শান্তি-কারক ধর্ম্মের কথায় শ্রদ্ধা কর (কিয়দ্দূর গমন করিয়া পশ্চাদ্দৃষ্টি) কি? এখনো তুমি আমার পশ্চাতে আসছ।

সাবি। প্রভো! আপনার এ কঠিন আজ্ঞা পালন করা আমার পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য, আপনি বর দিয়ে যে আরো শোক বৃদ্ধি করলেন। আমার বৃদ্ধ শ্বশুর, আজ নূতন চক্ষু পেয়েছেন, আমি একাকিনী কুটিরে ফিরে গেলেই তিনি বলবেন, 'কই বাছা সাবিত্রি আমার সত্যবান কোথায়? তুমি একাকিনী ফিরে এলে কেন? সে কি ফলভারে ক্লান্ত হয়ে পশ্চাতে আসচে; তারে শীঘ্র আন, আর বিলম্ব সয় না। আমি যে আজ নূতন চক্ষু পেয়েছি, আজ সত্যবানের মুখচন্দ্র নয়ন-ভরে নিরীক্ষণ করে জীবন সার্থক করবো।' প্রভো! তখন আমি তাঁরে কি বলবো? আমি কি এই বলে প্রবোধ দেবো যে, 'পিতঃ! তুমি যারে ভিক্ষার ঝুলি দরিদ্রের ধন বলতে তোমার সেই সত্যবান্ আজ জীবন শূন্য হয়ে ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন। তার মৃত শব দর্শন করে, নয়ন চরিতার্থ করুন, আর নূতন চক্ষুর সাহায্যে চিতার আয়োজন করুন।' প্রভো! এই বলতেই কি কুটিরে ফিরে যেতে বলছেন। নাথ আপনি অচেতন অবস্থায় ধর্ম্মরাজের কোমল করে অবস্থান কচ্ছেন, কিছুই জানেন না, নাথ! আমাকে বলে দিন আমি জননীকে কি বলে প্রবোধ দেবো, যা প্রতি রজনীতে আমাদের কুটিরে এসে তোমার নিদ্রা হলো কি না জেনে যেতেন, সেই জননী যখন হা বৎস সত্যবান

বলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বেন তখন তাঁরে কে সান্ত্বনা কর্‌বে? ধর্ম্ম-রাজ! আমার ভাগ্যে যা হয়েছে, তার অন্য উপায় নাই, কিন্তু তা বলে সঙ্গে যেতে নিষেধ কর্‌বেন না। আমি জনক জননীর সে যাতনা দেখ্‌তে কুটিরে ফিরে যাবো না। অনল দেব, পতি-হীনা নারীদের বন্ধু আছে, কিন্তু পুত্রহীনা নারীর বন্ধু এ জগতে কেউ নাই। নাথ! তুমি যে সর্ব্বশেষে কাতরস্বরে বড় পিপাসা বলে জল চেয়েছিলে, সেই জল দিবার জন্যই অভাগিনী এ যাতনা সহ্য কচ্ছে। না হ'লে এতক্ষণ তোমার সঙ্গিনী হ'ত। তুমি যখন মাতা পিতাকে ত্যাগ কল্লে, তখন আমি কখনই থাক্‌বো না, এতে আমার অধর্ম্ম হবে না। আমি অন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বুঝি না। আমি কেবল এই জানি যে, পতি সেবাই কর্ম্ম, পতি সহবাসই স্বর্গ, পতির আদরেই সুখ, পতির প্রণয়েই আনন্দ, পতিই সতীর গতি, পতিই সর্ব্বস্ব, পতি ভিন্ন সকলই অসার।

রাগিণী টোড়ি ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

ক্ষমা কর দেব! ধরি তব চরণে।
বলো না কুটিরে যেতে জননীর সদনে॥
কি বলবো সুধাইলে বুঝাইব কেমনে।
হা বৎস বলিয়ে যখন লুটাবেন ধরা শয়নে॥
বিপন্ন পর্ণকুটিরে, নিরাশা তামসী ঘোরে,
এই মণি সার করে আছেন জীবনে।
সজল নয়নে, বলিবেন সকরুণে,
কোথা মা সাবিত্রি কোথা দেখাও মা সত্যবানে॥

যম। সাবিত্রি! তোমার পবিত্র প্রণয় মার্জ্জিত বুদ্ধি দেখে তোমাকে আরও কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। তুমি উপদেশ গ্রহণের পাত্রী।

সাবি। দেব! উদয়াচল যে কনককান্তি ধারণ করে কনকাচল নাম পেয়েছে, সে কেবল লোকপাবন অমিততেজ ভগবান্ সহস্রাংশুর অনুগ্রহে। আমিও তেমনি আপনার দর্শন লাভ করে, আপনার প্রভাবে ধন্যা হলেম। কিন্তু দেব! শোকের ন্যায় আর শত্রু নাই, শোক সমস্ত জ্ঞানকে নষ্ট করে, সমস্ত উপদেশকে বিফল করে, বুদ্ধিকে ছিন্ন ভিন্ন করে। প্রচণ্ড বায়ুতে নির্ম্মল জল আলোড়িত হলে যেমন চন্দ্রমার প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হয় না ইতস্তত ছিন্ন ভিন্ন ভাবে থাকে, তেমনি আপনার উপদেশে প্রাপ্তব্য ফল হচ্ছে না। প্রভো! এই ধর্ম্মজ্ঞান বিরোধী সুখ দুঃখ কি মনুষ্যের অমঙ্গলের জন্য সৃষ্টি হয়েছে? এ পাপেতো না থাকাই ভাল ছিল। মঙ্গলময় ঈশ্বর কেন এ গুলোকে সৃষ্টির বার করে দেন না, এরাই লোকের সর্ব্বনাশের কারণ।

যম। সাবিত্রি তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমি বাস্তবিক আহ্লাদিত হচ্ছি, বালিকাকালেই ধর্ম্মের প্রতি এতাদৃশী শ্রদ্ধা যে তোমার উপদেশ প্রাপ্তির পিপাসা কোন মতেই নিবৃত্তি হচ্ছে না। তুমিই না বলেছো যে পর্ব্বতবাসিনী তরঙ্গিনী যদি একবার প্রস্তর-দ্বার মুক্ত হয়ে বার হতে পারে, তা হলে আর ঝঞ্ঝাবাত আদি কোন প্রতিবন্ধকই মানে না। বুদ্ধির পক্ষেও তাই। বৎসে সুখ দুঃখাদি সকল কাল্পনিক ব্যাপার। মন বিকার প্রাপ্ত হলেই ঐ সমস্ত প্রত্যক্ষবলে অনুভূত হয়, বাস্তবিক কিছুই নয়। স্বপ্নে যেমন বিকট আকার দেখে ভয় হয়, তার পর নিদ্রাভঙ্গ হলে সে ভাব থাকে না, তেম্নি অজ্ঞান অবস্থায় ভ্রমজনিত সুখ দুঃখাদি উপহাসের পদার্থ হয়ে দাঁড়ায়। নারদাদি মহাত্মারা সেই জ্ঞান বলেই সুখ দুঃখের হাত এড়িয়েছেন, নিত্যানন্দ হয়েছেন, তাই তাঁরা পরের সর্ব্বনাশ দেখেও প্রফুল্ল মুখে হাস্য করেন। জ্ঞানীদের পরীক্ষার জন্যই সেই সুখ দুঃখাদির সৃষ্টি। কিন্তু আমি প্রভৃতি দিক্‌পালগণও সে মোহান্ধকারের হাত এড়াতে পারি না। সে বড় কঠিন ব্যাপার।

সাবি! প্রভো! আপনার অমৃতময় উপদেশে আমার অন্তরাত্মা আনন্দে ভাস্‌ছে, কিন্তু আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, ক্ষীণবুদ্ধি জীবের উপর এমন গুরুতর ভ্রমের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন কি? আপনিই তো আজ্ঞা কল্লেন যে কদাচিৎ কেউ এ মায়া হতে মুক্ত হতে পারে। তাহলে এই ক্ষীণবুদ্ধি দুঃখিনী বালিকার কি সাধ্য যে এই দুর্ব্বিসহ শোক বিস্মরণ হয়?

যম। সাবিত্রি আমি তোমার প্রশ্নে চমৎকৃত হয়েছি, তোমার এই সামান্য প্রশ্নের উত্তর করা বড়ই কঠিন। ইচ্ছাময় পরাৎপর হরিই এর প্রকৃত কারণ বলতে পারেন। তবে আমরা এই পর্য্যন্ত বুঝতে পারি যে ঐ বোঝাটা না থাকিলে সৃষ্টি হতোও না থাক্‌তোও না। তুমি যে ব্রত ধারণ করেছো, পবিত্র মনে একাগ্রচিত্তে বিশুদ্ধ প্রেম উপলক্ষে নারায়ণের যে তপস্যা কচ্ছো, তুমি আপনা আপনিই ক্রমশঃ সমস্ত বুঝতে পারবে। সাবিত্রি, আমি তোমার প্রতি আন্তরিক প্রীত হয়েছি, তুমি যা ইচ্ছা করিবে আমি সেই বর দিতে প্রস্তুত আছি, সতী পতিব্রতা নারী সর্ব্বাধিকারিণী তাঁকে কিছুই অদেয় নাই, তুমি অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রার্থনা কর।

সাবি। (স্বগতঃ) প্রভো এবার আর বিনা সত্যবান বর প্রার্থনা করার কথা বলেন নাই। জগদীশ্বর কি এমন দিন কর্ব্বেন। (প্রকাশ্যে) দেব, দয়াময়, যদি দয়া কল্লেন তবে দাসীর আর অন্য অভিলষিত বর কি থাকতে পারে? আপনি এই বর দিন যেন কদাচিত মন সত্য হইতে বিচলিত না হয়, আপনার চরণে দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, আর সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে যেন শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। আর আমাকে যেন কদাচিৎ বিধবা হতে না হয়।

যম। তথাস্তু তথাস্তু, তথাস্তু—তাই হবে, সাবিত্রি, তুমি শত পুত্রের জননী হয়ে সংসারে সর্ব্ব সুখে সুখিনী হবে, কখন বিধবা হবে না। আর তোমার মন যে কদাচিৎ সত্য হ'তে বিচলিত হবে না এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, কেন না পরাৎপর হরির চরণাম্বুজে যার মন একবার

আসক্ত হয়েছে তার মন আর কদাচিৎ কলুষিত হয় না। যাও বাছা কুটিরে যাও আর সঙ্গে সঙ্গে এসো না। (কিয়দ্দুর গমন, পশ্চাদ্দৃষ্টি) একি? এখনো আসছ, পশ্চাৎ ত্যাগ কর নাই,' তুমি অত্যন্ত অবাধ্যা, তুমি জান না যে বারম্বার আজ্ঞা লঙ্ঘন কল্লে মহাপাতক হয়। তুমি যাও আর তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ করব না। তুমি যত ক্ষণ পর্য্যন্ত এই কালান্তক কালের উগ্রমূর্ত্তি না দেখবে, ততক্ষণ ক্ষান্ত হবে না। তুমি কি এখনো সত্যবানের পুনর্জীবন প্রার্থনা কচ্ছো? তা কোন ক্রমেই হবে না; ইন্দ্রাদি দশদিকপাল প্রতিবাদী হলেও যম স্বকীয় কার্য্য সাধন করবে।

সাবি। অঁ্যা আমি এ কি শুনছি, হে দেব! সত্যেশ্বর সত্যব্রত ধর্ম্ম রাজ! আমি এ কি শুনছি? এখনো মুহূর্ত্তকাল পূর্ণ হয় নাই আপনি যে আনন্দের সহিত আমাকে বর প্রদান কল্লেন যে আমি বিধবা হবো না আর সত্যবানের ঔরসে শতপুত্র প্রসব করবো; যদি সেই সত্যবানের জীবাত্মাকে প্রত্যর্পণ করবেন না, তবে বালিকাকে বঞ্চনা কল্লেন কেন? হা যদি অনল শীতল হয় সমুদ্র বারিশূন্য হয় তবুও তো আপনার বাক্য মিথ্যা হয় না। ধর্ম্মরাজ! আপনি আমার সর্ব্বনাশ করবেন বলে যদি চাতুরীর দুরপনেয় কলঙ্ক শিরোভূষণ করেন তা হলে আর বেদ বিধি ধর্ম্ম কর্ম্ম কে বিশ্বাস করবে? মাতঃ! বসুন্ধরে, মা তুমি এখনি রসাতলে গমন কর আর কার আশায় এ বিপুল পাপভার বহন কচ্ছো? মা, কে তোমার ধৈর্য্যগুণের পুরস্কার দেবে, কে তোমার ভার লাঘব করবে? এই দেখ ধর্ম্মরাজ মিথ্যাবাদী হলেন। হে সর্ব্বলোক প্রকাশক জগৎসাক্ষী ভগবান্ সহস্রকিরণ! তুমি এখনি গগন ধাম পরিত্যাগ করে কোথাও লুকিয়ে থাক, এই ধরাধাম তমসাচ্ছন্ন হোক। তোমার আত্মজ ধর্ম্মাধিপতি কাল, আজ মিথ্যাবাদী হলেন এ কথা যেন জগতে আর কেউ জানতে না পারে। হে ব্রহ্মজ্ঞানী

ব্রাহ্মণসকল তোমরাও আজ বেদ, স্মৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণাদি গ্রন্থকে সাগরের অগাধ জলে নিক্ষেপ করে হীন জাতি কিরাতাদির অনুকরণ কর, স্বধর্ম্মাচরণে আর প্রয়োজন নাই। ঐ দেখ ধর্ম্মরাজ স্বয়ং মিথ্যাবাদী হয়েছেন। হৃদয় তুমি আর কার আশা করবে? প্রাণ, আর না—আর না—নির্গত হও এ জগতে আর থাকতে নাই, চল, কোন নির্জ্জন প্রদেশ অন্বেষণ করে সেই খানে গিয়ে থাকবো, কারো সঙ্গে আলাপ করবো না। মা জগজ্জননি মা জগদম্বে, মা তুমি কি নিদ্রিতা, মা যদি তোমার ধর্ম্মরাজও মিথ্যাবাদী হলেন তবে আর তোমার এ সৃষ্টিতে কাজ কি? আঃ অসহ্য—অসহ্য—অসহ্য (বক্ষে করাঘাত এবং পতন)

যম। সতীর ধর্ম্মের কি আশ্চর্য্য মহিমা, কি গরিয়সী শক্তি, তার প্রভাবে এই সামান্য বালিকাও আমাকে মোহিত কল্লে। আমাকে দুষ্কর কার্য্য ভার বহন কর্ত্তে হয় বলে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপুরুষের ইচ্ছায় আমার মন সর্ব্বদাই ভ্রম প্রমাদশূন্য, কিন্তু আজ কি তারও ব্যত্যয় হলো। ধন্যরে সতীত্ব, ধন্যরে পাতিব্রত্য, জগতে সতীই ধন্য, তোমার মাহাত্ম্য কেবল তুমিই জান, তুমিই আদি সতী পরমাসতী তোমার শক্তিতেই সৃজন পালন সংহার হচ্ছে। হরি হর ব্রহ্মা কেবল উপলক্ষমাত্র তুমিই বিশ্ব সংসারের আধার স্থল। আর বেদে তোমাকেই মহামায়া বলে, মা তোমার মায়াতে জগৎ সংসার মোহিত, ব্রহ্মাও 'আমার সৃষ্টি আমার সৃষ্টি' করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মা সতী পতিব্রতারা তোমারি দ্বিতীয় মূর্ত্তি তুমিই সতী-রূপে 'জগতে বিরাজিতা। সতীই অপরাজিতা সতীই জগদ্ধাত্রী সতীই জগজ্জননী সতীই জগত্তারিণী। মা তুমিই এই সাবিত্রী রূপে আমার সম্মুখে উপস্থিত। মা! আমি যে তোমার মায়াতে মোহিত হয়েছি এ বড় কথা নয় যোগীশ্বর মৃত্যুঞ্জয় মহাকালও তোমার মায়াতে মোহিত হয়ে চিরকাল চরণতলে লুটাচ্ছেন। মা আমি তোমাকে মাতৃ সম্বোধন করবো কি পিতৃ সম্বো-

ধন করবো তাও জানি না। তবে মা মা বলে ডাকতে রসনা অগ্রসর হয় বলেই মা বলে ডাকছি। এমন মিষ্ট শব্দ আর নাই। আর কোন শব্দে প্রাণ এমন পুলকিত হয় না। এমন বদন ভরা শব্দ আর নাই। আমি যে শব্দে যেমন করে ডাকি না কেন, তুমি অবশ্যই বুঝতে পাচ্চো যে আমি তোমাকেই ডাকছি। মা! আমি তোমার মঙ্গলময় নিয়ম পালন করবো বলে আমার বজ্রসম কঠিন হৃদয়কে যথাসাধ্য আরও কঠিন করেছি, নিষ্ঠুরতার শেষ সীমায় এনেছি। সতী পতিব্রতা সত্যপরায়ণা সরলা বালিকার যাতনা সহ্য করতে না পেরে অসঙ্গত বর দিয়েছি। মা, এই সাবিত্রীকে যদি বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, পবিত্র প্রণয়ের পরিণামে যদি মধুর আস্বাদন না থাকে, তবে আর সতীত্বের মাহাত্ম্য কি? মা! আপনার দত্ত যৎ-কিঞ্চিৎ জ্ঞানসত্ত্বেও আমি সাবিত্রির দুরবস্থা দর্শন করে ধৈর্য্য ধারণ করতে পাচ্চি না, তখন বালিকা কিরূপে স্থির হবে মা? আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন আমি বদ্ধপরিকর হয়ে প্রার্থনা কচ্চি আপনার ইচ্ছায় সত্যবান পুনর্জীবিত হোক আর শত পুত্রের জনক হয়ে আপনার বাঞ্ছাকল্পতরু এবং সর্ব্বশক্তিময়ী নামের গৌরব ঘোষণা করুক। (যোড়করে দণ্ডায়মান)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত।

জয়া। মা, আজ তোমার বদনমণ্ডল বিমর্ষ দেখ্‌ছি কেন? এ চন্দ্রমা তো কখনই মেঘাচ্ছন্ন হয় না। এ অধর ত কখন হাসি শূন্য দেখি নাই, আজ যে ঈষৎ কম্পিত হচ্ছে; মা, ক্রোধের কম্পন স্বতন্ত্র। তোমার বিশাল নয়নে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে ত দেখ্‌ছি। আজ যে ছল ছল কচ্ছে। ঠাকুর কি আজ কিছু বলেছেন, তা ওঁর কথায় কান দেন কেন? উনি ত মনের সহিত কিছু বলেন না, আর ভেবে চিন্তে কিছু বলেন না, যা মুখে আসে, তাই কতকগুলো বলেন। আর এই বলেন, এই ভোলেন, ওঁর কথা ধর্ত্তব্য নয়।

বিজয়া। তোর বুদ্ধি ক্রমে ক্রমে পাক্‌ছে নাকি? তুই তো বড় ঠাউরেছিস। ঠাকুর আবার ওঁকে কি বলবেন, তিনি সদা সর্ব্বদাই ভয়ে জড় সড়, মা একটু কোপ কটাক্ষ কল্লে, তাঁর মুখ শুকিয়ে যায়, এক দৃষ্টে মুখপানে চেয়ে থাকেন, কত কাকুতি মিনতি করেন, একটু বাড়াবাড়ি হলেই অমনি 'নন্দিরে নন্দিরে' বলে ডাক ছাড়তে থাকেন, আর ঝুলী কাঁথা নিয়ে বুড়ো এঁড়ে গরুটির উপর চড়ে কৈলাস ছেড়ে পালান। তার পর ক্ষুধা বৃদ্ধি হলেই, কাঁপতে কাঁপতে ঘাড় গুঁজে এসে উপস্থিত হন, মা আর রাগ করে থাক্‌তে পারেন না, হাস্‌তে হাস্‌তে অন্ন দেন। তিনি কিছু বল্লে কি আর

রক্ষা থাক্‌তো, মা নাকি তেমনি যে, কারো কথা সহ্য কর্‌বেন, তা হলে এতক্ষণ পদভরে কৈলাস পর্ব্বত থর থর করে কাঁপতো। হুঙ্কার-ধ্বনিতে ত্রৈলোক্য স্তব্ধ হ'তো। ত্রিনয়ন হ'তে অগ্নিরাশি নির্গত হয়ে দিগ্‌দাহ কর্ত্তো। ঠাকুর অমনি পা দুখানি বুকে করে দুটি চক্ষু মুদিত করে শুয়ে পড়তেন, মার নৃত্যের ধমকে, ঠাকুরের পাঁজরের অস্থি মড় মড় কর্‌বে। আর কি হয়েছে তাই জিজ্ঞাসা কর।

ভগবতী। মিষ্টভাষিণী, বিজয়া ঠাকুরের বড় পক্ষপাতিনী, বাছা আমার স্পষ্টবাদিনী, সরলভাবে মনের কথা সব বলে ফেলে, কারো মুখাপেক্ষা করে না, এই জন্য আমি ওরে বড় ভালবাসি। ঠাকুর আবার ওর প্রতি বড় সন্তুষ্ট, সিদ্ধির প্রসাদটুকু আগে বিজয়াকে না দিলে মনস্থির হয় না। না জয়ে, বিজয়া সত্যই অনুমান করেছে, অন্য কারণে, আমার মন অতিশয় চঞ্চল হয়েছে। চঞ্চল কেন? আমার অন্তঃ-করণে অত্যন্ত বেদনা হয়েছে।

বিজয়া। মা তবে কি মুণ্ডমালা ছড়টা আনবো। খাঁড়াখানা অনেক দিন শোণিত পান করে নাই, ভাল করে খর শাণ দেবো। ডাকিনী যোগিনীরা অনেক দিন রক্ত মংস পায়নি বলে তাদের অস্থিচর্ম্ম সার হয়েছে। তাদের কি সংবাদ দেবো? তারা এখনি আহ্লাদে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আস্‌বে। কা-দের সঙ্গে এ যুদ্ধ হবে মা? তাদের অধিক পরিমাণে হাতী ঘোড়া আছে তো? সিংহটী আমাদের নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে বলে, জয়া বলে ওটা বুড়ো হয়েছে, ওর আর শক্তি সামর্থ্য নাই, কিন্তু তা নয় মা; সে দিন আমি স্বচক্ষে ওর তেজ দেখছি। শচীনাথ পুরন্দর যে দিন ঠাকুরকে প্রণাম কর্ত্তে এসেছিলেন, তাঁর ঐরাবত হাতীটা বাইরে ছিল, সে সেই বিপুল শুঁড় দিয়ে একটা বড় অশ্বথ ডাল ভেঙ্গে ফেলে, তার পর বুঝি তার অহঙ্কার হলো, অমনি ভয়ানক চীৎকার করে উঠলো। তাই শুনে আমাদের সিংহটা এমনি ভীষণ গর্জ্জন কল্লে যে, তার প্রতিধ্বনিতে যেন ধবল পর্ব্বতে শত শত বজ্র পতন হতে লাগ্‌লো, আমাদের বনের ব্যাঘ্র মহিষ প্রভৃতি সকল

জন্তুই উর্দ্ধশ্বাসে পলাতে লাগলো, ঐরাবত ভয়ে আপনার শুণ্ড সঙ্কুচিত কল্লে। সিংহের কেশরগুলি হেমন্ত কালের শস্যপূর্ণ ধান্যক্ষেত্রের ন্যায় শোভা পেতে লাগলো। চারি পায়ে ভর দিয়ে ঐরাবতকে আক্রমণ কর্‌বে এমন সময়ে নন্দী এসে চক্ষু রক্তবর্ণ করে একটী অঙ্গুলি চালনা দ্বারা ইঙ্গিতে নিষেধ কল্লে। আর কি করবে, সিংহ হতাশ হয়ে পুনর্ব্বার শয়ন কল্লে. দেখে আমার বড় দুঃখ হলো। তাই বল্‌ছি এবারকার যুদ্ধে হাতী ঘোড়া আছে কি না?

ভগবতী। না তাও নয়। যদি আমার মনোবেদনায় কোপের কারণ থাক্‌তো তা হলে বিষণ্ণ হতে হবে কেন বাছা? কেউ যদি অহঙ্কারে মত্ত হয়ে এ অনিষ্ট কর্ত্তো, তা হলে সে বিরিঞ্চি বা মাধব হলেও পরিত্রাণ পেতো না স্বয়ং শূলপাণি প্রতিবাদী হলেও রক্ষা হতো না, এক মুহূর্ত্তে চতুর্দ্দশ ভুবন ধ্বংস কর্ত্তেম। বাছা, এ তা নয়। যে সরলভাবে আমার আজ্ঞা ও নিয়ম পালন কর্ত্তে গিয়ে আমারি মনে বেদনা দিচ্ছে, সে আবার আপনার কৃত কার্য্যের জন্য ক্ষুব্ধ হয়ে সজল নয়নে মা মা বলে ডাক্‌ছে। তার বিরুদ্ধে কি অস্ত্রধারণ কর্ত্তে পারি? সে যে আমার কার্ত্তিক গণেশের তুল্য ধর্ম্মরাজ।

জয়া। আমি এখনো কিছু বুঝতে পারি নাই, ধর্ম্মরাজ কি নিয়ম পালন কর্ত্তে গিয়ে কোন সতী পতিব্রতার মনে বেদনা দিয়েছেন? তা না হলে তো আর তোমার আন্তরিক বেদনার কোন কারণ নাই। সতী পতিব্রতারা তোমার দ্বিতীয় মূর্ত্তি, এ কি সেই যমরাজ জানেন না? মা শুনে আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে, সেই পতিব্রতা কামিনী কে? যাঁর কষ্টে তোমার বেদনা হয়েছে, তিনি তো সামান্যা নন। তাঁর নাম কি মা?

ভগবতী। জয়ে! তুমি কি আমার সাবিত্রীকে জান না, যে সত্য রক্ষার এবং পবিত্র প্রণয়ের অনুরোধে, জেনে শুনে অল্পায়ু সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করে, মাতা পিতা, রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, হিংস্র পশুসংকুল বিজনে পর্ণকুটিরে স্বামী সহবাসে আনন্দিতা

হয়েছিল। সেই সত্যবান আজ বিধাতার নিয়মে কালপ্রাপ্ত হয়েছে, আর সাবিত্রী, সজল নয়নে ধূলায় ধূসরিতা হয়ে, ধর্ম্মের চরণে পতি-ভিক্ষা কর্‌ছে. ধর্ম্ম তার প্রার্থনা পূর্ণ কর্ত্তে পাচ্ছে না বলে আমাকে মা মা বলে ডাক্‌ছে।

বিজয়া। মা, বিধাতার এ পক্ষপাত সহ্য হয় না, তিনি যেন সরলা কামিনী-কুলকে দুর্ব্বলা দেখে, সমুদয় যাতনার বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ কচ্ছেন। সতী পতিব্রতা সাবিত্রীর এই যাতনা তো দেখা যায় না, মা আর কায নাই, সৃষ্টির প্রণালী উঠিয়ে দিন, আর না হয় তো কামিনী-কুলকে বলবতী, বীর্য্যবতী করুন। কমলযোনি বিধাতা স্বয়ং পুরুষ বলেই তো স্বজাতি পক্ষ-পাতী।

ভগবতী। না বিজয়ে, তুমি বুঝতে পারনি। কামিনীদের অবলা নাম বটে কিন্তু কার্য্যে অবলা নয়। দেখ দেখি আমার সাবিত্রীর ন্যায় বীর্য্য-বতী কে আছে? সে কেবল পতি-ব্রত উপলক্ষ করে ষড়রিপুকে জয় করেছে; সহিষ্ণুতা গুণের উপমাস্থল হয়েছে। কামিনীকুলের এই সমস্ত সদ্‌গুণ আছে বলেই সংসার সুশৃঙ্খল রূপে চলেছে। তুমি আবার এদের দুর্ব্বলা বল? আমার ইচ্ছা যে, এই ক্ষণেই ধরাতলে গিয়ে সত্যবানকে পুনর্জ্জীবিত করি, আর দুজনকে দুই কোলে বসিয়ে, লজ্জা-নম্র-মুখী সাবিত্রী কেমন করে আহ্লাদ প্রকাশ করে দেখি।

জয়া। ইচ্ছা হচ্ছে তো করুন না কেন? আপনার অসাধ্য কি আছে?

ভগবতী। না বাছা, কিছু বিলম্ব আছে। এখনো সাবিত্রীর ব্রতের শেষ হয় নাই। বিজয়া, তুই যা বাছা, ঐ দেখ ধর্ম্মের নিষ্ঠুর বাক্য শুনে সাবিত্রী অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে. তুই ওর কাণে কাণে স্বপ্না-দেশের ন্যায় বলে আয় যে, সাবিত্রি, পতির দুরবস্থার সময়ই পতি ব্রতার সাহস প্রকাশ করবার স্থল, বিপদে ধৈর্য্য ধারণ করাই সত্য

গুণ, পতির নিমিত্তে দুঃসহ যাতনা ভোগ করাই পতিব্রতার তপস্যা। সতী স্বয়ং নিষ্পাপ হয়েও পতির পাপ-ফলভোগ করে বলেই আমার আদরের সামগ্রী, আর এই জন্যই তারা অতুল পুরস্কার পায়, তুমি চৈতন্য লাভ কর, তোমার দুঃখ অবসান প্রায়। জয়া আর দেখতে পারি না, আমার এ চক্ষু কখন অশ্রু বরিষণ করে না, কিন্তু আজ তাই হচ্ছে। আর অধিক কি বলবো, ঠাকুর যেদিন বিষপানে ঢলে পড়লে ত্রৈলোক্যে হাহাকারধ্বনি উঠেছিল, সে দিনও আমার এত বেদনা হয় নাই। তার কারণ এই যে, আমি আপনার কষ্ট আপনি অনায়াসে সহ্য কর্ত্তে পারি, কিন্তু সতী পতিব্রতাদের যন্ত্রণা চক্ষে দেখতে পারি না। পতিসর্ব্বস্ব নারীরাই পবিত্র প্রণয়ের অধিকারিণী, আর তারাই আমার দ্বিতীয় মূর্ত্তি।

জয়া। তা বটে মা, পুরুষেরা এ বিষয়ে অনেকাংশে নিকৃষ্ট, ওরা পবিত্র প্রণয়ের ধার ধারে না। আমার মনে আছে, তুমি প্রাণপণ করে ঠাকুরকে বিষপানের দায় হতে বাঁচালে, আর তুমি যখন ঠাকুরের নিন্দা শুনে দেহত্যাগ করেছিলে, তখন ঠাকুর দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এলেন তোমার পুনর্জ্জীবনের কোন উপায় কল্লেন না।

ভগবতী। তুই মনে মনে এত চিন্তা করিস? এবার বিজয়া আর কিছু উত্তর কর্ত্তে পাল্লে না।

বিজয়া। মা! ও কথা যেন তোমারই ভাল লাগলো, কিন্তু আমি শুনবো কেন? ও তো ঠিক মিল্লো না। তুইতো ওঁদের ঘরের কথা বড় বুঝেছিস, এই বলি শোন। মার তখনকার জনক, ঠাকুরের নিন্দা করেছিলে বলে উনি প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলেন যে তার ঔরসজাত শরীর রাখবেন না, তার সঙ্গে সম্বন্ধের শেষ কর্ব্বেন। আর তার জন্যই উনি দেহ ত্যাগ কল্লেন, না হলে পুনর্জ্জীবিত করা কি তাঁর অসাধ্য ছিল, না উনিই তা পার্ত্তেন না? তার পর

সেই মৃতদেহ মাথায় করে চিরকাল শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তার জন্য এখনো লোকে শ্মশানবাসী, আরো কত কি বলে; তুই তার কি বুঝবি?

জয়া। যেন তাই হলো, কিন্তু তার পর আবার তপস্যায় মনোনিবেশ কল্লেন কেন? কতকাল পর্য্যন্ত চক্ষু মুদিত করে একাসনে বসে রইলেন। মা সেই পর্য্যন্ত সর্ব্বত্যাগিনী হয়ে ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তবে ঘরে ফিরিয়ে আনেন, আর তার জন্যেই তো লোকে পাগল বলে।

ভগবতী। হয়েছে, ঢের হয়েছে, আর আনন্দ-বিবাদে কায নাই, এখন সাবিত্রীর জন্য উপায় করিগে চল।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যম, সত্যবান ও সাবিত্রি।

(নেপথ্যে দৈববাণী)।

ধর্ম্মরাজ। নিরাকার নিরঞ্জন সর্ব্বদা সাক্ষীভূত, পরব্রহ্ম নারায়ণ সাবিত্রীর তপস্যাতে সন্তুষ্ট হয়েছেন। সাবিত্রী সামান্যা বালিকা নয়, আদি সতী ভগবতীর অংশসম্ভূতা; লোকমাতা ধরিত্রী সাবিত্রীকে ধারণ করেছেন বলে ধন্যা হলেন। সাবিত্রী সতীকুলের আদর্শ স্বরূপা, তুমি অবিলম্বে সত্যবান্‌কে পুনর্জ্জীবিত কর, আর সাবিত্রী-চরিত্র এবং ব্রত-মাহাত্ম্য লোকসমাজে কীর্ত্তন কর।

ধর্ম্ম। কৃতার্থ হলেম, এই অসীম মহিমার জন্যই বেদ শ্রুতি প্রভৃতি সকলই আপনার তত্ত্বে মৌনভাব অবলম্বন করেছিল। সাবিত্রি! গাত্রোত্থান কর, আর ধূলায় ধূসর হ'য়ে পড়ে থাক্‌তে হবে না—আর চিন্তা নাই, এই লও তোমার সত্যবানের জীবন গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। প্রভো! আপনার কৃপায় আজ অনাথিনী সনাথা হলো। অকুল-সংসারে কুল পেলে, আমি পাপিনী, আপনাকে অত্যন্ত বিরক্ত করে কত অপরাধ করেছি, আমাকে মার্জ্জনা করুন।

(প্রণাম এবং সত্যবানের জীবাত্মা গ্রহণ।)

যম। না না, তোমার পবিত্র চরিত্রে পাপের সঞ্চার সম্ভবে না, তোমাকে অপরাধ মার্জ্জনা প্রার্থনা কর্ত্তে হবে না। সাবিত্রি! তুমি সামান্যা বালিকা নও, তুমি সতীত্ব ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছো, তোমা হতেই পতিব্রতের মাহাত্ম্য প্রকাশ হলো। ব্রহ্মজ্ঞানী বশিষ্ঠ পুত্র শোকে কাতর হয়ে যা কর্ত্তে পারেন নাই, তুমি কেবল সত্যব্রত বলে আজ তাই কল্লে, মৃত পতিকে পুনর্জ্জীবিত কল্লে। সাবিত্রি, আমি তোমার পতিকে পুনর্জ্জীবিত করি নাই, আমার নিকটে তোমার কৃতজ্ঞতার প্রয়োজন নাই। যাঁর অসীম ক্ষমতায় সত্য-বানকে প্রাপ্ত হয়েছো, তিনি কে তা আমি আজ পর্য্যন্ত জানি না, তজ্জন্যই তাঁরে নানা নাম দিয়ে সম্বোধন করি। এই অসীম নভোমণ্ডলের আদি অন্ত জীবের অগোচর, এতে সময়ে সময়ে কত প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করি, অথচ তাঁর স্বরূপার্থ কিছুই জানি না। সেই সর্ব্বশক্তিমান, নিরাকার নিরঞ্জন, জগদাধার, এই আকাশ অপেক্ষাও নিশ্চল, তাঁর তত্ত্ব কি বুঝিয়ে দেবো? তবে আমরা কল্পনাবলে, কখনও তাঁকে নারায়ণ বলি, কখন গণেশ-জননী বলি আর কখন কখন কিছু জানি না বলি। সাবিত্রি, কেবল জ্ঞান বলেই যাঁর দর্শন পাওয়া যায়, তিনিই তোমার প্রতি প্রসন্ন, তোমার কি আর ভাগ্যের সীমা আছে? তোমাকে প্রসব করেছেন বলে, তোমার জননী ধন্যা হলেন, তুমি পতিকুল এবং পিতৃকুল উদ্ধার করলে। তোমার সতীত্ব বলে, চতুর্দ্দশী তিথি মহা পুণ্যপ্রদা তিথি হলো এবং এই বনস্থলীও পবিত্র হলো। যে নারী চতুর্দ্দশবর্ষ কাল, তোমার এই ব্রত আচরণ কর্ব্বে, সে

কোন যুগে বিধবা হবে না। অনন্তকাল স্বামী সহবাসে স্বর্গভোগ কর্ব্বো। শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞও পতিব্রতের তুল্য নয়।

হে সংসারবাসিনী কামিনীগণ, তোমরা ভগবতীর মঙ্গলময়ী বচনাবলী শ্রবণ কর। এই ধরণীতলে জন্মগ্রহণ করে যে নারী, পতিপদ সেবা না কল্লে, পতির সুখে সুখিনী, পতির দুঃখে দুঃখিনী হয়ে পতীর অনুগামিনী না হলো, যৌবন মদে গর্ব্বিতা হয়ে কুরূপ পতিকে তাচ্ছল্য কল্লে, পতির দোষানুসন্ধান করে রোষ প্রকাশ কল্লে, প্রিয় বাক্য বলে বিপদের সময় সান্ত্বনা কল্লে না, পতির সন্তোষের নিমিত্ত পরিশ্রম কল্লে না, তাদের জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল। এই আনন্দপূর্ণ সংসার তাদের পক্ষে কণ্টকময়, সুধু যে দাম্পত্য প্রণয় আস্বাদন কত্তে পেলে না তা নয়, তাদের কোন বিষয়েই সুখ নাই। কমলিনী সমীরণ সোহাগিনী বলেই তার প্রসাদে পদ্মিনীর সৌরভ লোক জানতে পেরেছে। পতিকে অসন্তুষ্ট কল্লে ইহলোকে কুযশ আর পরলোকে আমার হাতে বিবিধ শাস্তি ভোগ কর্ত্তে হয়। আর অসতী কুলটা দ্বিচারিণী ব্যভিচারিণীদের তো কথাই নাই। তারা রাক্ষসী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী; রাক্ষসী কেবল শরীর নাশ করেই ক্ষান্ত হয়, এরা স্পর্শমাত্রে মনুষ্যের জন্ম জন্মান্তরীণ পুণ্য নষ্ট করে; যোগী ঋষি ব্রহ্মজ্ঞানীদের পর্য্যন্ত পবিত্র অন্তঃকরণকে কলুষিত করে। আর তাই করেও ক্ষান্ত নয়, পাপিনী সংসর্গের পাপপুঞ্জ জন্মজন্মান্তরেও ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থেকে নানাবিধ কষ্ট দেয়। পিশাচীদের তুলনা দেওয়ার নিমিত্তে এ জগতে কিছুই নাই। তাদের অপবিত্র মনে কদাচিত ধর্ম্মচিন্তা হয় না। কর্দ্দমময় পঙ্কিলজলে কখনই চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে না।

সাবিত্রি, শীঘ্র সত্যবানকে পুনর্জ্জীবিত কর, শীঘ্র কুটীরে প্রত্যাগমন কর, তোমার শ্বশুর শাশুড়ী বড় কাতর হয়েছেন—আমি প্রস্থান করি।

যমের প্রস্থান।

সাবিত্রী। প্রভো! প্রণাম করি।

(সত্যবানের শরীরে জীবাত্মা যোগ)

সত্য। (গাত্র সঞ্চালন করে) এ কি? সূর্য্য অস্ত হয়েছেন যে, বনস্থলী গাঢ় তমসাচ্ছন্না হয়েছে। সাবিত্রি! তুমি করেছ কি, আমার নিদ্রা-ভঙ্গ করালে না কেন? আমি বুঝেছি, স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করাতে নাই, সেই কুসংস্কার দোষে তুমি এই কার্য্য করেছো। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতই স্বার্থপর হয়। স্বামীর প্রিয়কার্য্য করেই আপনার অন্তঃকরণে সন্তোষ লাভ করে, তুমি তাই করেছো। কিন্তু এটী মনে ভাবলে না যে, আমার জনক জননীর মনে কত বেদনা হচ্ছে; তাঁরা কত কাতর হয়েছেন। ছি! তুমি ভাল কাজ কর নাই। আমার পিতা মাতা অনাহারে রইলেন, একি বলবার কথা? "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" এই জন্যই বলে। তুমি আমার সঙ্গিনী না হলে কি আমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যেতে পার্ত্তেম? প্রয়োজন বশতঃ আমার মন সতর্ক থাকুতো, আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি, তাই তোমার দোষ দোষ বলেই গণ্য কর্ত্তে পারি না।

সাবি। নাথ স্থির হ'ন, দৈবদোষে বিলম্ব হয়েছে। আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। নারী জাতি, স্বামী চরণে সতত অপরাধিনী। চলুন, এখন গৃহে প্রত্যাগমন করা যাক।

সকলের প্রস্থান।

সম্পূর্ণ।